www.bhraman.com
Subscribe Online: www.swarnakshar.in
ISSN 0971-8885 মার্চ ২০১৪ ☐ ২৫ টাকা

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড
ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

ভ্রমণ

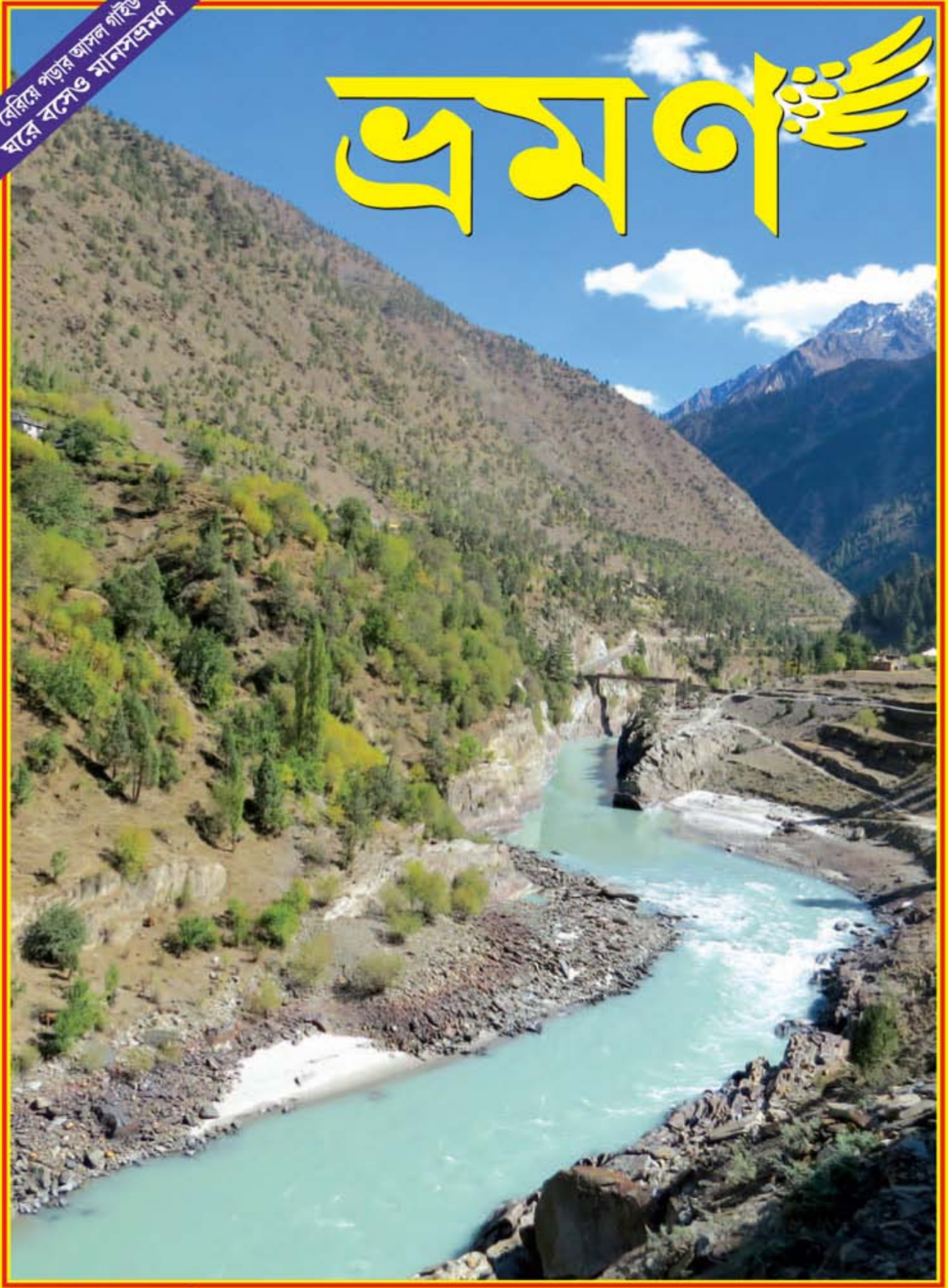

ত্রিলোকনাথের পথে চন্দ্রভাগা নদী

Incredible India

HIMACHAL TOURISM

Absolute divinity. Unparallel beauty.

Nestled amidst the lofty mountains of Himalayas, Himachal is home to many Gods. Blessed with divine peace, adventure spirit, exotic flora and fauna, and calm scenic surroundings, the destination has something to offer to everyone. **Come, explore, enjoy!**

adsyndicate

Home Stay facility is also available in **rural areas of Himachal.**

Unforgettable Himachal

For any suggestion/ grievance and assistance SMS **hp tour** followed by **<space>** and matter to **51969**

For all accommodation requirements & packages visit: www.hptdc.gov.in, www.himachaltourism.gov.in

Department of Tourism & Civil Aviation, Block No. 28, SDA Complex, Kasumpti, Shimla (H.P.)
Phone: 0177-2625924, 2623959, 2625511, 2625864 Fax: 0177-2625456
Website: www.himachaltourism.gov.in For online booking of hotels, visit: www.hptdc.gov.in, www.himachalhotels.in Email: tourismmin-hp@nic.in, tourism@hp.gov.in

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস

বিষাদগাথা

হারানো অতীত থেকে কাঁপানো বর্তমান
অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস।
নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে
দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র
কিংবা সমকালীন রূপকথা।
₹২০০

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in

ভ্রমণ — www.bhraman.com
ছেলেবেলা — www.echhelebela.com
কালের কষ্টিপাথর — www.ekashtipathar.com

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
কিশোর-উপন্যাস
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি

বরফের বাগান

আন্টার্কটিকার রহস্যময়
তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়
₹১২০

নতুন কিশোর উপন্যাস
গরিলার চোখ ₹৮০

শাদা ঘোড়া ₹৩০

আমাজনের জঙ্গলে
সপ্তম মুদ্রণ ₹৭০

গৌর যাযাবর
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১২০

লেখকের অন্যান্য বই: ঋষিকুমার ₹২০ ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ ভূতের বাঁশি ₹৪০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি ₹২০

কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

মৈত্রেয়ী নাগের
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

মহাশ্বেতা দেবীর তুতুল ₹২৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫

Buy Online ▸ www.swarnakshar.in

সিডি হীরু ডাকাত বই

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে
জমজমাট
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

হীরু ডাকাত

প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি
সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়। ₹৯৯

পাগলকরা ছন্দে দম বন্ধ
করা ডাকাতের গল্প

শিশুসাহিত্যে জাতীয়
পুরস্কারপ্রাপ্ত।
৯ম মুদ্রণ ₹৪৫

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই

বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া ₹১৫০
শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা ₹১৫০
নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণের নবনীতা ₹৯০
প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে ₹৭৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী

১ম খণ্ড। ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০
২য় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

কিংবদন্তি পত্রিকার
সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে
থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার
পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা
নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন
বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রমুখ কবি। ₹১৫০

আমাদের ওয়েবসাইট:
www.swarnakshar.in
www.bhraman.com
www.ebhraman.com
www.echhelebela.com
www.ekarmakshetra.com
www.ekashtipathar.com

আমাদের সব বই
সব পত্রিকা ও
হীরু ডাকাতের সিডি
এখানেও পাওয়া যায়:
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম
চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা ₹৫০ আফ্রিকার জঙ্গলে ₹৫০ আলাস্কা ₹৫০
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে ₹১০০

এছাড়াও: চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। মিশর। নেপাল। ব্যাংকক-পাটায়া। ইন্দোনেশিয়া। মোঙ্গোলিয়া। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ। নানা দেশের লোকনৃত্য ও আরও দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণচিত্র।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়: জম্মু ও কাশ্মীর। গোয়া। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। বারাণসী। উইক এন্ড।

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

ভ্রমণ

সূচিপত্র

দ্বাবিংশতি বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ ২০১৪ চৈত্র ১৪২০

42 কিন্নর স্পিতি লাহুলের পথে পথে
পম্পি মজুমদার

30 কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান
বসন্ত সিংহ রায়

8 রণথম্ভোর অরণ্যে তিনদিন
শ্যামল চক্রবর্তী

52 গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

39 ব্যাংকক আর পাট্টায়া
মহুয়া কাঞ্জিলাল

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in Read back issues Online ▸ www.ebhraman.com □ www.bhraman.com

26 ধনেশ পাখির খোঁজে বক্সা অরণ্যে
শুভময় চংদার

76 তথ্যেচিত্রে চুপির চর

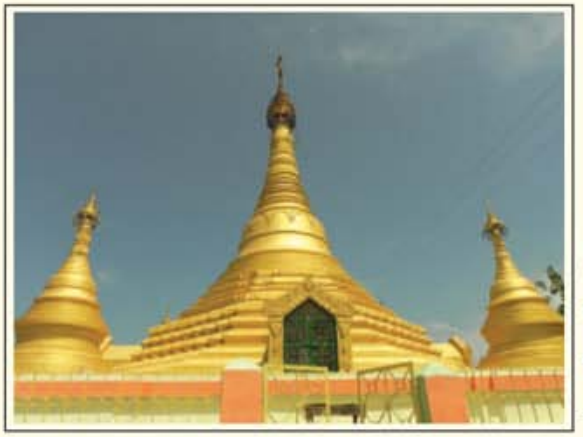

58 পিলাক ও মহামুনি
অসিত বসাক

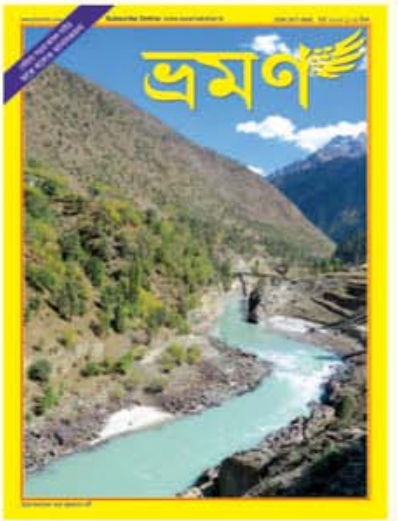

ত্রিলোকনাথের পথে চন্দ্রভাগা নদীর ছবিটি ২০১৩-র অক্টোবরে তুলেছেন **অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়**

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার ছবি: ***সিদ্ধার্থ সমাজদার***

75 বনের পাতা

ফেসবুকেও এখন
ভ্রমণ
www.facebook.com/bhramantravelmag

নিয়মিত বিভাগ

6 প্রধান সম্পাদকের কথা
14 ছোট্ট ছুটির ছক্কা
20 পাঠকের পাতা
36 ভ্রমণজিজ্ঞাসা
63 ভ্রমণশব্দছক
64 হলিডে হোম
66 রেলের সময়সূচি
68 ফিরে দেখা
69 কোথায় যাবেন, শুধু জানান
75 বনের পাতা
76 তথ্যেচিত্রে চুপির চর
78 নোটবই

প্রধান সম্পাদক **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**
সম্পাদক **মহাশ্বেতা সমাজদার**

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।

Owner Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd. Published at 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed at Swapna Printing Works Pvt. Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

দাম ২৫ টাকা

BHRAMAN
A Bengali Monthly on Travel & Tourism
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Telephone: 2283 2320, 2280 8818
Circulation: 98308 83322
Fax: 2287 6448
E-mail: bhraman@swarnakshar.in
www.bhraman.com www.ebhraman.com

কপিরাইট © স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ ২০১৪
ভ্রমণ-এ প্রকাশিত কোনও লেখা ও তার কোনও অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

প্রধান সম্পাদকের কথা

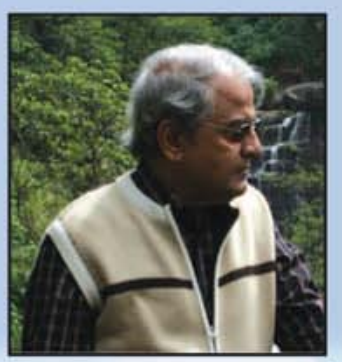

কোনও কোনও নদী কখনও ভুলব বলে মনে হয় না। যেমন, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে লিডার নদী। চিরসখার মতো পাহাড়ি ওই শহরের গলায় গলায় জড়াজড়ি খরস্রোত লিডারের ধারে অনেক সকাল-দুপুর-বিকেল কেটেছে আমার, কিন্তু একবার নদীর বুকে বড় বড় পাথরের চাঁই ডিঙিয়ে-লাফিয়ে নদীর বেশ কিছুটা ভিতরে গিয়ে দু'খণ্ড পাথরের চাঁইয়ে বসে আমরা দুই ভাই নিজেদের কথা বলাবলির সুখে মগ্ন হয়ে গিয়েছি, হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে নদীর বুকে হাজির এক শালওয়ালা! তার কাঁধে অন্তত ডজনখানেক নয়নলোভন কাশ্মীরি শালের পাঁজা।

এর বহুবছর পর নীলনদে ছোট ছোট ছিপ নৌকোয় মিশরি ফিরিওয়ালারা মহিলাদের মিশরি পোশাক গালেবির পশরা নিয়ে বিদেশি পর্যটকদের জাহাজ প্রায় ঘিরে ধরেছে দেখেছি, কিন্তু সে-বার পানকৌড়ির মতো লাফিয়ে পাথরখণ্ড পার হয়ে নদীর বুকে শালওয়ালার আবির্ভাবে

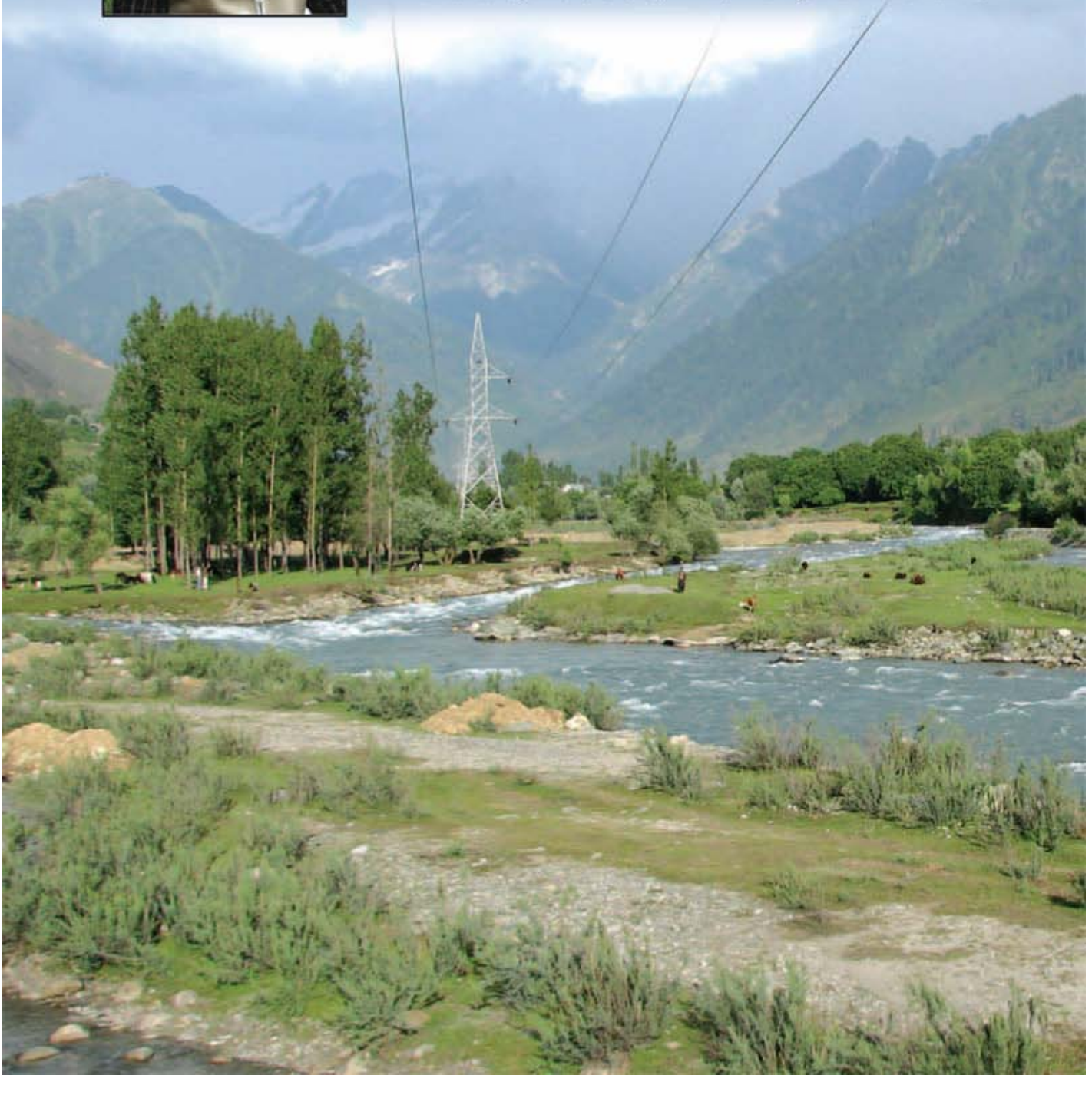

যে রোমাঞ্চকর আনন্দ পেয়েছিলাম, তা চারদিকের আশ্চর্য স্বর্গদৃশ্যের সৌন্দর্যকে আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এনে ফেলেছিল।

তখনও শাল কেনার কথা ভাবিনি, শালের তখন দরকারও ছিল না, কিন্তু শালওয়ালা সে কথা শুনবে কেন? খরস্রোতের জলস্পর্শ বাঁচিয়ে পাথরের ওপর সে একটার পর একটা তার শিল্পসৃষ্টি মেলে ধরে। মুখে একটাই কথা, শহরের শোরুমে এইসব শালের দাম সতেরোশো থেকে সাত হাজার। নেহাৎ পেটের দায়ে সে সতেরোশোর শাল সাতশোয় দিচ্ছে। শেষমেষ তাকে নিরস্ত করতেই সবচেয়ে সস্তার সাতশোরটা একশো হলে নিতে পারি বলে মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়ে দু'ভাই যেই পুরনো গল্পের খেই ধরতে গিয়েছি, লোকটা অমনি শালটা ভাঁজ করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে, একগাল হাসিতে সারামুখ ভরিয়ে সত্যিই একশো টাকা নিয়ে মাছ-পাওয়া পানকৌড়ির মতো পাথরগুলো লাফাতে লাফাতে পার হয়ে গেল।

ছিল এক আশ্চর্য নদী তার সঙ্গে মিশে গেল একটা অচেনা মুখের চিরচেনা হাসি। আজ এতবছর পরেও সেই হাসি শীতের দুপুরে আমাকে উষ্ণতা দেয়।

ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ হয়ে নামখানায় হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী পেরোতে পারিনি বলে বালকবয়সে আমার সমুদ্রপথে বিশ্ব অভিযানের পরিকল্পনা বিফলে গেল, সেকথা আগেও বলেছি। হাতানিয়া-দোয়ানিয়া পেরিয়ে বকখালি ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে আমার সমুদ্রযাত্রা শুরু করার কথা ছিল। যাই হোক, সে-বার নামখানায় হাতানিয়া-দোয়ানিয়ার পাগল করা হাওয়ায় অদ্ভুত একটা দিন কেটেছিল। নামখানার কুমড়োর ব্যাপারী ফ্রেজারগঞ্জের রাস্তায় ডাকাতের ভয় না দেখালে হয়তো সে-বারই নদী পার হওয়ার একটা চেষ্টা চালাতাম।

অনেক পরে এই নদীর ওপর সেতুবন্ধ গড়ার বিষয়ে খবরের কাগজে লিখেওছি, যাতে কলকাতা থেকে সোজা নদী পেরিয়ে বকখালি যেতে পারে মানুষ। এতদিন পর হাতানিয়া-দোয়ানিয়ায় সত্যিই ব্রিজ তৈরির খবর পড়ে আমার হাতানিয়া-দোয়ানিয়ার সেই উদ্দাম হাওয়া মনে পড়ে গেল।

চিনের লি নদী আমার আর-একটা প্রিয় নদীস্মৃতি। গুইলিন থেকে লি বেয়ে ইয়াংসু যাওয়ার পথে নদীতীরের বিস্ময়কর পার্বত্য ভাস্কর্য হয়তো প্রকৃতি-অচেতন মানুষকেও নিমেষে প্রকৃতিপ্রেমিক করে তুলবে।

নদীর কথা বলে শেষ করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন। তার একটা কারণ তো এই যে, সেই সব নদীর সঙ্গেই আমি ব্যক্তিগত সম্পর্কে বাঁধা।

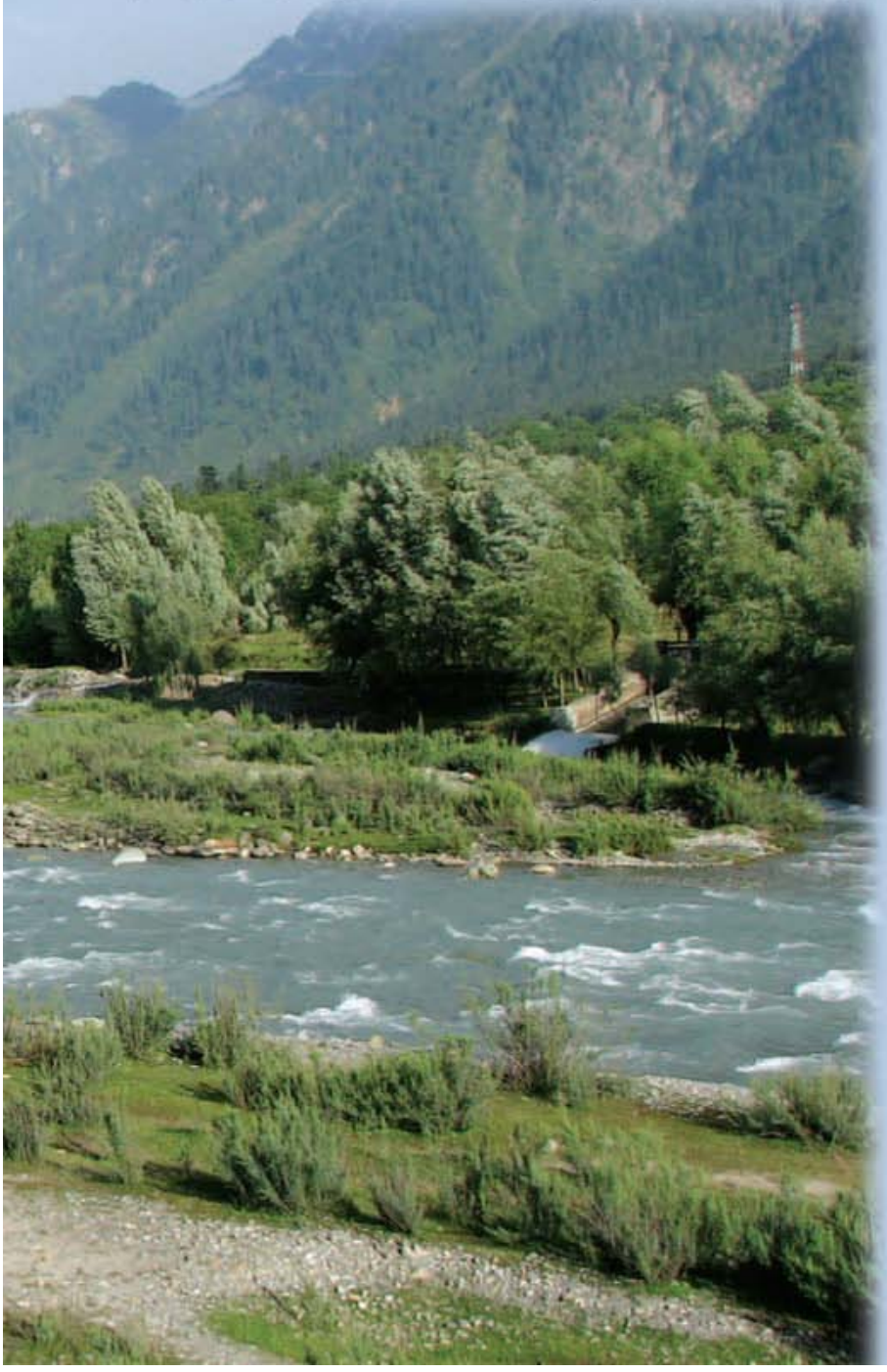

পহেলগাঁওয়ে লিডার নদী

www.amarendrachakravorty.com

ভ্রমণ-সংক্রান্ত কোনও তথ্য বা পরামর্শ চেয়ে অনুগ্রহ করে প্রধান সম্পাদকের ঠিকানায় ই-মেল করবেন না। ওই বিষয়ে ই-মেল পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা : bhraman@swarnakshar.in

গ্রাহক সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগ জানাবেন এই ঠিকানায়:
subscriptions@swarnakshar.in

আমাদের ডাক-ঠিকানায় চিঠিও লিখতে পারেন।

রণথম্ভোর অরণ্যে তিনদিন

শ্যামল চক্রবর্তী

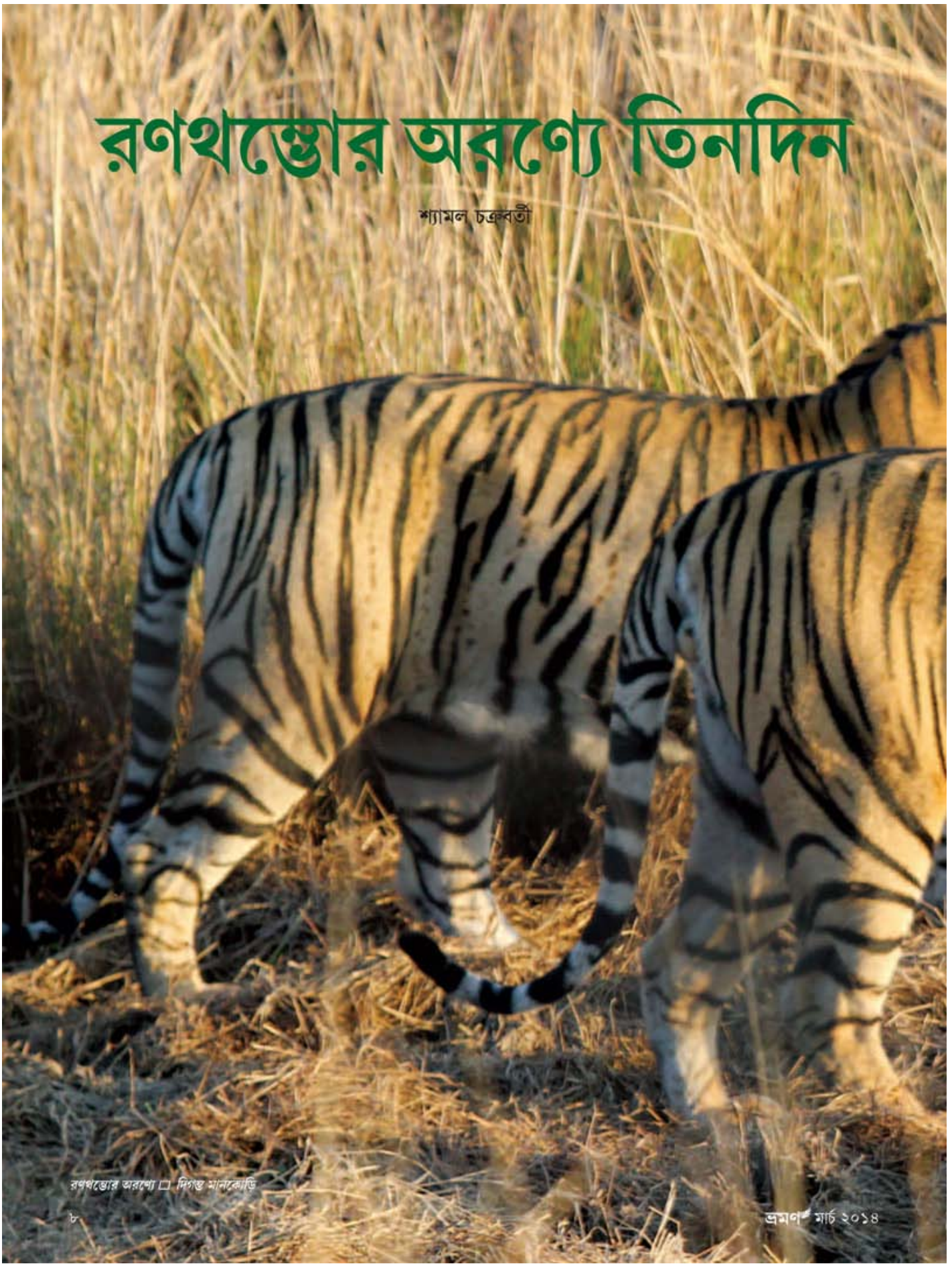

রণথম্ভোর অরণ্যে □ দিগন্ত মানকোড়ি

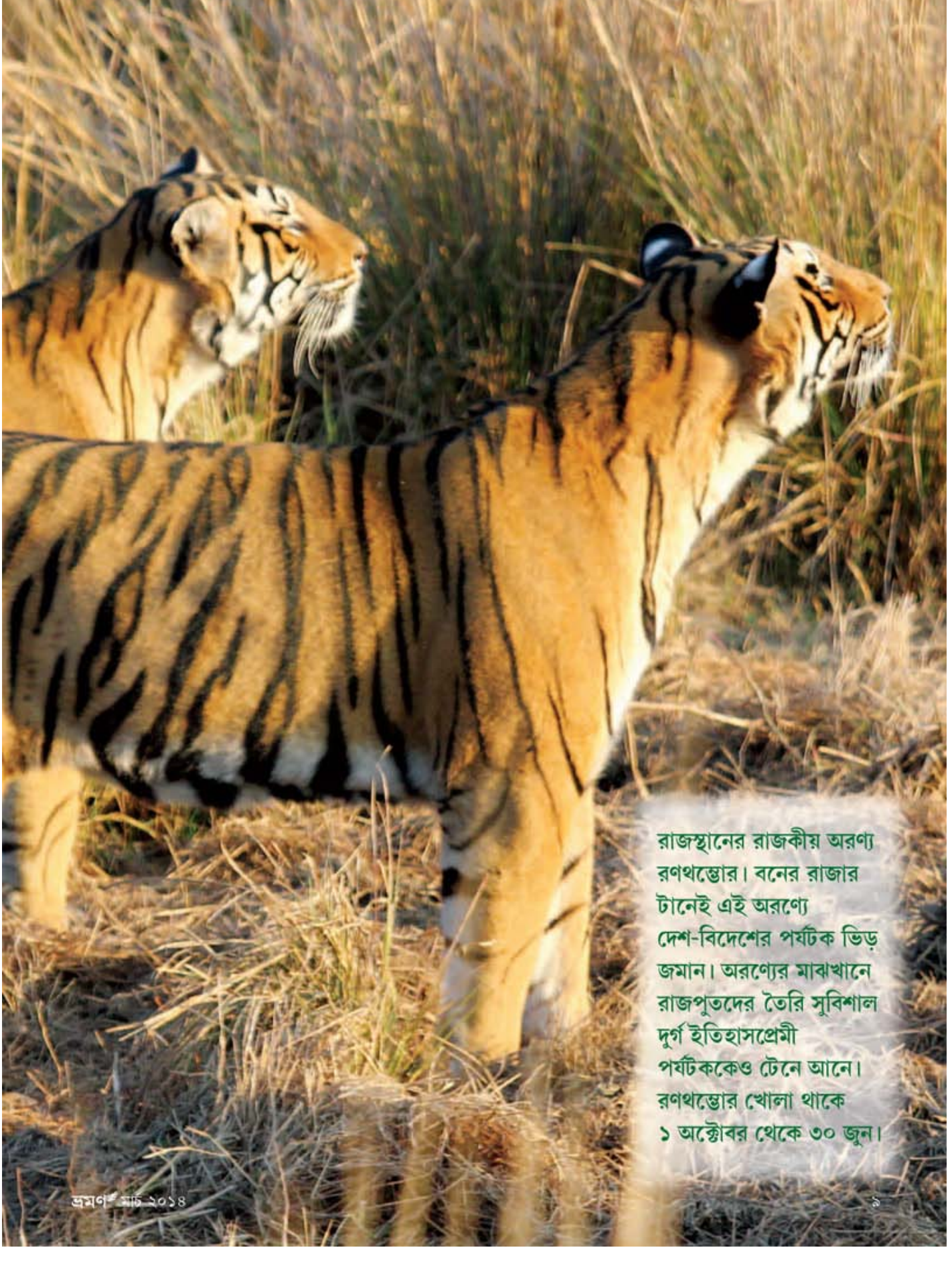

রাজস্থানের রাজকীয় অরণ্য রণথম্ভোর। বনের রাজার টানেই এই অরণ্যে দেশ-বিদেশের পর্যটক ভিড় জমান। অরণ্যের মাঝখানে রাজপুতদের তৈরি সুবিশাল দুর্গ ইতিহাসপ্রেমী পর্যটককেও টেনে আনে। রণথম্ভোর খোলা থাকে ১ অক্টোবর থেকে ৩০ জুন।

সম্বর □ সৃপ্তি চক্রবর্তী

পাথুরে চড়াই উতরাই পেরোতে পেরোতে আমাদের জিপসি এগোচ্ছে বিলম্বিত লয়ে। বাঁদিকে খাড়া পাহাড়। উদ্ভিদহীন, নিকষ খয়েরি। অনেকটা ওপরে পাহাড়ের মাথায় বসে আছে এক ঈগল। হঠাৎ উড়তে শুরু করল ঈগলটা, রাজকীয় সোনালি ডানা ছড়িয়ে। মন ভরে গেল সেই আশ্চর্য উড়ালের দিকে চেয়ে। ওদিক থেকে ফরেস্ট রোডের ডানদিকে তাকাতেই আর এক চমক। বনপথ-সংলগ্ন নালার পাশে মাটিতে শুয়ে শীতের রোদ পোহাচ্ছে পেল্লায় সাইজের দুটো কুমির, পাশাপাশি।

একটু এগোতেই ডানদিকের কেন্দু আর ধোক গাছে লাফ দিতে দিতে দ্রুত অদৃশ্য হল একপাল হনুমান। আমাদের গাইড করিমের নির্দেশে থেমে গেল জিপসি। কানে ভেসে আসছে হনুমানের বিপদসংকেত। অ্যালার্ম কল। আমাদের সামনের বনের রাস্তা পেরিয়ে একপাল সম্বর হরিণ ত্রস্ত পায়ে দৌড় দিল উল্টোদিকের বনে। অনুসন্ধানী চোখে করিম তাকিয়ে আছে ডানদিকের বনে।

নালা পেরিয়ে একঝাঁক বুনো জাম আর

রণথম্ভোর দুর্গ □ সৃপ্তি চক্রবর্তী

কেন্দুর দুর্ভেদ্য বনস্পতির পাশেই মাঝারি কুলগাছের সারি। গাছের নীচে ঘাসের ঝোপ। একের পর এক জিপসি এসে দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের পিছনে।

ঠিক তখনই হঠাৎ নড়ে উঠল কুলগাছের নীচের ঝোপটা। বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন বনের রাজা। বলিষ্ঠ, পেশিবহুল, ডোরাকাটা। সাতসকালেই রাজদর্শনের আনন্দে উচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে এল পিছনের জিপসি থেকে। রাজকীয় ভঙ্গিতে বনের রাজা তখন বনপথে পা রেখেছেন সবে। বিরক্ত ডোরাকাটা তাকালেন পরপর দাঁড়িয়ে থাকা জিপসিগুলোর দিকে। রাস্তা পেরোতে পেরোতে হাঁ করে বিকট এক আওয়াজ করলেন। তারপর দৃপ্ত পদক্ষেপে দ্রুতলয়ে অদৃশ্য হলেন উল্টোদিকের বনের গভীরে। ভয় আর সম্ভ্রমে মিলেমিশে বাকরুদ্ধ আমরা।

কাল রাতে শিয়ালদহ থেকে জয়পুরগামী ট্রেনে এসে নেমেছি সোয়াই মাধোপুর। এর আগের স্টেশন রণথম্ভোরে লালবাতির নির্দেশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ট্রেন। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল অরণ্যের গেটের আলো। সোয়াই মাধোপুর থেকে অটো নিয়ে রাজস্থান পর্যটন উন্নয়ন নিগমের হোটেল বিনায়ক। টেন্টে মালপত্র নামিয়ে ক্যান্টিনে নৈশভোজ সেরেই সোজা বিছানায়। দুটো কম্বল গায়ে চাপিয়েও শীতের কামড়ে জবুথবু সব্বাই। এই ডিসেম্বরের শেষে রাতের তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি।

রণথম্ভোর সত্যিই এক ব্যতিক্রমী অরণ্য। বিন্ধ্য আর আরাবল্লি পর্বতমালার মাঝে ৩৯২ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষ আর কাঁটাগাছের মিশ্র এ অরণ্যে মরু, পাথর আর সবুজের আশ্চর্য সহাবস্থান। কোথাও পাথুরে চড়াই উতরাই, কোথাও সমতল। নিম, শাল, কুল, ধোক, কেন্দু ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য খেজুর, রুদ্রপলাশ আর ইউফরবিয়েসি পরিবারের কাঁটাগাছ। প্রায় ক্যাকটাস গোত্রের হলেও পুরোপুরি ক্যাকটাস নয় এই কন্টকবৃক্ষ দল।

জঙ্গলের মধ্যেই আনুমানিক ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি সুপ্রাচীন, বিশাল রণথম্ভোর ফোর্ট। বহু শতাব্দী জুড়ে দুর্ভেদ্য, শক্তিশালী এই দুর্গ রাজপুত শাসকদের বাঁচিয়েছে দিল্লির শাসকদের আগ্রাসনের হাত থেকে। বত্রিশ স্তম্ভযুক্ত বিশাল ছত্রী, গণেশের মন্দির শুধু নয়, এক মসজিদও রয়েছে দুর্গের মাঝে। এ দেশের কোনও জাতীয় অরণ্যে এত বড় দুর্গ আর একটাও নেই।

তিন-তিনটে বিশাল জলাশয়— পাথুরে অরণ্যে এক চরম বিস্ময়। মালিক তালাও, পদম তালাও আর রাজবাগ— জল জুড়ে লালচে শৈবাল আর পদ্মের চোখ জুড়নো ছবি। অরণ্য জুড়ে একের পর এক জলের নালা, কোথাও বা সশব্দে আছড়ে পড়া প্রপাত। রণথম্ভোর অরণ্যের সবচাইতে বড় আকর্ষণ এখানকার বাঘ। অরণ্য জুড়ে রয়েছে চিতল হরিণ, সম্বর হরিণ, বুনো শুয়োর, নীলগাই। এ ছাড়াও বনবিড়াল, ভালুক, চিতাবাঘ ও শিয়ালের দেখা মেলে এ অরণ্যে।

ধোঁক, কেন্দু, নিম, কুল, আরও কত নাম না-জানা গাছ দেখতে দেখতে এগোয় জিপসি। একটা বড় গাছের কোটরে বসে আছে সাদা রঙের এক লক্ষ্মীপেঁচা। গাড়ি থামিয়ে চেনালেন গাইড। জলার পাড়ে অর্ধেক শরীর জলে, অর্ধেক পাড়ের পাথরে রেখে শুয়ে আছে বিশাল এক কুমির। প্রথমে বড় গাছের মোটা ডাল বলে মনে হলেও ভুল ভাঙল কুমিরটা গোটা শরীরটা পাথরে তুলে আনায়। একটা ফাঁকা ঘাসঢাকা প্রান্তরে দেখা হল একজোড়া বুনো শুয়োরের সঙ্গে।

এ অরণ্যে সম্বর হরিণের সংখ্যা গুনে বলার নয়। দিবালোকে এত চিতল এশিয়ার আর কোনও অরণ্যে দেখা যায় না। 'টাইগার চকোলেট' নামে পরিচিত এই হরিণ বনের রাজার খুব প্রিয় খাদ্য।

মধ্যাহ্নভোজ সেরে আবার অরণ্য সফরে। গেটে নামধাম লিখে, লিখিত পারমিট জমা দিয়ে এবার এক নম্বর বনপথে। কোনও বড় জলাশয় নেই এই অংশের অরণ্যে। পথ পাথুরে, পাশে নালা। নালার পাশে জল খাচ্ছে সম্বর আর চিতলের দল। আমরা যেতেই চকিত নয়নে দেখছে আমাদের। একটা বিশাল সম্বর হরিণ বারবার লুটোপুটি খাচ্ছে জলে, কাদায়। কয়েকটা সম্বর কাদা মাখাচ্ছে শিং-এ। গাইড জানালেন আজ সকালেই দু'নম্বর লেনের পাশে বনের রাজার পেটে যেতে যেতে কোনওক্রমে বেঁচে গেছে ওই সম্বরটা, ডালপালা ছড়ানো শিংয়ের বর্মে। আহত সেই সম্বরের যন্ত্রণাকাতর ছটফটানি দেখে মন ভার হয়।

একটা বুনো জামগাছ থেকে ওপরে বসা হনুমানের দল কচি সবুজ পাতা ছিঁড়ে ফেলছে নীচে। সেই পাতা খাচ্ছে চিতল হরিণের দল। শুধু খাদ্য জোগানো নয়, বাঘ এলে বিশেষ 'কলিং সাউন্ড' দিয়ে চিতল, সম্বর ও অন্য বন্যপ্রাণীদের আগাম সাবধান করবার কাজটাও করে শাখামৃগের দল, আশ্চর্য দক্ষতায়।

সময় গড়ায়। শেষ বিকেলের আলোয় আশ্চর্য মায়াবী হয়ে ওঠে অরণ্য। নালার পাশে এক পুরুষ সম্বর প্রেম নিবেদন করছে জল খেতে থাকা দুই সম্বর হরিণীকে। প্রথমটা সরে গেল আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। সাড়া দিল না দ্বিতীয়টাও। হতাশ পুরুষ চিতল সরে গেল এককোণে। এটাই হরিণদের 'মেটিং সিজন'। আলো কমছে দ্রুতলয়ে। গাছের মাথায় মাথায় শেষ আলো দেখিয়ে ডুবে যাচ্ছে সূর্য। ছায়া ঘনাচ্ছে বনে বনে। দ্রুতলয়ে গেটের দিকে এগোচ্ছে জিপসি। ঝুপঝুপ করে নামছে শীত। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে সারপেন্ট ক্রেস্টেড ঈগল। কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় লজে ফিরে পরপর দু'কাপ চা।

শুধু বন্যপ্রাণী আর উদ্ভিদের বৈচিত্রে নয়, পাখির বৈচিত্রে রণথম্ভোর অরণ্য ভরপুর। অন্তত তিনশো প্রজাতির পাখি রয়েছে এই বনে। কালো ঈগল, ক্রেস্টেড সার্পেন্ট ঈগল, ট্রি পাই, পেঁচা, ঘুঘু, পায়রা থেকে শুরু করে অসংখ্য পানকৌড়ি। জলাশয়গুলোতে অবিরাম ডুবসাঁতার দিয়ে টুপ করে মাথা তোলে পানকৌড়ির দল।

শীতে জলায় দূরদূরান্ত থেকে আসা পরিযায়ী পাখিদের মেলা বসে যায়। ব্রাহ্মণী হাঁস, ওয়াটার ল্যাপউইং, মুরহেন, গ্রেল্যাগ গুজ, রুডি শেলডাক ও আরও অনেক পরিযায়ী পাখি ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে দেখতে পাওয়া যায় রণথম্ভোর অরণ্যে। সারাবছর অসংখ্য কুমিরের দেখা মেলে এ অরণ্যের নালাগুলোতে।

দ্বিতীয় দিন সকালে পার্কের গেট পেরিয়ে চলে যাই রণথম্ভোরের ঐতিহাসিক দুর্গ দেখতে। কয়েকশো সিঁড়ি পেরিয়ে প্রায় দু'শো মিটার উঠে গণেশ মন্দির, মসজিদ,

তোরণদ্বার, মহাদেব ছত্রী সব ঘুরে দেখতে কেটে গেল বেশ কয়েক ঘণ্টা। ফোর্টের ওপর থেকে রণথম্ভোর অরণ্যকে দেখতে দেখতে ঘোর লাগে চোখে।

বিকেলে আবার সাফারি। আজ পাঁচ নম্বর লেনে। ধোঁক, কেন্দু, নিম, কুল, আরও কত নাম না-জানা গাছ দেখতে দেখতে এগোয় জিপসি। একটা বড় গাছের কোটরে বসে আছে সাদা রঙের এক লক্ষ্মীপেঁচা। গাড়ি থামিয়ে চেনালেন গাইড। জলার পাড়ে অর্ধেক শরীর জলে, অর্ধেক পাড়ের পাথরে রেখে শুয়ে আছে বিশাল এক কুমির। প্রথমে বড় গাছের মোটা ডাল বলে মনে হলেও ভুল ভাঙল কুমিরটা গোটা শরীরটা পাথরে তুলে আনায়। একটা ফাঁকা ঘাসঢাকা প্রান্তরে দেখা হল একজোড়া বুনো শুয়োরের সঙ্গে। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, একটু বাদেই দৌড়ে হারিয়ে গেল পিছনের জঙ্গলে। চলতে চলতে সেই পরিচিত দৃশ্য। ঘাস আর গাছের পাতা খেয়ে চলেছে সম্বর আর চিতলের দল। একটু বাদেই পথ আটকে দাঁড়াল বিশাল এক সম্বর হরিণ। কালচে শরীরে শেষ বিকেলের রোদ। মাথার ডালপালা মেলা শিং দু'চোখ ভরে দেখার মতো। দু'চোখে মায়া। সম্বরটার বয়স নাকি অনেক, বললেন গাইড।

ডানদিকের জঙ্গলে দেখা দিলেন রাজা। সঙ্গে রানিও। দুম করে রাস্তায় উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন রাজারানি, আমাদের দিকে। হেলায় একবার আমাদের দেখে রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়ালেন পাশাপাশি। স্তব্ধ হয়ে দেখছি বাঘ আর বাঘিনির কাণ্ড। একবার পাশাপাশি তো একবার মুখোমুখি। একটু পরেই একটু দূরে দূরে। বোঝা গেল, দু'জনেরই মুড বেশ ভালো।

দিল্লি-মুম্বই রেলপথ থেকে ১২ কিলোমিটার দূরত্বে থাকা রণথম্ভোর অরণ্য কত প্রাচীন তা নিয়ে রয়েছে মতভেদ। তবে, এ অরণ্য যে অন্তত পাঁচশো বছর আগেও ছিল তা নিয়ে সংশয় প্রায় নেই। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রানা কুম্ভ রণথম্ভোর দুর্গ ও সংলগ্ন অরণ্য জয় করেন। এরপর একের পর এক যুদ্ধে ওই অঞ্চল বুঁদির রাজপুত রাজা, আকবর ও ঔরঙ্গজেবের হাতে যায়। মোগল সম্রাট শাহ আলম জয়পুরের রাজা প্রথম সোয়াই মাধো সিংকে ১৭৫৮-তে দুর্গ ও অরণ্য দান করেন। সোয়াই মাধো সিং সেই সময় থেকেই রাজপরিবারের সীমিত শিকারের ক্ষেত্র হিসেবে এ অরণ্যকে রক্ষা করেন। ওই রাজার আমন্ত্রণে ডিউক অব এডিনবরা ও রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথও এ অরণ্যে শিকার করে গেছেন। স্বাধীনতার কিছুকাল বাদে প্রথমে এটি অভয়ারণ্য ও পরে জাতীয় অরণ্যে পরিণত হয়। বছর দশেক আগে এ অরণ্যের উত্তর-পূর্বের সোয়াই মাধো সিং অভয়ারণ্যকে রণথম্ভোর অভয়ারণ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় দিন সকালে চা খেতে খেতে দেখি অরণ্য থেকে বাউন্ডারি ওয়াল পেরিয়ে দুটো ময়ূর ঢুকে পড়েছে তাঁবুর পিছনকার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। কাল রাতেই লজের উল্টোদিকের

অনলাইনে কিনতে ▶ www.swarnakshar.in

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন
প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি।
তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

বিস্তীর্ণ পেয়ারা বাগিচার মালিকের মুখে শুনেছি, প্রায়ই বন্যপ্রাণীরা চলে আসে বাগানে, শস্যের খেতে।

সকাল সাতটায় চলে আসে জিপসি। উঠে বসি। কাল রাতে পারদ ছুঁয়েছিল ৬ ডিগ্রি। কনকনে ঠান্ডায় ছুটছে জিপসি। আজ দু'নম্বর আর তিন নম্বর বনপথে আমাদের সাফারি। ঘুম ভাঙা অরণ্যে আবার সেই কুমির, সম্বর, চিতল। একপাল হনুমান দৌড়ে সামনের রাস্তা পেরোতেই ডানদিকের বনে দেখা দিল একটা নীলগাই।

জলাশয়ের পাশে এসে দাঁড়ায় জিপসি। লালচে শ্যাওলা ফুঁড়ে অসংখ্য পানকৌড়ি, ব্রাহ্মণী হাঁস গোটা চারেক। গাইড চেনালেন একজোড়া রেড ওয়াটেলড ল্যাপউইং। ওদের পাশে বেশ কয়েকটা মুরহেন। দেখতে দেখতে খবর আসে বাঘ রয়েছে ফেরার পথে। জিপসি ছোটে ধুলো উড়িয়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডানদিকের জঙ্গলে দেখা দিলেন রাজা। সঙ্গে রানিও। দুম করে রাস্তায় উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন রাজারানি, আমাদের দিকে। হেলায় একবার আমাদের দেখে রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়ালেন পাশাপাশি। স্তব্ধ হয়ে দেখছি বাঘ আর বাঘিনির কাণ্ড। একবার পাশাপাশি তো একবার মুখোমুখি। একটু পরেই একটু দূরে দূরে। বোঝা গেল, দু'জনেরই মুড বেশ ভালো। তারিয়ে তারিয়ে সূর্যের আলো মাখতে মাখতে ব্যাঘ্র দম্পতি দেখা দিলেন বহুক্ষণ ধরে।

ফিরে লাঞ্চ সেরে শুধুই বাঘের গল্প। সামনের লনে বসে অন্য অরণ্যপ্রেমীদের সঙ্গে আড্ডা। আজ পূর্ণিমা। টেন্টের পিছনের প্রাঙ্গণ থেকে উঁকি মারি চাঁদের আলোয় ভাসতে থাকা অরণ্যে।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে উঠে বসি অপেক্ষমাণ গাড়িতে। সোয়াই মাধোপুরে আমাদের নামিয়ে দেবে গাড়ি। ওখান থেকে উদয়পুরের ট্রেন। জ্যোৎস্নাভেজা পথে রণথম্ভোর অরণ্যের পাশ দিয়ে ছুটছে গাড়ি।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

এখানে যাওয়ার আদর্শ সময় অক্টোবর থেকে এপ্রিল। বাইনোকুলার সঙ্গে থাকলে সকাল-সন্ধে প্রচুর পাখির দেখা পাবেন। পর্যটকদের জন্য এই অরণ্য খোলা থাকে ১ অক্টোবর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত।

কীভাবে যাবেন

১২৩১৫ অনন্যা এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি) ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে দুপুর ১টা ১০ মিনিটে ছেড়ে সোয়াই-মাধোপুর পৌঁছয় পরদিন দুপুর তিনটে নাগাদ। এছাড়া হাওড়া, শিয়ালদা ও কলকাতা টার্মিনাল থেকে জয়পুর যাচ্ছে ১২৩০৭ যোধপুর এক্সপ্রেস, ১২৯৮৭ আজমির এক্সপ্রেস, ১২৩১৫ অনন্যা এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি) এবং ১২৪৯৬ প্রতাপ এক্সপ্রেস (শুক্রবার)। কলকাতা থেকে সরাসরি বিমানেও জয়পুর চলে আসতে পারেন। জয়পুর থেকে সড়কপথে দউসা বা টঙ্ক হয়ে সোয়াই মাধোপুর ১৮০ কিলোমিটার। বাস বা গাড়িতে সময় লাগবে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা। এপথে ট্রেনও পাবেন প্রচুর। যোধপুর থেকেও সোয়াই-মাধোপুর যাওয়ার ট্রেন পাবেন। তাছাড়া ট্রেনে বা বিমানে সরাসরি দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেনে, বাসে বা গাড়িতেও পৌঁছতে পারেন সোয়াই-মাধোপুর। দিল্লি থেকে সড়কপথে দূরত্ব ৩৪০ কিলোমিটার। সোয়াই-মাধোপুর স্টেশন থেকে রণথম্ভোর যেতে অটো, গাড়ি বা জিপ পাবেন।

অরণ্যভ্রমণ

রণথম্ভোর ন্যাশনাল পার্কের ফিল্ড ডিরেক্টরের অফিস থেকে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ডে ভিজিটের জন্য জিপসি পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ: ☎২২০৭৬৬, ২২০৪৭৯

ডে ভিজিটের সময় সকাল ছ'টা থেকে সাতটা এবং দুপুর দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত। অনলাইনেও জিপসি বুক করতে পারেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে:

www.rajasthanwildlife.in

সঙ্গে থাকবে বনদপ্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গাইড। জিপসিতে সর্বোচ্চ পাঁচজন ও ক্যান্টরে বারোজন যাওয়া যায়। জিপসিপ্রতি সাফারি ২,৮০০ টাকা। ক্যান্টরে মাথাপিছু প্রতি সাফারিতে খরচ ৫০০ টাকা। বনবিভাগের গাইডের খরচ এর মধ্যে ধরা আছে।

কোথায় থাকবেন

সোয়াই-মাধোপুরে রয়েছে রাজস্থান পর্যটনের **হোটেল বিনায়ক** (☎২২১৩৩৩), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৩০০ টাকা। এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৯৯০ টাকা। স্যুইটের ভাড়া ৩,৫০০ টাকা, স্যুইস টেন্টের ভাড়া ২,১০০ টাকা। (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ অথবা ডিনারের খরচ ধরা আছে)।

ক্যাসল ঝুমর-বাওরি (☎২২০৪৯৫), এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫,৪০০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ৭,৪০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনারের খরচ ধরা আছে)।

অনলাইন বুকিংও করতে পারেন রাজস্থান পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ওয়েবসাইট www.rajasthantourism.gov.in-এর মাধ্যমে। এছাড়া রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমে (☎০৭৪৬২-২২১১৬১) টিকিট দেখালে প্রতি ২৪ ঘণ্টা থাকা যাবে মাত্র ৩০০ টাকায়।

প্রাইভেট হোটেল: **টাইগার সাফারি** (☎২২১১৩৭), দু'জনের থাকা-খাওয়া নিয়ে দৈনিক খরচ ২,৬০০-৪,৫০০ টাকা।

পিঙ্ক প্যালেস, ভাড়া ৮০০-১,৩০০ টাকা।

সিদ্ধি বিনায়ক প্যালেস, ভাড়া ১,৫০০-২,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩০৩-৭১৭৪৪

হোটেল রাজ প্যালেস (☎০৯৮২৮-২৯৯৯৪৮), দু'জনের থাকা-খাওয়া নিয়ে দৈনিক খরচ ৩,৫০০-৪,৫০০ টাকা।

রণথম্ভোর বাঘ (☎০৮২৩৯১৬৬৭৭৭), দু'জনের থাকা-খাওয়া নিয়ে দৈনিক খরচ ৫,৮৩৬-৬,৩৫১ টাকা।

হিল ভিউ (☎২২২১৭৩), ভাড়া ১,২০০-১,৫০০ টাকা।

রাজপুতানা রিসর্ট (☎২২০৬৪১), ভাড়া ১,৫০০-২,২০০ টাকা।

রণথম্ভোর সাফারি লজ (☎০৭৯৪০৩২৭৪৩৪), দু'জনের থাকা-খাওয়া নিয়ে দৈনিক খরচ ৫,০০০ টাকা।

মনে রাখবেন

অরণ্যে হালকা রঙের জামাকাপড় পরা, চিৎকার চেঁচামেচি না করা, অরণ্যে প্লাস্টিক না-ফেলা ও অরণ্য ভ্রমণের অন্যান্য সব নিয়ম মেনে চলা একান্ত জরুরি। গাইডের অনুমতি ছাড়া জঙ্গলে গাড়ি থেকে নামা নিষেধ। তিন-চারদিন থেকে অন্তত গোটা চারেক সাফারি করলে অরণ্যভ্রমণ সার্থক হয়। শীতে গেলে যথেষ্ট শীতবস্ত্র সঙ্গে রাখতে ভুলবেন না।

অবশ্যই দেখবেন

রণথম্ভোর দুর্গ আর সেখান থেকে জঙ্গলের উল্টোদিকের খেত আর পেয়ারার বাগান। চলে যেতে পারেন ভুরি পাহাড়ি গ্রামের নদীতে। পদম তালাও সংলগ্ন ঝুমর-বাওরি আর রাজাদের শিকারের আস্তানা যোগীমহল দেখতে ভুলবেন না। হাতে সময় থাকলে মানসরোবর ড্যাম আর সুরোয়াল লেকও দেখে নিন।

সোয়াই মাধোপুরের এস টি ডি কোড: ০৭৪৬২।

ছোট্ট ছুটির ছক্কা

✓বেতলা ✓খাড়াপাথর ✓কামারপুকুর ✓মাওলিনং ✓ডান্ডেলি ✓ পাউসি

	বেতলা	খাড়াপাথর	কামারপুকুর
কেন যাবেন	 বেতলা অরণ্য প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য। শাল, মহুয়া, শিশু, কেন্দু, খয়ের, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষশোভিত বেতলা অরণ্যের মধ্যেই রয়েছে মেদিনী রায়ের প্রাচীন দুর্গ, কমলডাহ লেক আর আউরাঙ্গা নদী। এখানে হাতি, হরিণ, সম্বর, বাঘ, গাউর, নীলগাই, হনুমান, শিয়াল, ভালুক প্রভৃতি ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। হাতির পিঠে চেপে জঙ্গলে ঘোরা বা গাড়িতে করে জঙ্গল সাফারিও এক অনন্য অভিজ্ঞতা।	 সিমলা থেকে ফাগু হয়ে রোহরু যাওয়ার পথে ২২ নম্বর জাতীয় সড়ক যেখানে সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছে সেটাই খাড়াপাথর। প্রায় ৮,৫০০ ফুট উচ্চতায় পাইন ও দেওদার বনের কোল ঘেঁষে রয়্যাল আপেলের দেশ। হিমাচল প্রদেশ পর্যটনের গিরিগঙ্গা রিসর্টের মূল দরজা জাতীয় সড়কে। বাকি তিনদিকে অনেকটা তফাতে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়শ্রেণি। মাঝখানে একটি গভীর উপত্যকা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে। আর ভিতরে আপেল ও অন্যান্য ফলের অনেক বাগান। কাছে-দূরে নিঝুম পুরীর মতো কয়েকটা গ্রাম দেখা যায়। রিসর্ট থেকে ঘুরে আসতে পারেন প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে গিরিগঙ্গা নদীর উৎস। ব্যালকনিতে বসে উপত্যকার ওপরে মেঘ ও রোদ্দুরের খেলা দেখে দুটোদিন কাটাতে দারুণ লাগবে।	 ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর। রামকৃষ্ণ মঠের প্রবেশপথের পাশেই আছে যোগীমন্দির। ভিতরে প্রবেশ করে দেখা যাবে ঠাকুরের হাতে রোপণ করা আমগাছটি। তার পাশেই সংরক্ষিত আছে ঠাকুরের বসতবাড়ি। কুলদেবতা রঘুবীরের মন্দির রয়েছে পাশেই। এছাড়াও দেখে নিন গোপেশ্বর শিবমন্দির, ঠাকুরের ভিক্ষামাতা কামারনির বাড়ি, ঠাকুরের স্মৃতিধন্য হালদারপুকুর। ঠাকুরের মন্দির খোলা থাকে সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা এবং বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে রাত সাড়ে আটটা। ঘুরে আসতে পারেন কামারপুকুর থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার দূরে শ্রী শ্রী সারদামায়ের স্মৃতিধন্য জয়রামবাটি। হাতে সময় থাকলে টেরাকোটা শিল্পের সম্ভার দেখতে এখান থেকে আঁটপুরও চলে যেতে পারেন।
কীভাবে যাবেন	হাওড়া থেকে রাঁচি যায় ১২০১৯ শতাব্দী এক্সপ্রেস (রবিবার বাদে), ১৮৬১৫ হাতিয়া এক্সপ্রেস, ১৮৬২৭ রাঁচি এক্সপ্রেস ভায়া আসানসোল (রবি, সোম, মঙ্গল), ১৮৬১৭ রাঁচি এক্সপ্রেস ভায়া টাটানগর (বৃহস্পতি, শুক্র, শনি)। রাঁচি থেকে গাড়িভাড়া করে চলে আসুন বেতলা। দূরত্ব ১৭৩ কিলোমিটার। সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা। আবার নেতারহাট থেকে বাস বা গাড়িভাড়া করেও বেতলা আসা যায়।	হাওড়া থেকে ১২৩১১ কালকা মেলে কালকা পৌঁছে সেখান থেকে টয়ট্রেন বা গাড়িতে চলে আসুন সিমলা। সিমলা থেকে ফাগু ও কোটখাই হয়ে ৮২ কিলোমিটার দূরে খাড়াপাথর। রোহরু ও হাটকোটিগামী রাজ্য পরিবহণের বাসে বা ভাড়াগাড়িতে পৌঁছতে পারেন খাড়াপাথর। তবে গোটা হিমাচল প্রদেশই ঘোরার জন্য গাড়িভাড়া করাই সুবিধাজনক। এতে সময়ও বাঁচে, আবার ঘোরার আনন্দটাও পুরোমাত্রায় উপভোগ করা যায়।	কলকাতা থেকে কামারপুকুর ১০১ কিলোমিটার। গাড়িতে সহজেই চলে আসা যায়। এছাড়া হাওড়া থেকে ট্রেনে আরামবাগ চলে আসতে পারেন। আরামবাগ স্টেশন থেকে কামারপুকুর মাত্র ১৫ কিলোমিটার। স্টেশন চত্বর থেকেই বাস বা গাড়ি পাবেন এ পথে। অথবা ধর্মতলা থেকে বাসে ডানকুনি-শিয়াখালা-চাঁপাডাঙ্গা-আরামবাগ- গোঘাটা হয়েও কামারপুকুর পৌঁছতে পারেন।
কোথায় থাকবেন	এখানে রয়েছে ঝাড়খণ্ড ট্যুরিজমের হোটেল বনবিহার (☎ ২২৮২-০৬০১), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৫৫০ টাকা এবং এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা। এছাড়া রয়েছে বেতলা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বাংলো, ফরেস্ট রেস্টহাউস (☎০৬৫৬৭-২২২৬৫০)।	খাড়াপাথরে রয়েছে হিমাচল প্রদেশ পর্যটনের হোটেল দ্য গিরিগঙ্গা রিসর্ট (☎০১৭৮১-২৫১১৩৯), সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা, ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা, দ্বিশয্যার কোজি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,২০০ টাকা, গিরিগঙ্গা স্যুইটের ভাড়া ২,৩০০ টাকা।	এখানে রয়েছে কামারপুকুর লজ (☎ ২৪৪ ৬৯৯), ভাড়া ৪০০-১,২০০ টাকা। গদাধর লজ (☎ ২৪৪ ০৪১), ভাড়া ২০০-৮০০ টাকা। এছাড়াও আছে কামারপুকুর মঠের গেস্টহাউস। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: অধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, কামারপুকুর হুগলি-৭১২ ৬১২ ☎ ২৪৪ ২২১ কামারপুকুরের এস টি ডি কোড: ০৩২১১।

ছোট্ট ছুটির ছক্কা

	মাওলিনং	ডান্ডেলি	পাউসি
কেন যাবেন	এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনং। এখানে থাইলং নদী শীর্ণ জলধারা নিয়ে পাথরের খাঁজে খাঁজে তৈরি করেছে অপরূপ শিল্পকর্ম। গ্রামটির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর একটা চার্চ। নানা বর্ণের বোগেনভিলিয়া ও বিভিন্ন ধরনের দুষ্প্রাপ্য অর্কিডে মোড়া মাওলিনংয়ের পথঘাট। প্রত্যেকটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে বেতের তৈরি কৌণিক আকৃতির ডাস্টবিন চোখে পড়ে। এখানকার অবশ্য দ্রষ্টব্যগুলি হল: ব্যালেন্সিং রক, স্কাই ভিউ পয়েন্ট, লিভিং রুট ব্রিজ। থাইলং নদীকে এপার থেকে ওপারে বাঁধা দুই গাছের শিকড় দিয়ে তৈরি হয়েছে লিভিং রুট ব্রিজ। স্কাই ভিউ পয়েন্ট থেকে মনোরম সবুজ পাহাড়ের অনিন্দ্যসুন্দর শোভা দেখতে দারুণ লাগে।	পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলে কালী নদীর তীরে ডান্ডেলি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে চলেছে খরস্রোতা কালী নদী। এ নদীতে র‍্যাফটিং, ক্যানোয়িং আর বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এ অরণ্যে পাওয়া যায় ব্ল্যাক প্যান্থার, স্লথ বেয়ার, খ্যাঁকশিয়াল, বার্কিং ডিয়ার, ওয়াইল্ড প্যাঙ্গোলিন ইত্যাদি। এছাড়াও এখানে রয়েছে হরেকরকম রংবাহারি প্রজাপতি আর মালাবার হর্নবিল সহ প্রায় ২০০ প্রজাতির পাখি।	বাগদা নদীর তীরে ধানখেত, পুকুর আর গাছগাছালিতে ঘেরা ছোট্ট গ্রাম পাউসি। এখানে তৈরি করা হয়েছে গ্রামীণ এক সংগ্রহশালা। সেখানে হুঁকো, ঢেঁকি, লাঙল, চরকা, তাঁত, গোরুর গাড়ি, কুমোরের চাকি— প্রভৃতির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটবে। ইচ্ছে হলে ভ্যানে করে কুমোরপাড়া থেকে ঘুরেও আসতে পারেন এবং স্বচক্ষে তাঁদের শিল্পকর্ম দেখেও নিতে পারেন। শান্ত-স্নিগ্ধ এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থাকার জন্য রয়েছে নদীর তীরে বাঁশ, খড়, হোগলা দিয়ে তৈরি কুটির। যদিও এই কুটিরের ভিতর আধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই মজুত রয়েছে।
কীভাবে যাবেন	কলকাতা থেকে বিমানে সরাসরি শিলং যাওয়া যায়। এছাড়া শিলং যেতে হলে প্রথমে ট্রেনে বা বিমানে গুয়াহাটি চলে আসুন। গুয়াহাটি থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে শিলং আসার জন্য মেঘালয় রাজ্য পরিবহণের বাস, প্রাইভেট গাড়ি ও শেয়ার ট্যাক্সি পাবেন। শিলং থেকে মাওলিনংয়ের দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। শিলং থেকে গাড়িভাড়া করে আসাই সুবিধাজনক।	বেঙ্গালুরু, মুম্বই এবং গোয়া থেকে লাক্সারি বাসে ডান্ডেলি যাওয়া যায়। গোয়া থেকে গাড়িতে ঘণ্টাতিনেক সময় লাগে। দূরত্ব ১১৫ কিলোমিটার। ডান্ডেলির নিকটবর্তী রেলস্টেশন গুবলি। গুবলি থেকে ডান্ডেলি গাড়িতে ঘণ্টাদেড়েকের পথ।	দিঘা যাওয়ার পথে নন্দকুমার, মঠচণ্ডীপুর, হেড়িয়া হয়ে রসুলপুরে নদীর ওপর ব্রিজ পেরলেই কালীনগর বাসস্ট্যান্ড। দিঘাগামী বাসে এলে নামতে হবে এখানেই। কালীনগর থেকে পাউসি ৬ কিলোমিটার। ট্রেনে এলে নামতে হবে ২৪ কিলোমিটার দূরের কাঁথি। আগাম খবর দিয়ে রাখলে কালীনগর ও কাঁথি থেকে রিসর্টে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হয়।
কোথায় থাকবেন	মাওলিনং গেস্টহাউস (☎ ৯৮৩০২-০৩৯৭৩), দ্বিশয্যার কটেজের ভাড়া ১,৮০০-২,২০০ টাকা।	এখানে রয়েছে কালী অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প, স্পেশ্যাল রুম ৩,৭৫০ টাকা জনপ্রতি, রুম ৩,২৫০ টাকা জনপ্রতি, রিভারভিউ টেন্ট ৩,০০০ টাকা জনপ্রতি, টেন্টেড কটেজ ২,৭০০ টাকা জনপ্রতি। ডর্মিটরির ভাড়া ২,২০০ টাকা। থাকা-খাওয়া ছাড়াও জিপ সাফারি, কোরাকল রাইডের খরচ ধরা আছে। ওল্ড ম্যাগাজিন হাউস, এথনিক কটেজের ভাড়া ১,৯০০ টাকা জনপ্রতি। ডর্মিটরি ভাড়া ১,১৫০ টাকা জনপ্রতি। থাকা-খাওয়া ছাড়াও ট্রেকিং গাইডের খরচ ধরা আছে। সবক্ষেত্রেই ট্যাক্স অতিরিক্ত। বুকিংয়ের জন্য দেখুন: **www.junglelodges.com**	এখানে থাকার জন্য রয়েছে মনচাষা রিসর্ট (☎৯৪৩২২-৩৬৮২৪, ৯৮৩১০-৯৫২৩৪), এখানে চারটি কটেজ আছে। কটেজের ভাড়া ৩,৫০০ টাকা। সারাদিনের খাওয়া-খরচ মাথাপিছু ৬৫৭ টাকা।

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

TREKS & TOURS

ট্রেকস অ্যান্ড ট্যুরস

কৈলাস-মানস, লাসা এভারেস্ট নর্থকোল বেসক্যাম্প, দামোদর কুণ্ড, মুক্তিনাথ, নেপাল। Website: www.treksand tours.com email: treksand tours@gmail.com, 9, Lalbazar Street, Marcantile Building, 1st Fl., Bl.-E, Kolkata-1. Ph: 94330-73745/94323-69253.

সমগ্র লাদাখ (২০ দিন): জম্মু, শ্রীনগর, দ্রাস, কারগিল, বাটালিক, দাহানু, আর্যগ্রাম, সুরু ভ্যালি, জাঁসকার ভ্যালি, পাদুম, মুলবেক, লামায়ুরু, লে, প্যাঙ্গন লেক, নুব্রা ভ্যালি, সোমোরিরি লেক, হেমিস, থিকসে, শে, সারচু, কেলং, মানালি। লে-লাদাখ (১৫দিন): জম্মু, শ্রীনগর, দ্রাস, কারগিল, মুলবেক, লামায়ুরু, লে, প্যাঙ্গন লেক, নুব্রা ভ্যালি, সোমোরিরি লেক, হেমিস, থিকসে, শে, পাঙ্গ, সারচু, কেলং, মানালি, কালকা। লে-লাদাখ (৭দিন): লে, প্যাঙ্গন লেক, নুব্রা ভ্যালি, সোমোরিরি লেক, হেমিস, থিকসে, শে। 20/5, 25/5, 10/6, 15/6, 12/8, 18/8, 1/10. Ph: 94330-73745/94323-69253.

লাহুল-স্পিতি ও কিন্নর (১৫ দিন): চন্ডিগড়, মানালি, কেলং, উদয়পুর, ত্রিলোকনাথ, চন্দ্রতাল লেক, কুনজুম পাস, কাজা, গেটে, কি, কিব্বের, তাসিগাঁও, পিনভ্যালি, ধানকার, টাবো, নাকো, কল্পা, রেকংপিও, সাংলা, ছিটকুল, সারাহান, সিমলা, কালকা। 31/8. Ph: 94330-73745/94323-69253.

অরুণাচল (১০ দিন): গুয়াহাটি, তেজপুর, ভালুকপং, টিপি, নামেরি, সেজুসা, বমডিলা, সাংতি ভ্যালি, দিরাং, সেলা পাস, সেলা লেক, যশোবন্তগড়, তাওয়াং, পিটিসো লেক, সাঙ্গেস্টার লেক, মাধুরী লেক, বুমলা পাস, নাগুলা পাস, নাগুলা লেক। 27/4, 9/5, 1/10. Ph: 94330-73745/94323-69253.

উত্তর ও পূর্ব সিকিম সিল্করুট-সহ (১০ দিন): গ্যাংটক, আরিতার, সিলারিগাঁও, লিংতাম, জুলুক, নাথাং ভ্যালি, বাবামন্দির, নাথুলা পাস, কুপুপ, মেমেছু লেক, ছাঙ্গু লেক, লাচুং, ইউমথাং, ইউমেস্যামডং, লাচেন, চোপতা ভ্যালি, গুরুদোংমার লেক। 17/4, 1/10. Ph: 94330-73745/94323-69253.

সমগ্র কুমায়ুন (১৫ দিনে ৩৭টি স্থান): কাঠগোদাম, জগেশ্বর, মুক্তেশ্বর, আলমোড়া, রানিখেত, শীতলাখেত, কৌশানি, গোয়ালদাম, বৈজনাথ, বাগেশ্বর, পাতাল ভুবনেশ্বর, চৌকরি, মুন্সিয়ারি, পিথোরাগড়, অ্যাবটমাউন্ট, মায়াবতী, শ্যামলাতাল, নৈনিতাল। Nov-Dec. Ph: 94330-73745/94323-69253.

নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা (১৫ দিন): ডিমাপুর, কোহিমা, ইম্ফল, মোরে, টামু, মৈরাং, লোকটাক, আইজল, টামডিল লেক, চম্পাই, হিরিদিল (বার্মা), জম্মুই, উনোকোটি, আগরতলা, কমলা সাগর, সিপাইজলা, নীরমহল, উদয়পুর, মাতাবারি। Nov-Dec Ph: 94330-73745/94323-69253.

লাক্ষাদ্বীপ (৩টি দ্বীপ, জাহাজে ১০ দিন): কাভারত্তি, কালপেনি, মিনিকয়। লাক্ষাদ্বীপ (৭টি দ্বীপ, প্লেনে ১০ দিন): আগাথি, বাঙ্গারাম, টিনকারা, পারালি-১/২, কালপিট্টি, কাদমাট। লাক্ষাদ্বীপ দুটি ট্যুরের সঙ্গেই কেরল ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। Oct-May. Ph: 94330-73745/94323-69253.

প্যাকেজ ট্যুর

ট্রেকিং: কালাপাথর, ফোকসুমদো লেক, ল্যাংট্যাং, গোঁসাইকুণ্ড, অ্যারাউন্ড অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প, আদি কৈলাস, মিলাম, পিন্ডারি, মণিমহেশ, ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস, পঞ্চচুল্লি, রূপকুণ্ড, সান্দাকফু। অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস: প্যারাগ্লাইডিং, প্যারাসেলিং, রাফটিং, রক ক্লাইম্বিং, স্কিয়িং। Ph: 94330-73745/94323-69253.

Wandervogel adventures

লাদাখ: ১৪/৬, ২২/৮ অথবা নিজেদের মতোন করে Tailor made প্যাকেজে। লেহ, প্যাংগং, সোমোরিরি, নুব্রা, জাঁসকার, ধা-হানু এবং আরও অনেক জায়গায়। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 6548-4337.

হিমাচল চলুন নিজেদের মতোন করে Tailor-made প্যাকেজে। কিন্নর, লাহুল, স্পিতি, কুলু বা কাংড়ার যে-কোনও জায়গায়। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 6548-4337. www.wandervogeladventures.com

কুমায়ুন বা গাড়োয়াল চলুন নিজেদের মতোন করে Tailor-made প্যাকেজে। করবেট, প্যাংগট, মুনসিয়ারি, ... মুসৌরি, হৃষীকেশ বা যে-কোনও জায়গায়। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 6548-4337.

কাশ্মীর চলুন নিজেদের মতোন করে যে-কোনও দিন Tailor made প্যাকেজে। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 6548-4337. website: www.wandervogeladventures.com 1/2C, Ballygunge Place east, Kol-19.

অরুণাচল চলুন নিজেদের মতোন করে Tailor-made প্যাকেজে। ভালুকপং, দিরাং, তাওয়াং, জিরো, দাপোরিজো, পাসিঘাট, রোয়িং। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 6548-4337. www.wandervogeladventures.com

মেঘালয়ের শিলং, চেরাপুঞ্জি বা অসামের নামেরি, কাজিরাঙা, মানস, ডিব্রুগড় চলুন নিজেদের মতোন করে Tailor-made প্যাকেজে। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 6548-4337. www.wandervogeladventures.com

সিকিমের Yumthang, গুরুদোংমার, ভার্সে, কালুক, বোরং, রাবংলা Silkroute চলুন নিজেদের মতোন করে Tailor made প্যাকেজে। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 6548-4337.

কর্নাটকের মাদিকেরী, কেম্মানগুড্ডি, কুদ্রেমুখ, কাবিনী, কেওডি, ভদ্রা, কারোয়ার, মুরুদেশ্বর, গোকর্ণ চলুন Tailor-made প্যাকেজে। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 6548-4337.

করবেট, কানহা, বান্ধবগড়, তাডোবা, মেলঘাট, সাতপুরা, কাজিরাঙা, মানস, কাবিনী, বন্দিপুর বা যে-কোনও জঙ্গলে চলুন Tailor-made প্যাকেজে। Ph: 98310-78347, 90070-09061, 6548-4337.

Royal ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

কাশ্মীর, বৈষ্ণোদেবী, অমৃতসর, শ্রীনগর, পহেলগাঁও 14 দিন, 13,500/- সিমলা, কুলু, মানালি 11 দিন, 11,000/- নৈনিতাল, রানিখেত, কৌশানি, মুন্সিয়ারি-সহ 12 দিন, 12,000/- দার্জিলিং, গ্যাংটক— প্রতি সপ্তাহ। Dt: 5/4, 7/5, 7/6. M: 98042-35920/ 83360-52899. www.yellow pagebengal.com/royal travels

প্যাকেজ ট্যুর

Itinerary Planner

Hotel and Family Package booking For Gangtok, Ravangla, Pelling, Rinchenpong, Kaluk, Juluk, Okhrey, Versey, North Sikkim Package. ⋆Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars. ⋆Bhutan, Orissa, Himachal, Uttarakhand, Rajasthan and Kerala. Contact: 98303 06159/(033)2486 0583. www.itineraryplanner.net

এবার ডুয়ার্স-এ

ডুয়ার্সের জঙ্গলে গরুমারা, চাপরামারি, জলঢাকা, বক্সা, রায়মাটাং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, পেডং। ইস্ট সিকিমের সিল্ক রুট। সমগ্র ডুয়ার্সে প্যাকেজ, হোটেল, গাড়ি, লাটাগুড়িতে নিজস্ব রিসর্ট। সমগ্র ভুটানে প্যাকেজ। যোগাযোগ: 84369-61543/89061-55925.

BUXA INN

জঙ্গল ও পাহাড়ের কোলে কোর এরিয়ার মাঝে জঙ্গলকে উপভোগ করতে হোটেল বক্সা ইন (খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা আছে)। Contact: Ratul Majumder, +919434229040/ +919775946511. Website: www.buxainn.com email id: ratulapd@gmail.com

ডুয়ার্সের রানি 'জয়ন্তী'... নদী ও পাহাড়ের কোলে ROVERS' INN JAYANTI (BUXA TIGER RESERVE). Call: 94340-14233, 94347-54349, 97349-03177, 97341-72815, 03564-203163, mail: parthasr69@gmail.com, WEB: roversinnjayanti.com

গরমের ছুটিতে আমাদের সাথে

কাশ্মীর (১৩ রাত/১৪ দিন) হিমাচল (১০ রাত/ ১১ দিন) সিকিম (১০ রাত/ ১১ দিন) ডুয়ার্স (৫ রাত/ ৬ দিন) ডুয়ার্স-সহ লাভা-লোলেগাঁও (৮ রাত/ ৯ দিন) পুরী (৫ রাত/ ৬ দিন)। সোনালী ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস, Ph: 033-2262-2820/ 1849, 98308-50105, 99033-11361, www.sonali tourntravels.com

হিন্দুস্থান ট্রাভেলস এজেন্ট মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশ ট্যুরিজম

প্যাকেজ পেঞ্চ-টাডোবা 30/5, 6/6, 24/10 নাগজিরা - কানহা 23/5 টাডোবা - চিকলধারা - মেলঘাট 6/6, 7/11 মুম্বই - গোয়া গণপতিপুলে 30/5, 18/7, 2/10 মহারাষ্ট্র-গোয়া 14 দিন 3/10, 17/10 অজন্তা - ইলোরা - সিরডি - নাসিক - 2/10. Ph: 098300-49887/94322-37226, 2212-7226.

শান্তি ট্রাভেলস (ভ্রমণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান)

ভাইজ্যাগ-আরাকু 6/4, 30/9 উত্তর ভারত 23/4, সিমলা-মানালি 16/4, 23/5 কাশ্মীর 6/4, 22/5, 11/10 কাশ্মীর-সহ অমরনাথ 22/6 রাজস্থান 11/10 কেরল 28/12 বম্বে-গোয়া 7/12. গ্যাংটক-পেলিং প্রতি শুক্রবার। সারা ভারতের হোটেল-গাড়ি বুকিং। Ph: 2236-7745/98300-69941.

নৈনিতালের একমাত্র বাঙালি ভ্রমণ সংস্থা
SUNITI TOUR & TRAVELS

সমগ্র কুমায়ুনে হোটেল/ গাড়ি/ বাস ও Corbett সাফারি ও প্যাকেজ করা হয়। মুন্সিয়ারি-সহ প্যাকেজ 14/3, 16/5, 23/5. H. O. Mall Rd., Nainital, 05942-220402, (M): 098972-09933, 094519-45541. কল বুকিং: AD-287, Rabindra Pally, Kestopur, Kol-101, (M): 98745-26617. Web: www.sunititravels.com, Email: little_sparrow88@yahoo.com

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

মা দুর্গা ট্রাভেলস (রথ দেখা কলা বেচা)

অমরনাথ-বালতাল হয়ে মাত্র 4 দিন/ বৈষ্ণোদেবী-সহ অমরনাথ 12 দিন, অমরনাথ-সহ লে-লাদাখ (বালতাল, কারগিল, নুব্রাভ্যালি, প্যাংগং, খারদুংলা, সিন্ধু, থিকসে, হেমিস, সোমোরিরি, দিল্লি 9/19 দিন 30/6, 3, 7/7। লে-লাদাখ 12 দিন 10/7, 24/7, 14, 22, 29/8. CITY-DELTOP (কাশ্মীর-ডাললেক) বাংলার গর্ব। পহেলগাঁও (SABANA) 7 দিন 8,888/-. জম্মু থেকে বৈষ্ণোদেবী 9 দিন 11,500/- (LTC-80 সুবিধা)। 3, ব্যারেটো লেন (দ্বিতল), কল-৬৯ (ডালহৌসি) Visit: maadurgatravel.com গ্রুপে ছাড় Ph: 2213-1247/94320-12899/94338-34350.

মা দুর্গা ট্রাভেলস— সবার জন্য বিদেশ

মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর (7 দিন) 24/3, 15, 22/5, 30/9, 2, 6, 8, 12, 20/10 ব্যাংকক-পাট্টায়া (5 দিন) 16/4, 17, 23/5, 16/8, 28, 30/9 অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড (9 দিন) 2/6, 15/10 আমেরিকা-সহ দুবাই (15 দিন) 7, 18/10. Ph: 2213-1247/94320-12899/83730-52883/98302-97114.

মা দুর্গা ট্রাভেলস— সুন্দরী গোয়া সবার

অল্প খরচে সম্পূর্ণ সৈকতে। হ্যাঁ, একেবারে সৈকতে সুইমিং পুল, ডান্স ফ্লোর বার-সহ তারকাযুক্ত বিচ রিসর্টে— থাকা-খাওয়া সাইটসিন 5 দিন 5,555/- আসুন যে-কোনও দিন। বড়দিন ও নিউইয়ার্সের প্রাক্কালে অল্প মূল্যবৃদ্ধি। 2213-1247/94320-12899/ 94338-34350.

মা দুর্গা ট্রাভেলস (সারা ভারত হোটেল/ গাড়ি)

অল্প খরচে সবার সেরা সারা ভারতের হোটেল গোয়া-মুম্বই-মহাবালেশ্বর- জলগাঁও - পুনে -তারকার্লি- কোচিন- মুন্নার-পেরিয়ার- কোভালাম-কন্যাকুমারী, সমগ্র রাজস্থান, সমগ্র কাশ্মীর-হিমাচল- গুজরাট-সহ পশ্চিমবঙ্গ। 3, ব্যারেটো লেন (দ্বিতল), কল-৬৯। 2213-1247, 94320-12899.

মা দুর্গা ট্রাভেলস (গ্রীষ্ম ও পুজো পরিক্রমা)

কালাপানি আন্দামান প্রতিদিন। সিমলা-সারাহান- সাংলা-ছিটকুল- কল্পা- রামপুর- জালৌরি- মানালি - রোটাং- মণিকরণ ১৫ দিন @15,500/-, 15, 22/5, 30/9, 4, 8, 15/10 নাকো - টাবো - কাজা- ১৯ দিন, @19,500/-, 22/5, 2/6, 30/9. ভগবানের রাজ্য কেরালা-কোভালাম- ভারকালা- কোল্লাম-এলাপ্পি-পেরিয়ার- মুন্নার - কোচিন ১৩ দিন @14,500/- 30/9, 4, 8-14/10, 8, 14, 27/11, 17, 27/12 সঙ্গে কন্যাকুমারি ১৫ দিন @16,000/- অথবা গোয়া ১৭ দিন @19,500/- রাজকীয় রাজস্থান- জয়পুর - আজমির- পুষ্কর - উদয়পুর- রণকপুর-মাউন্ট আবু-জয়সলমির-যোধপুর-বিকানির ১৫ দিন @15,800/- 30/9, 4, 7/10, 24/12 কৃষ্ণের আলয় গুজরাট - আমেদাবাদ - সোমনাথ-দিউ-মাধোপুর বিচ -পোরবন্দর - দ্বারকা - ১২ দিন @14,500/- 30/9, 4, 8/10, 15/11. অল্প খরচে সবার সেরা। সারা ভারতের হোটেল/ গাড়ি। 2213-1247/94320-12899.

DELIGHT HOTELS PVT. LTD.

গ্যাংটক, লাচুং ও পুরীতে নিজস্ব হোটেল। আতিথেয়তা ও বাঙালি রেস্টুরেন্ট। Kolkata Contact: (033) 6541-1612, 84200-58639/641. Web: www.dlight hotels.com

প্যাকেজ ট্যুর

শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

গ্যাংটক-পেলিং-ইউমথাং 9 দিন @10,000/-, কাশ্মীর 28/3/14 @16,500/- 14 দিন, সিমলা-মানালি 12/4/14 @11,500/- 11 দিন, গ্যাংটক-পেলিং-ইউমথাং 30/4/14, 18/5/14 @11,000/- 10 দিন। যে-কোনও দিন সুন্দরবন 3 দিন @4,800/-, 2 দিন @3,500/-. দার্জিলিং, গ্যাংটক, ডুয়ার্স-সহ সারা ভারতের হোটেল বুকিংয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। Ph: 99030-64928, 98305-29628.

Villa Tours & Travels

নিজস্ব হোটেল— সাংলায় লেক ভিউ রিসর্ট, কল্পায় Royal Resort, সারাহানে Hotel Basal, মানালিতে Pujara Siraj, Hill Top, Highway. প্যাকেজ— ডুয়ার্স (6 দিন), কিন্নর-মানালি (14 দিন) 16/4, কাশ্মীর (13 দিন) 5/4, 16/4, সিমলা-মানালি— আপনার পছন্দমতো দিনে, লে-লাদাখ 15/6, ভুটান 17/4, 19/5, 31/5. Ph: 2231-8019/98303-71744/98301-89778/94338-13678/ 98316-42456.

ব্যানার্জী ট্যুর স্পেশ্যাল

আন্দামান স্পেশ্যাল (পোর্টব্লেয়ার, হ্যাভলক, নীল, বারাটাং) 6N /7 Days (থাকা-খাওয়া গাড়ি-সহ) প্যাকেজ। ন্যূনতম ২ জন। যে-কোনও দিন/ সময়। রঙ্গত, মায়াবন্দর, ডিগলিপুর, রস, স্মিথ প্যাকেজের সুব্যবস্থা। Ph. No.: 90516-14441. 32B, C. R. Avenue, Kolkata-12.

ব্যানার্জী ট্যুর স্পেশ্যাল

সমগ্র কাশ্মীর ১৪ দিন May, June হিমাচল May, June সিকিম May, June হরিদ্বার (দেরাদুন, মুসৌরি) ৭ দিন-সহ সারা ভারত প্যাকেজ/হোটেল/ গাড়ি বুকিং। বিশেষ আকর্ষণ (জম্মু-জম্মু 8N/9 Days আহারাদি বাদে @৭,০০০/- ও আহারাদি-সহ @১১,০০০/-। Ph. No.: 90516-14441. 32B, C. R. Avenue, Kol-12.

New Club Destiny-র প্যাকেজ

ভাইজ্যাগ ও আরাকু ভ্যালি 29/9, 4/10, 8/10 কাশ্মীর 16, 30/4, 22, 31/5, 7/6 সিমলা-মানালি 24, 31/5 সিমলা-কল্পা 24/5 লাভা-রিশপ-লোলেগাঁও/দার্জিলিং 24/4, 27/5 গুয়াহাটি-শিলং 16/4. Ph: (033) 2228-3246, 98315-34747, 98315-40968. Email: clubdestinytour@gmail.com

SILENT VALLEY

সারান্ডা

জঙ্গলে লুকনো জলপ্রপাতের নীচে মস্তি। শাল-সেগুনে সাজানো ৭০০ পাহাড়ের সারান্ডা। জিপে চড়ে, কিরিবুরু-মেঘাতাবুরু নাইট সাফারি। খরচ মাত্র @3,500/- Ph: 94331-09904, 98314-47878.

চল যাই না

কাশ্মীর, বৈষ্ণোদেবী, অমৃতসর (১৮/৪, ১৫, ২৪, ২৮/৫)— ১২,৫০০/-, সিমলা, মানালি ৩০/৪, কিন্নর-সহ ২৮/৫, অমরনাথ যাত্রা (১৩ দিন) ১৫/৭, শ্রীনগর, লে, লাদাখ, মানালি ৬/৬— ২৪,৫০০/-। ৭ দিনে দার্জিলিং, রিশপ, লোলেগাঁও-৭,৫০০/- ও রিনচেনপং-সহ ওপরের সব স্থানে হোটেল ও গাড়ি বুকিং: 92315-45695, 98743-73851.

প্যাকেজ ট্যুর

Kashmir Tour Planner

1) Glimpse of Kashmir (For LTC Group) Srinagar: 04 Nights / 05 Days Package 800/- Per Day Per Head + Air Fare Any Day (Minimum 8 Heads). 2) Magical Kashmir with Vaishnodevi Tour 13N/14D From Kolkata 13,900/- Per Head (15 Days Tour with Amritsar @1,000/- Extra) dt. 4/4, 10/4, 5/5, 15/6, 27/9, 1, 5, 9, 10, 26/10, 14, 20/12. 3) Majestic Himachal Tour 10N/11D From Kolkata: 9,800/- Per Head, dt. 4/4, 10/4, 5/5, 15/6, 27/9, 1, 5, 9, 10, 26/10, 14, 20/12. 4) Himachal with Amritsar Tour 14N/15D From Kolkata: 14,000/- Per Head, dt. 4/4, 10/4, 5/5, 15/6, 27/9, 14, 20/12. কাশ্মীর ও হিমাচলে যে-কোনও দিন 2, 4, 6, 8, 10 জনের Tailormade Package, Special Honeymoon Package, School Tour, Hotel Booking, Car Rental করানো হয়। (033) 6050-8896, 89610-00896.

বিদেশ সফর

Bangkok-Pattaya @Rs. 20,500/-, 4n/5d, Singapore-Malayasia @Rs.38,500/-, 5n/6d, vietnam-Combodia @Rs.40,500/-, 5n/6d, 22, 28/4, 18, 25/5, 5/6. Airfare, ভিসা আলাদা, পাসপোর্ট-সহ ফোন করুন: 98301-56212/94334-09706. 7, C. R. Avenue, Laha Paint House, Kol-72.

SYLVAN TOURS & TRAVELS

এই গ্রীষ্মে চলুন ভূস্বর্গ কাশ্মীর, সিমলা, মানালি, লে-লাদাখ-কাশ্মীর, সিকিম, নেপাল, মানস-সরোবর, আন্দামান 19, 21/3, 3, 18, 22/5, 6, 22, 28/6, 7, 20/7. 98301-56212/94334-09706. Kol-Office: 7, C. R. Avenue, Laha Paint House, Kol-72. Email: info@sylvan travels.com

Andaman

আন্দামান ৯ দিন, ১০ দিন, ১২ দিন। যাত্রা: March-April, Oct-Dec 2014. Office: 48A, Charu Avenue, Kol-33. 94333-83450, 94325-73919. Website: www.chorten.co.in e-mail: chorten2007@gmail.com

Ladakh

লাদাখ ৭ দিন, ৯ দিন, ১০ দিন। (লে থেকে লে) যাত্রা - May থেকে Aug, 2014. Office: 48A, Charu Avenue, Kol-33. 94333-83450, 94325-73919. Website: www.chorten.co.in e-mail: chorten2007@gmail.com

Muktinath

মুক্তিনাথ ১২ দিন। যাত্রা - April, May, Oct, 2014. Office: 48A, Charu Avenue, Kol-33. 94333-83450, 94325-73919. Website: www.chorten.co.in e-mail: chorten2007@gmail.com

অনুরূপ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

গ্রীষ্ম প্যাকেজ: কাশ্মীর (১৩ দিন) ১২,০০০/-, সিমলা (১১ দিন) ১০,০০০/-, নৈনিতাল (১৩ দিন) ১২,০০০/-, গোয়া (৮ দিন) ৮,০০০/-, নেপাল (১০ দিন) ৯,৫০০/-। এছাড়া আরও প্যাকেজ ও সারা ভারতে হোটেল এবং গাড়ি বুকিং: 98304-11351.

ভ্রমণ স্পেশ্যাল

আন্দামান প্রতিদিন, লাভা-লোলেগাঁও ৭/৪, কাশ্মীর— মার্চ, এপ্রিল, মে, সিমলা-মানালি ১৭, ২৪/৫, ব্যাংকক-পাট্টায়া ১২/৪। ২২২৬-৫০৭০, ৯৮৭৪০-৩৫৬৬৫।

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

Ashirbad Travels 9903055345 9874840222

এবার পুজোয় কোথায় যাব

পুজোর বুকিং শুরু ১ বৈশাখ থেকে কেরল ১০ দিন @ ১৭,৫০০/- ১/১০, ১১/১০ (কন্যাকুমারী থেকে); গোয়া ৬ দিন @ ১২,০০০/- ৩০/৯, ২/১০, ৯/১০ (মাডগাঁও থেকে); কুমায়ুন ৮ দিন @ ১৪,০০০/- ২/১০, ১০/১০ (কাঠগোদাম থেকে)। এছাড়া হিমাচল, কাশ্মীর ও সিকিমে টেলরমেড প্যাকেজ। বিশেষ প্যাকেজ লাদাখ ৭দিন (লে থেকে লে) @ ১৭,৯৯৯/- ২৮/৭, ৬/৮। আমাদের সমস্ত প্যাকেজ ডিলাক্স/ সুপার ডিলাক্স ক্যাটাগরি ও ট্রেন/ফ্লাইট বাদে। ১১৪, অরবিন্দ সরণি, হাতিবাগান মোড়। info.ashirbadtravels@gmail.com

Esbose Tourism

কাশ্মীর, হিমাচল, অমরনাথ, লে-লাদাখ মে, জুন, জুলাই, আগস্ট। সিক্করুট সিকিম, ডুয়ার্স, দার্জিলিং, গ্যাংটক, লাভা, লোলেগাঁও, সুন্দরবন যে-কোনও দিন— ন্যূনতম ৮ জন। সারা ভারতে হোটেল ও গাড়ি বুকিং। Home Land Mall, ভবানীপুর, (033)3354-3220/24, 98366-08955.

Nature Lover's Tourism

কাশ্মীর 18/5, 28/5 সিমলা 29/5, ডুয়ার্স/ দার্জিলিং, সিকিম-সহ/ শিলং, কাজিরাঙা— যে-কোনও দিন ন্যূনতম ৮ জন। সুন্দরবন A C/Non-A C লঞ্চ-ট্যুর। সারা ভারত হোটেল/ গাড়ি/ বাস/ এয়ার ও ট্রেন ই-টিকিট বুকিং করা হয়। Ph: 89020-33311. Email: natureloverstourism@yahoo.com

চৌধুরী ট্রাভেলস

বাঙালির ভ্রমণে এক এবং অদ্বিতীয়। নিজস্ব হোটেল: পেলিং-কাঞ্চনজঙ্ঘা, ভাইজ্যাগ-A. P. Beach, শ্রীনগর-হাবিব, শারজা, ডিপ্লোম্যাট, পহেলগাঁও- লিডার প্যালেস, সন্ধুর প্যালেস, আন্দামান (পোর্টব্লেয়ার) - শেরাটন, শ্রীনগর প্যাকেজ-১৪ দিন @13,550/- জম্মু-জম্মু @7,000/- (৮ দিন), সিমলা-মানালি-ধরমশালা-অমৃতসর ১৪ দিন @14,000/- সিমলা-মানালি ১১ দিন @11,500/- দার্জিলিং-লাভা-রিশপ ৯ দিন @9,000/- সিকিম প্যাকেজ-গ্যাংটক-পেলিং-ইউমথাং @9,500/- দার্জিলিং-গ্যাংটক-পেলিং @9,500/-। এছাড়া সারা ভারতে হোটেল বুকিং করা হয়। Head Office: 9, Shyambazar St. 93397-30148, 98365-49069. Branch Office: Dum Dum Rd. (Opposite Dum Dum Motijheel Commerce College) mail: chowdhury.travels@yahoo.in

লে-লাদাখ-অমরনাথ

বিশেষ আকর্ষণ ও লোভনীয় রাত্রিযাপন নুব্রা ভ্যালি-সহ প্যাংগং লেক-সুমোরিরি লেক - সারচু ভ্যালি। একমাত্র আমরাই এই আয়োজন করেছি। সঙ্গে কারগিল-দ্রাস-সিন্ধুনদ তো থাকছেই। এছাড়া কাশ্মীর ও অমরনাথ ঘোরাবার ব্যবস্থা। চলে আসুন: 87, লেনিন সরণি (মৌলালির কাছে), কলকাতা-13. কথা বলুন: 98310-15846 ও 90880-17309.

Deep Resorts

পুরীর সমুদ্রসৈকতে আপনার নিজস্ব ঠিকানা: এ সি ডিলাক্স সি-ফেসিং রুম, কটেজ, রেস্টুরেন্ট, লিফট তৎসহ গোপালপুর হোটেল বুকিং: 2262-1849/2262-2820, 99033-11361, 98308-52068. www.hotelatpuri.com

প্যাকেজ ট্যুর

হাবিব গেস্টহাউস, নেহেরু পার্ক, (শ্রীনগর)

ডাললেকের সন্নিকটে বাঙালি পরিচালিত বাঙালি আহার-সহ নিজস্ব হোটেল। Wall to Wall Carpet, Colour TV, গিজার। জম্মু, কাটরা, পহেলগাঁওতে বাজেট ক্যাটাগরির হোটেল ও সর্বত্র গাড়ি বুকিং করা হয়। বাপ্পা অধিকারী 98303-84279, 90516-14441, 93397-30148.

Excursion 2 India

প্যাকেজ ট্যুর— কাশ্মীর 12,500/- (৭ রাত ৮ দিন) লাদাখ 23,000/- (১২ রাত ১৩ দিন) অরুণাচল 14,500/- (৬ রাত ৭ দিন) আন্দামান 10,900/- (৪ রাত ৫ দিন) গ্যাংটক-ইউমথাং-পেলিং 11,800/- (৬ রাত ৭ দিন) সুন্দরবন 4,600/- (২ রাত ৩ দিন) দক্ষিণ ভারত 9,500/- (৫ রাত ৬ দিন)। বিদেশ ট্যুর— থাইল্যান্ড 8,900/- (৪ রাত ৫ দিন) মালয়েশিয়া 6,900/- (২ রাত ৩ দিন) সিঙ্গাপুর 6,900/- (২ রাত ৩ দিন) ভুটান 11,600/- (৬ রাত ৭ দিন) ও নেপাল। হোটেল বুকিং: সমগ্র মধ্যপ্রদেশ-সহ সারা ভারত হোটেল বুকিং। 26, C. R. Avenue, 3rd Floor, Kol-12, 091635-80464, 094393-65707.

Travel Plus

কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী 7/4, 17/4, 27/4, 5/5, 15/5, 25/5, 30/9, 10/10 সিমলা-মানালি 5/4, 18/5, 26/5, 11/10, 20/10, 21/12 উঃ ভারত 30/9, 10/10 লে-লাদাখ 25/5, 30/5, 20/6, 4/7, 18/7, 14/8 কল্পা- কিন্নর 17/4, 25/4, 17/5, 25/5 ডুয়ার্স-ভুটান 30/9, 10/10, 5/12, 19/12, 26/12 নৈনিতাল 17/4, 30/9, 10/10 গ্যাংটক-পেলিং - ইউমথাং 17/4, 27/4, 15/5, 25/5, 10/10, 5/12, 25/12. সমগ্র ভারতবর্ষের হোটেল ও গাড়ি বুকিং করা হয়। 23, N. S. Rd., Kol-1, (M): 98305-95468.

Himalayan Discovery

A group of Himalayan Discovery Hotel. Rupin River View-Rackcham, Sangla Valley, www.hotel insangla.com, Green Valley Resort-Sarahan, www.hotelinsarahan.com, Hotel Rolling Rong Resort– Kalpa, www.hotelinkalpa.com Looking For Tours in Himachal and around visit: www.himalayadiscovery.com email: jishtu71@gmail.com Cont: Naresh Jishtu: 098166-86789, L. R. Thakur: 098161-85518.

হোটেল রিসর্ট

Safar Sangi কাশ্মীর

কাশ্মীর যাচ্ছেন? ডাল লেকে বিলাসবহুল হাউসবোট— 'বালমোরাল ক্যাসল'। আহারাদি-সহ জনপ্রতি 700/- প্রতিদিন। ট্রাভেল এজেন্টদের বিশেষ ছাড়। এছাড়া শ্রীনগরে ডাল লেকের ধারে 'হোটেল হামজা'। সারা ভারতে প্যাকেজ ও হোটেল বুকিং করা হয়। 84201-38328. Email: sangi.safar@gmail.com

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

মধ্যপ্রদেশ, নৈনিতাল, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, লখনউ, বেনারস, হিমাচল, কাশ্মীর, গ্যাংটক, ডুয়ার্স, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, গিরিডি, বকখালি সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, আন্দামান ও অরুণাচল হোটেল ও প্যাকেজ। Ph: 98304-32868. www.kanakanjalitourism.com

হোটেল রিসর্ট

HOTEL NAMDUL RESIDENCY-GANGTOK

Luxary Room, Restaurant, Bar, WiFi, Conference Hall. Honymoon, Family/Group Booking. প্রতিদিন NJP থেকে সিকিম প্যাকেজ। Booking-Call> Sujit: 98301-56212/94334-09706. Kol-Office: 7, C. R. Avenue, Laha Paint House, Kol-72. মার্চ/ এপ্রিল/ মে বুকিংয়ে বিশেষ ছাড়।

naturecamp travels

দার্জিলিং ও সিকিম

দার্জিলিং, গ্যাংটক, লাভা, লোলেগাঁও, সান্দাকফু, সিঙ্গালীলা, গরুমারা, বক্সা, রায়মাটাং, জয়ন্তী, বিন্দু, রকি-আইল্যান্ড, সামসিং, রিশপ, সমগ্র ডুয়ার্স হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। Call: 98744-39571, 84204-63611.

Step Out Tours & Travels

পুরী, দিঘা, তারাপীঠ, দার্জিলিং, ডুয়ার্স, গ্যাংটক, কাশ্মীর, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কেরল, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ ও আন্দামান-সহ সারা ভারতে হোটেল, টেলরমেড প্যাকেজ ট্যুর ও গ্রুপ বুকিং করা হয়। (033) 6565-1122/ 98303-36644/98303-56268.

দেবলোকের নিজস্ব হোটেল— আন্দামানে

সম্পূর্ণ বাঙালি পরিচালিত আন্দামানে দেবলোকের নিজস্ব হোটেল Evergreen Residency (Port Blair). প্যাকেজ: ১) পোর্ট ব্লেয়ার 4 রাত, হ্যাভলক 1 রাত ২) পোর্ট ব্লেয়ার 5 রাত, হ্যাভলক 1 রাত ৩) পোর্ট ব্লেয়ার 5 রাত, হ্যাভলক 1 রাত, নীল 1 রাত ৪) পোর্টব্লেয়ার 4 রাত, হ্যাভলক 1 রাত, নীল 1 রাত, মায়াবন্দর 1 রাত, দিগলিপুর 1 রাত। আন্দামানে সবরকম গাড়ি, লঞ্চ টিকিটের জন্য যোগাযোগ করুন। এছাড়া কাশ্মীর ও হিমাচলে নিজস্ব হোটেল। 286, B. B. Ganguly Street, Kol-12, Ph.: (033) 2236-2022, 98319-72468, 94772-26835. Himachal: 098164-04793, 091291-22426, 098059-30421, info@himachal guide.com

চৌধুরী ট্রাভেলস

কম খরচে কাশ্মীর যাবেন? নিজস্ব হোটেল— হাবিব গেস্ট হাউস (শ্রীনগর) Standard Hotel মার্চ-এপ্রিল মাসে রুম ভাড়া @900/- মে-জুন মাসে রুম ভাড়া @1,000/-, হোটেল ডিপ্লোম্যাট (শ্রীনগর) Deluxe Hotel মার্চ-এপ্রিল মাসে রুম ভাড়া @1,200/-, মে-জুন মাসে @1,600/-, হোটেল শারজা (শ্রীনগর) মার্চ-এপ্রিল মাসে রুম ভাড়া @700/- মে-জুন মাসে @850/-. 9, Shyambazar St., Ph: 93397-30148, 98365-49069.

সোনালী ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, পেডং, কালিম্পং, দার্জিলিং, ইচ্ছেগাঁও, চারখোল, কোলাখাম, গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, ইয়ুমথাং, কালুক, রিনচেনপং, দিঘা, পুরী, মন্দারমণি, শংকরপুর, গোপালপুর, চাঁদিপুর— একগুচ্ছ হোটেল। বুকিং: 2262-1849/2262-2820, 98308-52068.

HOTEL DIPLOMAT (SRINAGAR)

বাঙালি পরিচালিত সমগ্র জম্মু-কাশ্মীরে নিজস্ব হোটেল। জম্মুতে— হোটেল গ্রেস, কাটরায়— হোলিসাইন, পহেলগাঁওয়ে— লিডার প্যালেস, শাহজাহান প্যালেস, শ্রীনগরে— ডিপ্লোম্যাট ও শারজা। জম্মু-জম্মু বিশেষ প্যাকেজ @6,000/- (আহার ছাড়া) ৮ রাত ৯ দিন। @10,000/- (আহার-সহ) ৮ রাত ৯ দিন। 98303-84279, 90627-27906 (গ্রুপ বুকিংয়ে বিশেষ ছাড়)।

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

মন্দারমণি, দিঘা, তাজপুর, ভাইজ্যাগে নিজস্ব হোটেল

হোটেল 'শঙ্খবেলা'— মন্দারমণি, 'আমার দীঘা'—নিউ দিঘা, 'ব্লু লেগুন'—তাজপুর, 'বিচ গ্রীনহাউস'— ভাইজ্যাগ। পিয়ালী আইল্যান্ড। 'আনন্দমেলা হলিডে রিসর্ট'— শান্তিনিকেতন। এছাড়া ডুয়ার্স, দার্জিলিং ও সিকিমে হোটেল ও গাড়ি। Travel & Leisure, Ph: 91638-35222, 91638-81333.

লাটাগুড়ি, মাদারিহাট, জয়ন্তীতে নিজস্ব হোটেল

জঙ্গল, পাহাড়, নদী, গ্রাম হাতছানি দেয় কি আপনাকে? চলে আসুন একত্রে এদের দেখতে আমার আতিথেয়তায়। লাটাগুড়িতে 'রাইনো রিসর্ট', মাদারিহাটের 'বনাঞ্চল' ও জয়ন্তীর কোলে 'প্রকৃতি'-তে। সুব্রত ঘোষাল— 98304-22743, 85093-82742.

Specialist Old Silk Route Zuluk

নিজস্ব হোটেল-জুলুক, লুংথুং, নাথাং ভ্যালি, তিনচুলে, ইচ্ছেগাঁও, সিলারি, রিশি, রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও, কোলাখাম, দার্জিলিং, কালিম্পং, গ্যাংটক, পেলিং। Skyhigh Resorts-96748-69313, 98367-39437, 98300-78453, 98360-20731.

Abhisarika– North-East Specialist

অসম, অরুণাচল, মেঘালয়-সহ সমগ্র নর্থ-ইস্ট জুড়ে আমাদের কর্মকাণ্ড। হোটেল, গাড়ি বা প্যাকেজের জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। মনোতোষ সাহা: 094351-43321, বিশ্বজিৎ বসু: 89810-83321. www.abhisarikaholidays.com

পশ্চিমবঙ্গের আরাকু ভ্যালি বিহারীনাথ

পাহাড়শ্রেণি, ঘন জঙ্গল, লেক, দামোদর নদ, বিখ্যাত শিবমন্দির, কাছেই গড়পঞ্চকোট, বড়স্তি, শুশুনিয়া, একমাত্র থাকার জায়গা বিহারীনাথ ট্যুরিস্ট পয়েন্ট। 033-6954-7111/ 80172-02499/ 97328-61020. bublu.bnr@gmail.com

পাইন ব্রুক গেস্টহাউস-শিলং

সমস্ত রুম অ্যাটাচড, গিজার, এল সি ডি, ডাইনিং/কনফারেন্স হল, রুম সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট। প্রবাসে বাঙালিয়ানা বিনোদনের শ্রেষ্ঠ ঠিকানা। স্কুল-কলেজ-অফিস-কনফারেন্স প্রভৃতির জন্য ট্রাভেল এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: 98310-89453 (কলি), 094369-85858 (শিলং)।

LINKAGE

সারা ভারতে হোটেল বুকিং

শ্রীনগর, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, ধরমশালা, সাংলা, কল্পা, সারাহান, নৈনিতাল, কৌশানি, চৌকরি, বিনসর, হরিদ্বার, মুসৌরি, আগ্রা, গরুমারা, জলদাপাড়া, চিলাপাতা-বনবাংলো। এছাড়া দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, গুন্ড সিক্করুট, গ্যাংটক, রাবংলা, পেলিং, কালুক, উত্তরে, লাচুং, ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার। Ph: 2265-7999, 2227-6685, 2226-4661, 98301-52169.

Shilavilla Resort Pvt Ltd

কলকাতা থেকে ১ ঘণ্টায় সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে বিলাসবহুল রিসর্টে ছোট্ট ছুটি কাটাতে সপরিবারে আসুন। সুবিধা-এ সি/নন-এ সি, সুইমিং পুল, ইন্ডোর গেম, গার্ডেন। Fishing-এর সুবিধা। www.shilavillaresort.com, 98301-63896/98362-29187/93783-05488.

হোটেল রিসর্ট

ভিক্টোরিয়া প্যালেস (ডাললেক, শ্রীনগর)

ডাল লেকের কাছে কাশ্মীরি ঘরানার বাগানসমেত ১৫ রুমবিশিষ্ট বাঙালি পরিচালিত হোটেল। রুমে টি ভি, গিজার কার্পেট সঙ্গে বাঙালি খাবার। কাশ্মীরের অন্যান্য স্থানে হোটেল ও গাড়ি বুকিং। 98311-25446, 98303-08705. বিশদ জানতে www.kashmirspecial.com

Gochhikar House, Puri

Hotel situated just on Beach Marine Drive Road, A. C & Non A.C Rooms with Balcony, Restaurant, TV, Generator. Pl. Contact Kolkata Office: 2262-1849, 2262-2820, 99033-11361, 98308-52068. Visit: hotelatpuri.com

MANGALDEEP RESORT (সিক্করুট)

Rongly-তে আমাদের নিজস্ব হোটেল। এছাড়া আপনার পছন্দমতো দিনে চলুন সিলারিগাঁও, রিশিখোলা, মানখিম, জুলুক, নাথাং, লুংথু, রোরাথাং, ইচে-সহ সিক্করুট, থিম্পু, পারো, পুনাখা, হা-ভিলেজ, চেলা-লা পাস-সহ সমগ্র ভুটান। wildwings.biz. 94333-05726/ 98310-54361.

Paradise Holiday

নিজস্ব একমাত্র বাঙালি প্রতিষ্ঠান— জম্মু, কাটরা, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, পুরী, হরিদ্বার (হর-কি-পৌরি ঘাটের সামনে), আন্দামান (পোর্ট ব্লেয়ার)। সবরকম বাজেটের সারা ভারতবর্ষে হোটেল-গাড়ি বুকিংয়ের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। Ph. No.: 90516-14441/98303-84279.

হিমাচলে একমাত্র বাঙালি ভ্রমণ সংস্থা

সিমলা— Hotel Ridgeview মানালি— Prasant, Sunflower (পালবাবু) ডালহৌসি— Country Resort, Dalhousie View. এছাড়া গ্যাংটক— Samrat Residency. নিজস্ব গাড়িতে সমগ্র হিমাচলে প্যাকেজ করা হয়। ভ্রমণসঙ্গী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস। Ph: 98306-36372.

CD DESTINY THE TOUR LEADER

পুরী হোটেল

স্বর্গদ্বার থেকে ১ মিনিট Hotel Swarnadham, লিফট-সহ, Sight Sea Facing, Non-AC ৮০০/- থেকে। Hotel Waves- ইস্কন মন্দিরের কাছে ৫০০/- থেকে। পুরীতে ৪০০/- onward রুম আছে। 2228-3246, 98744-22811. ৮, লেনিন সরণি, কোল-১৩।

CD DESTINY THE TOUR LEADER

সারা ভারত হোটেল বুকিং

জম্মু, শ্রীনগর, সিমলা, মানালি, দ্বারকা, সোমনাথ, দিউ, জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, কেরালা, মুন্নার, পেরিয়ার, দিল্লি, আগ্রা, হরিদ্বার-সহ সারা ভারতে হোটেল বুকিং। মাদারিহাট, জলদাপাড়া-সহ সমগ্র ডুয়ার্সের হোটেল বুকিং। 2228-3246, 98744-22811, 98044-00261.

LINKAGE

EXOTIC LADAKH

Leh, Pangong, Khardungla Pass, Nubra Valley, Tsomoriri. Exclusive Family Package From Leh. Group Pkg. in different dates. Also arrange Hotel & Transport in Ladakh Region. Linkage: 2265-7999, 2227-6685, 98301-52169.

হোটেল রিসর্ট

ঘরে বাইরে

'ঘরে বাইরে' ট্রাভেলস

১৮৩/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-১

রিশপে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সেরা ঠিকানা আমাদের নিজস্ব হোটেল 'কাঞ্চন ভিউ ট্যুরিস্ট লজ' সবচেয়ে সেরা অবস্থানের জন্য এবার 'হলিডে আই কিউ' অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। আমাদের প্রত্যেকটি ঘর থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।

মেঘরাজ্য লোলেগাঁওতে ভিউপয়েন্টের ঠিক পাশেই সর্বাধুনিক সুবিধাযুক্ত আমাদের নিজস্ব হোটেল 'লালিগুরাস রিসর্ট'।

দিনের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এবং রাতে পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো অভ্রকুঁচির মতো কালিম্পংকে দেখার জন্য আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে চারখোলে আমাদের নিজস্ব হোটেল 'মেরিগোল্ড'-এ।

আমাদের সিল্ক রুট প্যাকেজ আপনার ছুটির দিনগুলিকে করে তুলবে মনোরম ও স্মরণীয়। সিল্ক রুট প্যাকেজ ছাড়াও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ৪ রাত ৫ দিনের বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা আছে।

ডুয়ার্স— জঙ্গল, পাহাড়, নদীর মেলবন্ধন। উপভোগ করতে চান? চলুন লাটাগুড়ি, মূর্তি, চিলাপাতা, জলদাপাড়া।

কালিম্পং, লাভা, কোলাখাম, দার্জিলিং, চটকপুর, বড় মোঙ্গিয়া, ছোট মোঙ্গিয়া, তাগদা, তিনচুলে, রংভং, ঝান্ডি, পেডং, ঋষিখোলা, সিলেরিগাঁও এবং ইচ্ছেগাঁওতে আমরা বুকিং দিয়ে থাকি।

সিকিমের উত্তরে, পেলিং, কালুক, রিনচেনংপং, হি, বার্মিওক, ওখরে, ভার্সে, রাবংলা, গ্যাংটক, আবিতার, জুলুক, নাথাং-এ বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। হাওড়া অফিস: আব্দুল রাজমাঠ, আব্দুল-মৌড়ী, হাওড়া। মোবাইল: ৯৮৩০৩-২৯৫৯১, ৯৮০০৩-১৭০২৩, ই-মেল: kvtl.rishop@gmail.com ওয়েব: www.gharebairetours andtravels.com

Cloud's end Retreat & Cafe

রাবংলায় বাঙালি পরিচালিত হোটেল। ঘরে বসে অনাবিল সৌন্দর্য, নানান পাখি, জঙ্গলের আস্বাদ পেতে রাবংলায় আপনাদের স্বাগত। 14th Mile, Kewzing Rd., Rabangla, Kol. Office: 74, Phears Lane, Kol-73. 93397-41509, 98300-51509.

Welcome Special

তীর্থ স্পেশ্যাল— গয়া- কাশী- মথুরা- বৃন্দাবন-হৃষীকেশ-হরিদ্বার। হিমাচল স্পেশ্যাল— সিমলা- কিন্নর- কল্পা-কাজা-ছিটকুল। এছাড়া প্রতিদিন সুন্দরবন- গোয়া-আন্দামান-ডুয়ার্স- ভুটান- সিকিম-সিক্করুট- নৈনিতাল-মুন্সিয়ারি। সারা ভারতে হোটেল-গাড়ি। কথা বলুন: 98310-15846.

বিদেশ ট্যুর

KENYA MASAIMARA

5N6D– Amboseli, Lake Nakaru, Masaimara, Nairobi. 6N7D– Amboseli, Lake Nakuru, Lake Naivasa, Masaimara, Nairobi. 7N8D– Amboseli, Mount Kenya, Sambaru, Lake Nakuru, Masaimara, Nairobi. Linkage Tours & Travels. Ph: 2265-7999, 2227-6685/2226-4661, 98301-52169.

জন্মদিনের শুভেচ্ছা

এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে 'ভ্রমণ' বাইশ বছরে পা রাখল। যদিও আমার সঙ্গে 'ভ্রমণ'-এর সখ্য গত দশ বছরের। এই দশ বছরে আমার ভ্রমণের চিরসঙ্গী 'ভ্রমণ' পত্রিকা। আর শুধু আমি কেন, প্রতিটি বাঙালির বেড়ানোর যথার্থ দিগ্‌দর্শন 'ভ্রমণ'। 'পাঠকের পাতা'-র 'বেড়িয়ে এসে' বিভাগটিতে পাঠকের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার সুযোগ দিয়ে আমাদের মন ও মননকে সম্মান জানিয়েছে। নিজ লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য যে অবিচল দৃঢ়তা প্রয়োজন, তা না থাকলে 'ভ্রমণ'-এর আজকের সাফল্যলাভ সম্ভব ছিল না।

শর্মিষ্ঠা পাল
দাসপাড়া রোড, ঠাকুরপুকুর
কলকাতা-৭০০ ০৬৩

কেমন আছে গাড়োয়াল

'ভ্রমণ' ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সংখ্যায় আমার লেখা 'অক্টোবর-নভেম্বরে মদমহেশ্বর-দেওরিয়াতাল' লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর গাড়োয়ালের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চেয়ে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে অনেক ফোন ও মেল পেয়েছি। তাই প্রকৃতির তাণ্ডবে ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরে গাড়োয়াল এখন কেমন আছে, তা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতেই এই চিঠি।

বিপর্যয়ের পরে উখিমঠের স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি পাওয়ার পর সত্যিই খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। বাস্তব পরিস্থিতি যা দেখলাম তা হল, রুদ্রপ্রয়াগ অবধি রাস্তা মোটামুটি ঠিকঠাক থাকলেও রুদ্রপ্রয়াগের পরেই বিপর্যয়ের লীলা ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকল। সবথেকে দুঃখ হল রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থলটির ভয়াবহ পরিণতি দেখে।

রুদ্রপ্রয়াগ পেরিয়ে যখন শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে চলেছি, তখনই হঠাৎ চোখে পড়ল মন্দাকিনীর অপর পাড় থেকে এক ব্যক্তি আমাদের বাসটিকে থামানোর চেষ্টা করছেন। বাস দাঁড়ালে দেখলাম, মানুষটি একটি পুলির সাহায্যে নদী পেরিয়ে এপাড়ে এলেন। ওঁর কাছেই শুনলাম, সেখানে যাতায়াত করার জন্য আগে একটি কাঠের সেতু ছিল, যা আজ আর নেই। আশপাশের রাস্তা সব ভেঙে গিয়েছে, যদিও মেরামতির কাজ চলছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য একইরকম থাকলেও কোথায় যেন চারপাশে একটা বেদনার ছাপ ফুটে উঠছে। 'ভ্রমণ'-এ অনেকবার চন্দ্রপুরী আর সিয়ালসোর জায়গা দু'টির কথা লেখা হয়েছে। অনেক পর্যটকই চন্দ্রপুরী বা সিয়ালসোরে মন্দাকিনীর পাড়ে তাঁবুতে রাত কাটিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে ওই জায়গা দু'টির কোনও অস্তিত্বই আমি দেখতে পেলাম না। দু'পাশে শুধুই ধ্বংসের চিহ্ন। তবুও সিয়ালসোরের তুলনায় চন্দ্রপুরী কিছুটা হলেও তার সামান্য কিছু অস্তিত্ব এখনও ধরে রাখতে পেরেছে। কিছুক্ষণ পর পৌঁছলাম কুণ্ড। কুণ্ড বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে জমজমাট একটা পাহাড়ি গ্রাম। কুণ্ড থেকেই তো কেদার আর বদ্রী যাওয়ার রাস্তা দু'দিকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন কুণ্ডে শুধুমাত্র দু'টি চায়ের দোকান ছাড়া আর কিছুই নেই।

কুণ্ড থেকে উখিমঠের রাস্তাটারও অবস্থা বেশ খারাপ। পুরো রাস্তাটাই প্রায় নতুন করে বানানোর কাজ চলছে। উখিমঠ যাওয়ার পথেই শুনলাম কাছেই চূর্ণী নামে একটা গ্রাম ছিল। বিপর্যয়ের মেঘভাঙা বৃষ্টি গ্রামটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আগে কেদারনাথ যেতে হলে গৌরীকুণ্ড থেকেই তীর্থযাত্রীদের পায়ে চলা শুরু হত। কিন্তু এখন শোনপ্রয়াগ থেকেই শুরু হচ্ছে পায়ে চলা। এর ফলে পায়ে হাঁটা পথের দূরত্ব অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। আগে ছিল ১৪ কিলোমিটার, এখন হয়েছে প্রায় ২৫ কিলোমিটার। তবে প্রকৃতি তার অপার সৌন্দর্য নিয়ে আজও বিরাজ করছে। যাত্রীরা হেঁটে যেতে না চাইলে তাঁদের জন্য রয়েছে ডুলি বা ঘোড়ার ব্যবস্থা। আছে হেলিকপ্টার সার্ভিসও।

এই সবকিছু দেখে মনে হয়, আজও গাড়োয়ালে প্রকৃতির সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ বজায় থাকলেও গাড়োয়ালের আকাশ-বাতাস যেন এখনও কেঁদে চলেছে।

অঙ্কিতা ভট্টাচার্য
নেতাজি সুভাষ রোড, বেহালা
কলকাতা-৭০০ ০৩৪

বেড়িয়ে এসে

বনপলাশের বড়ন্তি ও গড়পঞ্চকোট

পাঁচ বন্ধুতে মিলে হাজির হয়েছি পুরুলিয়া জেলার এক অখ্যাত গ্রাম বড়ন্তিতে। বড়ন্তির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় 'ভ্রমণ'-এরই মাধ্যমে। পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা ইকো রিসর্টের খোলা বারান্দায় বসে সকালের চা-পান আর আড্ডা জমেছে ফুরফুরে মেজাজে। রিসর্ট বলতে যে আধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন দৃশ্যপট চোখের সামনে ভেসে ওঠে তেমন কিছুই নয়। পরিবেশ আদ্যন্ত প্রাকৃতিক, কোথাও কৃত্রিমতার ছোঁয়া নেই। একেবারে ছিমছাম। এমনটাই তো চেয়েছিলাম। কয়েক বিঘা জায়গা নিয়ে চারটে দু-তিন কামরার কটেজ। হাঁটাপথে কয়েকশো মিটার এগোলেই সুবিশাল প্রাকৃতিক মুরাডি হ্রদ। এরই মধ্যে রিসর্টের অতিথিদের রান্না আর দেখভালের দায়িত্বে থাকা সাঁওতাল যুবক গণেশ আমাদের সামনে হাজির করেছে গরম গরম লুচি আর আলুর তরকারি। খাওয়াদাওয়া সেরে চটপট পা বাড়ালাম ১ কিলোমিটার দূরের আদিবাসী গ্রাম রামজীবনপুরের উদ্দেশে। আকাশে হালকা মেঘের আবরণ। রোদের দেখা নেই। বেশ চওড়া আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলা। পথের দু'ধারে, আশপাশে শাল, মহুয়া, জারুল, শিরীষ, শিমুল প্রভৃতি গাছের নিবিড় অবস্থান। সবকিছুকে ছাপিয়ে পলাশের আগুন-ঝরানো লাল রং প্রকৃতির সবকিছুকে সঙ্গে নিয়ে মেতে উঠেছে রঙের উৎসবে। পলাশগাছের পাতাহীন থোকা ফুলের ভারে ডালগুলো নুয়ে পড়েছে। ফুলের পাপড়িতে যেন গাছের নীচে লাল মখমল বিছানো। লাল সবুজের এ এক অসাধারণ ক্যানভাস। কোথাও কোথাও লাল ছাড়া সবুজ চোখেই পড়ে না। প্রকৃতির এ কোন রূপসাগরে এসে পড়লাম! চলতে চলতে কখনও রাস্তা ছেড়ে নেমে এগিয়ে যাচ্ছি সামনের পলাশগাছটার নীচে। দমকা হাওয়ায় ঝরে পড়ছে ফুল। সৌন্দর্যস্নাত হচ্ছি প্রতিটা মুহূর্তে। রাস্তার বাঁকে হঠাৎই নজরে এল মালবোঝাই গোরুরগাড়ি। এই সময়ের জেটযুগে সভ্যতার আদি পরিবহণ। নস্টালজিক হয়ে পড়লাম। আশপাশের সবকিছুকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রেমবন্দি করলাম এই দৃশ্য। একসময় মূল রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে ঢুকে পড়লাম রামজীবনপুর গ্রামে। মাটির রাস্তা যে এত পরিষ্কার হতে পারে ভাবিনি। দু'পাশে টালি বা খড়ের ছাউনি দেওয়া সারিবদ্ধ বাড়ি। মাটি আর গোবরলেপা দালানগুলো, এতই ঝকঝকে যেন শানবাঁধানো। নিকানো মসৃণ মাটির দেওয়ালে আলপনার রেখায় ছবি আঁকা। কর্মব্যস্ততা থাকলেও শোরগোলহীন নিতান্ত শান্ত জীবনযাপন। মহিলারা ব্যস্ত ধান মাড়াই করতে আর ধান বাছতে। কেউবা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে মাথায় বোঝাই করে নিয়ে আসছে। একদল কিশোর-কিশোরী খেলায় মত্ত ছিল। আমাদের দেখে ত্রস্ত পায়ে লাজুক মুখে সরে দাঁড়াল। ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে বনমুরগি। একজায়গায় খোলামেলা গোল চালাঘর, যেখানে দিনের শেষে আড্ডা বসে, হয় গানবাজনার আসর। গ্রামের শেষপ্রান্তে মুরাডি হ্রদ। গ্রাম ঘুরে আবার ফিরে এলাম মূল রাস্তায়। সেখান থেকে কিছুটা পিছিয়ে এসে ধরলাম জঙ্গলের রাস্তা। সর্পিল পথরেখা ধরে এগনো। জঙ্গল এখানে গভীর নয়। শাখাপ্রশাখায় অনেক পথ এসে মিশেছে এক জায়গায় আবার পরক্ষণেই আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে জঙ্গলের বিভিন্ন দিকে। শুনেছি এই জঙ্গলে বুনো শুয়োর, খরগোশ, শজারু, শেয়াল রয়েছে। সকালে আকাশে যে মেঘ ছিল তা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, সেইসঙ্গে হালকা ঝোড়ো বাতাস বইছে। পায়ের নীচে শুকনো পাতার ধ্বনি আর এলোমেলো হাওয়ায় কানের পাশে গাছের পাতার শনশন শব্দ। গাছগাছালির ফাঁকফোকর গলে চোখে পড়ছে ছোট ছোট চারণক্ষেত্র। আবার একদিকে চোখ জুড়ানো সবুজের নিবিড় অরণ্য ক্রমশ গভীর হচ্ছে। জঙ্গলের একটা সুন্দর গন্ধ নাকে এসে লাগছে। গায়ে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল, এদিকে বেলাও গড়িয়েছে অনেকটা। পরিস্থিতি দেখে মনে হয় হালকা ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। তাই দ্রুত পা-চালিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। কিন্তু পুরোপুরি আর ফেরা হল না। মাঝপথেই নামল বৃষ্টি, সঙ্গে ঝড়। ভাগ্যিস একটা

Nobody Can Give You Himachal Better Than Us

Himachal Pradesh Helpline Tourism

লে-লাদাখ স্পেশ্যাল ট্যুর ১২রাত্রি/১৩ দিন। সফরমূল্য: 23,000/-

পিক আপ চন্ডিগড় স্টেশন, ড্রপ জম্মু স্টেশন।

মানালি ১ রাত্রি, কেলং / সারচু ১ রাত্রি, লে ৫ রাত্রি, নুব্রা ভ্যালি ১ রাত্রি, সুমরারী ১ রাত্রি, কারগিল ১ রাত্রি, শ্রীনগর ২ রাত্রি।

লে-লাদাখ ১২ রাত্রি/১৩ দিন। **June:** 8,15, 19, 21, 25. **July:** 2, 6, 14, 17, 25. **Aug.:** 3, 9, 16, 22, 28. **Sep.:** 5, 11, 15, 18, 22, 24, 26, 28. **Oct.:** 4.

- **Luxury Tour with Delux Hotel & Good Food (Veg / Non Veg) & Medical Facility also available.**
- **Only LEH-LADAKH DHAMAKA TOUR 7N / 8D @ 18,000/-**
  Pick-up & Dropping Point- Leh Airport.
  Leh 5N, Nubra 1N, Tsomorari 1N.
  Luxury Tour with Delux Hotel & Good Food (Veg / Non-Veg) & Medical Facility also available.

Greater Himalaya কিন্নর-লাহুল-স্পিতি- ১২ রাত্রি / ১৩ দিন। সফরমূল্য: 12,900/-

সিমলা ১ রাত্রি, সারাহান ১ রাত্রি, সাংলা ১ রাত্রি, চিটকুল ১ রাত্রি (Luxury Tent), কল্পা ২ রাত্রি, তাবো ১ রাত্রি, কাজা ২ রাত্রি, কেলং ২ রাত্রি, মানালি ১ রাত্রি।

কিন্নর-কৈলাস-মানালি সহ ১০ রাত্রি / ১১ দিন। সফরমূল্য: 11,500/- (পিকআপ-সিমলা, ড্রপ-কালকা)

সিমলা ১ রাত্রি, সারাহান ১ রাত্রি, সাংলা ১ রাত্রি, চিটকুল ১ রাত্রি (Luxury Tent), কল্পা ২ রাত্রি, রামপুর/ সোজা ১ রাত্রি, মানালি ৩ রাত্রি।

সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, অমৃতসর ১১ রাত্রি / ১২ দিন। সফরমূল্য: 12,900/-(পিকআপ-সিমলা, ড্রপ-অমৃতসর)

সিমলা ২ রাত্রি, মানালি ৩ রাত্রি, কুলু/মান্ডি ১ রাত্রি, ধরমশালা/চিন্তপুরনি ২ রাত্রি, ডালহৌসি ২ রাত্রি, অমৃতসর ১ রাত্রি।

হেভেন কাশ্মীর ট্যুর ৮ রাত্রি / ৯ দিন। সফরমূল্য: 12,500/- (পিকআপ ও ড্রপ- জম্মু রেলওয়ে স্টেশন)

কাটরা ২ রাত্রি, শ্রীনগর ৪ রাত্রি, পহেলগাঁও ২ রাত্রি।

কিন্নর-কৈলাস ট্যুর ৭ রাত্রি / ৮ দিন। সফরমূল্য: 9,000/- **সিমলা-কুলু-মানালি ট্যুর** ৬ রাত্রি /৭ দিন। সফরমূল্য: 8,500/-

আমাদের নিজস্ব হোটেল

সিমলা-হোটেল ডিপ্লোম্যাট, মানালি-হোটেল সামার কিং, ধরমশালা-ট্রুিও/আকৃতি, ডালহৌসি-হোটেল অমর, অমৃতসর-পুরী ইন্টারন্যাশনাল, সারাহান-হোটেল স্নোভিউ, সাংলা-হোটেল দেবভূমি, চিটকুল-কৈলাস ভিউ ক্যাম্প, কল্পা-হোটেল মাউন্ট ভিউ/অশোকা, তাবো-টাইগার ডান, কেলং-হোটেল নরডলিং।

হোটেল শুরু: ৮০০ টাকা থেকে ১৮০০ টাকা

10, দি ম্যাল, অপঃ আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক, সিমলা, H P.
M: 098160 26770, 09816666660, 09816967213, Ph: 0177-280267677
কলকাতা: 6, C. R. Avenue, E-MALL (Magnet House),1st Floor, Room No: 104, Kol-700 072
M: 9830626770 / 9830726776, Ph: 033-2212-4006 / 2212-4007

খড়ের ছাউনি দেওয়া গোল বেদি মতন পেয়ে গিয়েছিলাম। উঠে বসলাম সেখানে। উপভোগ করতে লাগলাম প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনা। প্রথম বৃষ্টিতে মাটির সোঁদা গন্ধ মায়াবী করে তুলছে গোটা পরিবেশ। মিনিট কুড়ি বাদে বৃষ্টি থামতে ফিরে এলাম কটেজে। বন্ধুরা হুজুগ তুলল এমন স্নিগ্ধ শীতল আবহাওয়ায় হ্রদের জলে স্নান করলে কেমন হয়? যেমন বলা তেমন কাজ। হইহই করে চলে এলাম কয়েকশো মিটার দূরে মুরাডি হ্রদের ধারে। হ্রদের একপ্রান্তে ছোট্ট মুরাডি পাহাড়। দু'দিক প্রসারিত বিপুল জলরাশি। আকাশে ভারী মেঘ সরে গেলেও রোদের দেখা নেই। বেশ জোরেই হাওয়া দিচ্ছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছলাত ছলাত শব্দে তরঙ্গায়িত জলরাশি তৈরি করছে বিভিন্ন নকশা। দারুণ সুন্দর লাগছে। এমন শীতল হ্রদের জলে স্নান করে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে এলাম। গণেশের রান্নার হাতটা দারুণ। জমিয়ে রেঁধেছে মুরগির মাংসের ঝোল, ডাল, আলুভাজা সঙ্গে গরম ভাত। ততক্ষণে ঝিলিক দিয়ে রোদ উঠেছে। আমাদের হাতে সময় কম, তাই খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার ঘর ছেড়ে বাইরে।

এবার গন্তব্য দণ্ডহিত আর মানপুর গ্রাম। মেঠো পথ হারিয়েছে সবুজের কোন গহনে। কিছুদূর এগোতেই সবুজের যুগলবন্দিতে শুরু হল পলাশের লাল-মিছিল, চতুর্দিকে জ্বলছে পলাশের মশাল। কোকিল-কূজন আর বউ-কথা-কও এর আনচান ডাকে চারপাশ মুখরিত। ওপরে-নীচে সর্বত্রই লালে লাল। তারই মাঝে হলুদ রোদ্দুরের গাছের পাতার ফাঁকফোকর গলে জাফরিকাটা আলোছায়ার বিস্ময়কর খেলা। পায়ে পায়ে পৌঁছে যাই পাহাড়ের গা ঘেঁষে দণ্ডহিত গ্রামে। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মাটির বাড়ি ছাড়াও একতলা-দোতলা পাকাবাড়ি আছে বেশকিছু। চাষআবাদের আধিক্যও অনেক বেশি। চাষিরাও সম্পন্ন। খেতের কাজে বেলাশেষের কর্মব্যস্ততা। এখন পুদিনা পাতা আর বিভিন্ন শাকের চাষই হচ্ছে বেশি। পুদিনার গন্ধে ম-ম করা খেতের আল ধরে হাঁটতে বেশ লাগছিল। একসময় ঘুরে গিয়ে মূল রাস্তায় উঠে মানপুর গ্রাম হয়ে তাড়াতাড়ি ফেরার পথ ধরলাম। কারণ মুরাডি হ্রদের ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখা এক দারুণ অনুভূতি। আস্তে আস্তে বিকেল গড়িয়ে গোধূলি আলোয় চারপাশ ভরে গেল। সঠিক সময়ে পৌঁছে হ্রদের পাথর-বাঁধানো পাড়ে বসলাম। আকাশে তখন ছেঁড়া-পেঁজা তুলো মেঘের ফাঁক গলে আলোকরশ্মি ঠিকরে আসছে। অস্তসূর্য সেই মেঘকে রাঙিয়ে তুলছে রংবদলের হোলিখেলায়। হ্রদের জলে তারই প্রতিফলন। আর মুরাডি পাহাড় দিনশেষের সেই আলোতে আরশিতে দেখে নিচ্ছে তার প্রতিচ্ছবি। ফ্রেমবন্দি করলাম আলোছায়ার এই অসাধারণ ম্যাজিক শো।

সকাল থেকে সন্ধে অবধি যে গ্রামগুলো ঘুরলাম সবই আদিবাসী সাঁওতাল-অধ্যুষিত গ্রাম। ঝুপ করে আঁধার ঘনাতেই পা বাড়ালাম আস্তানার দিকে। ততক্ষণে ম্যানেজার নিখিলবাবু আমাদের জন্য সাদর আপ্যায়নে চা-আড্ডার আয়োজন করে রেখেছেন। ভালোই হল, চা খেতে খেতে আগামীকাল সকালে গড়পঞ্চকোট যাওয়ার ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেললাম। ১,২০০ টাকায় রফা হল। গাড়ি এসে সকাল আটটার মধ্যে আমাদের তুলে নেবে। কথায় কথায় নিখিলবাবুর কাছে জানতে চাইলাম গড়পঞ্চকোটের ইতিহাস।

পরদিন সকালে মুরাডি হ্রদের ঢেউ-তোলা নীল জলরাশির পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটল গড়পঞ্চকোটের দিকে। শেষবারের মতো দেখে নিলাম সুন্দরী বড়ন্তিকে। ২০ কিলোমিটার যাওয়ার পর মূল রাস্তা ছেড়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল এক পঞ্চরত্ন মন্দিরের সামনে। গাছের শিকড়ে আকীর্ণ, জীর্ণ, ভঙ্গুর মন্দিরের গায়ে ক্ষয়িষ্ণু অবিসংবাদিত পোড়ামাটির কাজ এখনও সদর্পে ঘোষণা করছে তার পুরনো ঐতিহ্য। কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে মিনার আকৃতির স্থাপত্য কিন্তু আদতে ছিল পর্যবেক্ষণকেন্দ্র। আরও বাঁদিকে রাজবাড়ি বা রানিমহল। আরও উল্লেখযোগ্য হল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যে রানিমহল নির্মিত হয়েছে চুন-সুরকির মিশ্রণে পোড়ামাটির ইটের গাঁথুনিতে। আবার আশপাশের খিলান ও স্তম্ভের পরিকাঠামোয় মুঘল স্থাপত্যের সঙ্গে বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই দুইয়ের বৈপরীত্যে মনে হয় রানিমহল নির্মাণের সময়কাল ষোড়শ শতকের আগে। নগর-স্থাপত্যের আরও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল পঞ্চকোট পাহাড়ের পাদদেশ ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে এক বিশাল দিঘি ছিল। নৌকার সাহায্যে দিঘি পেরিয়ে নগরে প্রবেশ করতে হত। কালক্রমে সিংহদুয়ারের কাছে যা আজ পুকুরে পরিণত। সময়ের সারণি বেয়ে পৌঁছে যাই কালের গহ্বরে, যেখানে বর্তমান প্রজন্মের জন্য ইতিহাস লুকিয়ে রেখেছে তার অমূল্য রতন।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি ৭,০০০ ফুট উচ্চতার পঞ্চকোট গিরি বা পাহাড়ের পাদদেশে— যার উল্লেখ আছে পুরাণে। রাজচাকলা পঞ্চকোট রাজত্বের পূর্বে এই স্থান ছিল 'তিলকম্পা' রাজত্বের অধীন, তিলকূপি ছিল যার রাজধানী। তার ধ্বংসাবশেষ আজ পাঞ্চেত জলাধারের জলে নিমজ্জিত। এবার সমতল ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠতে থাকি পাথুরে পথে গভীর জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের ওপর, যেখানে ইতিহাস কথা বলে। এই পাহাড়ে বিশেষ একধরনের বুনো বাঁশঝাড়ের জঙ্গল আছে, যা নাকি বিগত দিনে আরও ঘন ছিল এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে ভালো কাজ করত। মাঝামাঝি উঠে জঙ্গলের ভিতর হঠাৎ নজরে আসে দুটো বিশালাকার ইঁদারা— বর্গি আক্রমণে নিজেদের মানসম্ভ্রম বাঁচাতে যেখানে ঝাঁপ দিয়ে রানিরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেখান থেকে কিছুটা নেমে এসে ডানদিকে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে, এগোলাম সেই পথে। হঠাৎ এগাছ-ওগাছের ডালে ঝুপঝাপ শব্দে ওপরে তাকাতেই নজরে এল এক বানর পরিবার। এবার সত্যিই বাকরুদ্ধ হওয়ার পালা। সামনেই অপেক্ষা করছে জীবন্ত ইতিহাস। সিংদেও রাজত্বের সময়কালে নির্মিত রক্ষীদের দুর্গ এলাকা, যা কিনা স্থাপত্যের এক অনবদ্য নিদর্শন। কয়েকঘণ্টা ধরে খুঁজে আবিষ্কার করলাম মূল ফটক, আবাসস্থল, শত্রুপক্ষবীক্ষণকেন্দ্র, মন্দির ইত্যাদি। কিন্তু সবই আজ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভগ্নস্তূপে পরিণত, খসে পড়ছে গাছের শিকড়ে আবিষ্ট পাথর। তার মধ্যেও এখনও ভিতরের অংশ অটুট। একটা ব্যাপার এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৮৭২ সালে অল্প সময়ের জন্য বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সিংদেও রাজাদের ভূসম্পত্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক রূপে কাজ করেছিলেন। তৎকালে তিনি গড়পঞ্চকোটের ইতিহাসের ওপর তিনটি কাব্য রচনা করেছিলেন— 'পঞ্চকোট গিরি', 'পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী', 'পঞ্চকোট গিরি বিদায় সংগীত'।

এবার ঘরে ফেরার পালা। দু'দিনের এই ঝটিকা সফরে প্রকৃতি এবং ইতিহাসের যে ছবি আমাদের কাছে ধরা পড়ল তা এককথায় অনবদ্য। পাহাড়ের ওপরে ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে লক্ষ করেছিলাম যে নীচে ছয়-সাতটি পর্যটকের দল এলেন কিন্তু সবাই নীচের ওই পঞ্চরত্ন মন্দিরটি দেখেই চলে গেলেন। বোধহয় তাঁদের কাছে সঠিক কোনও তথ্য নেই পাহাড়ের কিছুটা ওপরে এই জায়গা সম্বন্ধে। তাই সবশেষে একটা ব্যাপারে আক্ষেপ না করে পারছি না— গভীর জঙ্গলে ঘেরা পঞ্চকোট পাহাড় যে একসময়কার বাংলার গৌরবময় সমৃদ্ধ ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে, তার প্রতি আমরা সময় থাকতে যদি একটু যত্নবান হয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি এবং আরও কিছুটা প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে পারি, তবে তা শুধু ইতিহাসের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই হবে না, প্রকৃতির অকৃপণ রূপে পরিপূর্ণ এই সমগ্র অঞ্চল খুব সুন্দর এক পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে জায়গা করে নেবে।

দীপ্তেন্দু পাল

আর এন টেগোর রোড, নবপল্লী

কলকাতা-৭০০ ০৬৩

রেজিস্ট্রেশন অব নিউজপেপারস (সেন্ট্রাল) রুলস ১৯৫৬-এর ৮ম ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে।

১। প্রকাশস্থান: ২৯/১-এ, গণ্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।

২। প্রকাশকাল: মাসিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

নাগরিকত্ব: ভারতীয়।

ঠিকানা: ২৯/১-এ, গণ্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।

৪। সম্পাদকের নাম: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

নাগরিকত্ব: ভারতীয়।

ঠিকানা: ২৯/১-এ, গণ্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।

৫। যেসব ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং অংশীদার অথবা যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও বেশি শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা:

(ক) মালিক: আজকাল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ২৯/১-এ, গণ্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।

(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও বেশি শেয়ারের অধিকারী:

১। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, ২৯/১-এ, গণ্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।

২। সবর্ণি চক্রবর্তী, ২৯/১-এ, গণ্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।

৩। মহাশ্বেতা সমাজদার, ২৯/১-এ, গণ্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।

৪। মৈত্রেয়ী নাগ, ২৯/১-এ, গণ্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।

আমি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ

১ মার্চ, ২০১৪ — প্রকাশক

বেড়িয়ে এসে

সাউথ রায়ডাক বনবাংলোয় দু'দিন

১০ বছরের বেশি সময় ধরে 'ভ্রমণ' পত্রিকার সমস্ত সংখ্যা সযত্নে রেখেছি। প্রত্যেক বছর আমি পরিবারের সঙ্গে একবার ভ্রমণে যাই। কখনও অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গেও যাই। 'ভ্রমণ' পত্রিকাটি আমার ঘোরার ব্যাপারে খুবই সাহায্য করে। এবছর

OUR TOUR PRICE INCLUDES

- UP/DN 3-TIRE A.C. SLEEPER CLASS TRAIN TICKET
- TRAIN FOODING
- 2/2 PUSH BACK DELUXE BUS OR CAR
- ACCOMMODATION TWIN SHARING ROOM IN HOTEL
- BED TEA, BREAK FAST, LUNCH, EVENING SNACKS & DINNER

with on the last night of the tour before boarding the train a grand feast with special menu will be served in a get together.

- SIGHT SEEING AS MENTIONED IN THE RESPECTIVE TOUR ITINERARY
- SERVICE TAX
- PERSONAL ACCIDENT POLICY FOR ONE YEAR COVERING A RISK UPTO RS. 1,00,000/-WITHIN INDIA.

SUMMER & PUJA PACKAGE TOUR BOOKING OPEN

NORTH INDIA (11 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 12495/-	₹ 9371/-	₹ 11246/-	₹ 11870/-

VAISHNODEVI, KASHMIR & AMRITSAR (16 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 18495/-	₹ 13871/-	₹ 16646/-	₹ 17570/-

SOUTH INDIA (15 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 17495/-	₹ 13121/-	₹ 15746/-	₹ 16620/-

SHIMLA, MANALI, DALHOUSIE, AMRITSAR (15 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 16995/-	₹ 12746/-	₹ 15296/-	₹ 16145/-

DARJEELING, MIRIK, GANGTOK, YUMTHANG (10 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 11895/-	₹ 8921/-	₹ 10706/-	₹ 11300/-

MADHYA PRADESH (12 Days)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 12525/-	₹ 9394/-	₹ 11273/-	₹ 11899/-

FANTACY BHUTAN (10 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 12995/-	₹ 9746/-	₹ 11696/-	₹ 12345/-

KATHMANDU, POKHRA, CHITWAN FOREST (11 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 13995/-	₹ 10496/-	₹ 12596/-	₹ 13295/-

VIZAG-ARAKU-HYDERABAD & TIRUPATI (11 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 12995/-	₹ 9746/-	₹ 11696/-	₹ 12345/-

GOA, MAHARASHTRA, MAHABALESHWAR (15 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 19995/-	₹ 14996/-	₹ 17996/-	₹ 18995/-

RAJASTHAN WITH JAISALMER (15 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 16995/-	₹ 12746/-	₹ 15296/-	₹ 16145/-

GUJRAT WITH DIU (13 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 14495/-	₹ 10871/-	₹ 13046/-	₹ 13770/-

NAINTITAL / MUNSIYARI (14 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 16895/-	₹ 12671/-	₹ 15206/-	₹ 16050/-

ARUNACHAL PRADESH (12 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 16895/-	₹ 12671/-	₹ 15206/-	₹ 16050/-

ANDAMAN (7 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 12656/-	₹ 9492/-	₹ 11390/-	₹ 12023/-

BANGLADESH (BUS / RAIL) TOUR (11 DAYS)

Tour Cost	180 days	120 days	90 days
₹ 21995/-	₹ 16496/-	₹ 19796/-	₹ 20895/-

Reservation Option

Advance booking: -

- 50% advance to be paid at the time of booking & the rest amount will have to be paid before 30 days of the date of journey (To be paid between 90 & 62 days from the date of journey).
- **Token booking:** ₹ 500/- (to be adjusted with the tour Advance).
- **Discount on Package Tour :** Token booking : before 180 days - Discount @ 500/- at tour cost / before 120 days - Discount @ 300/- at tour cost / before 90 days - Discount @ 200/- at tour cost
- Discount on **Full Payment** at a time before 180 days / 120 days / 90 days as per the tour price list.

Jana Ajanar Pathe™

Govt. Regd. No. L-77998

L.T.C./L.F.C. Facility

301/E, Bipin Behari Ganguli Street, Kolkata - 700 012

Phone : 2236 0336/3261 3562, Fax : 0091 33 2236 0337, Helpline : 84508 21313

e-mail : janaajanarpathe@gmail.com / mytour@janaajanarpathe.com, visit us at : www.janaajanarpathe.com

Endeavour TOURS
Authorised booking Agent of Sikkim Govt. Hotel
'সিকিম নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সিকিম পর্যটনের প্রাক্তন অফিসার শ্যামলকুমার ভৌমিক। তাঁর সংস্থা 'এন্ডেভার ট্যুরস' সিকিম স্পেশ্যালিস্ট'
NORTH SIKKIM PACKAGES
Available Daily
1N /2 Days (Yumthang) - 1600/- per head.
2N /3 Days (Yumthang, G-Dongmar) - 3200/- per head.
3N /4 Days Available for exclusive package only.
Hotel & Resort of Sikkim

Gangtok	Biksthang	Uttarey
Ravangla	Rinchenpong	Yoksom
Pelling	Kaluk	Okhrey
Rumtek	Hee	Versay
Borong	Bermiok	Soreng
Namchi	Chayataal	Temi Tea Garden

BHUTAN Phuntsholing, Thimpu, Paro, Punakha
ORISSA, KERALA
WEST BENGAL Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars
Contact for: Family Packages, Transport, Sikkim Silk Route Tour.
Contact: S. K. Bhaumik
Swati Bhaumik
1, Indra Roy Road, Bhawanipur
Opp. Indira Cinema, Kol-700 025.
Ph: (033) 2486-0583, 98364 64632
98311 07246, 98303 06159
Email: endeavourtour@yahoo.co.in
Website: www.endeavourtour.net

কাছে-দূরে
চেনা অচেনার ডাকে ...
লালমাটির আবেশে
রক্তকরবী কারুগ্রাম, বোলপুর

নর্থ বেঙ্গল, ডুয়ার্স, সিকিম
নেওড়া ভ্যালি, সিল্ক রুট,
কোলাখাম, রিশপ, বার্মিওক
অফবিট, উইকএন্ডট্যুরস
কাছে-দূরে
১০, পি. কে. গুহ রোড, কলি-২৮
৯৯০৩৩৯২৪৮৪/৮০১৭৮২০১৮২

আমি সাউথ রায়ডাক জঙ্গল ভ্রমণে যে অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তা জানাতেই এই চিঠি।

১৪ নভেম্বর ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নেমেই মনটা এক অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। সকালের আলো ফোটার আগেই গাড়িতে রওনা হলাম। আমাদের এবারের গন্তব্য সাউথ রায়ডাক বনবাংলো। শহর থেকে বেরিয়ে আমরা এক হাইওয়ে দিয়ে ঝড়ের গতিতে চললাম। রাস্তা থেকেই দেখা পেলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার— সূর্যের প্রথম আলোয় ঝকঝক করছে। মাঝে চা-পানের বিশ্রাম। আধঘণ্টা যাওয়ার পর আমরা পৌঁছলাম শামুকতলা হাটে।

এতবড় হাট আমাদের এই প্রথম দেখা। কোথায় লাগে কলকাতার বাজার। কী নেই! নৌকার খোল থেকে শুরু করে সুচ পর্যন্ত বিকোচ্ছে। দরদামও চলছে দেদার! আমাদের লক্ষ্য বোরোলি মাছ। ৭০০ টাকা থেকে অনেক কষ্টে ৬০০ টাকায় রফা হল। সঙ্গে স্থানীয় নদীর বোয়াল। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘরবাড়ি কমতে লাগল। চারদিকে চাষের খেত আর দূরে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। একটা ছোট সাঁকো পেরিয়ে আমরা বক্সা টাইগার রিজার্ভের সাউথ রায়ডাক জঙ্গলের বাফার জোনে প্রবেশ করলাম। রাস্তার ধারে এক জলাশয়ের ধারে গুটিকতক হরিণের দল আমাদের স্বাগত জানাল। জঙ্গল ক্রমেই গভীর হতে শুরু করল। রাস্তার মধ্যে বনমুরগি, ময়ূর আর হরিণের উপস্থিতি আমাদের উৎসাহিত করল। জঙ্গলের মধ্যে কিছু জায়গায় রাভা সম্প্রদায়ের লোকের বসতি চোখে পড়ল। সবার মুখেই এক অনাবিল হাসি। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা হাজির হলাম শতবর্ষেরও বেশি পুরনো সাউথ রায়ডাক বনবাংলোয়।

গাড়ি থেকে নামতেই আবার একপ্রস্থ চমক। ছ'টি জংলি হাতির একটা দল আমাদের অবহেলা করে বনের গভীরে চলে গেল। এরই মধ্যে কেয়ারটেকার হন্তদন্ত হয়ে এসে জানাল তাদের কাছে আমাদের আসার কোনও খবর নেই। ভি আই পি ফরেস্ট বাংলো, অতিকষ্টে দু'দিনের বুকিং করে আসা। আমাদের মাথায় হাত। যাই হোক, বাংলোর পারমিটের দৌলতে আমরা বনবাংলোয় প্রবেশের অনুমতি পেলাম। দোতলা বাংলো, নীচে সুসজ্জিত খাওয়ার ঘর, ঘরের ভিতর ফ্রিজ, ফায়ার প্লেস, বিরাট ডাইনিং টেবিল, দেওয়ালে নানান ডি এফ ও-দের তোলা বন্যজন্তুদের ছবি। ওপরে দু'টি ঘর বাথরুম সংলগ্ন। সঙ্গে প্রশস্ত লম্বা বারান্দা। যতদূর চোখ যায় প্রকৃতির দেওয়া সবুজের প্রলেপ। সামনেই একটি কুলগাছে সদ্য-ধরা কুল খেতে হাজির একঝাঁক ময়না।

স্নান-খাওয়া সেরে গাড়িতে চড়ে বসলাম জঙ্গলের কোর এরিয়ায় যাওয়ার জন্য। সঙ্গে ফরেস্টের একজন বন্দুকধারী গার্ড। মাথার ওপর গনগনে রোদ অল্প সময়ের মধ্যে উধাও। চারদিকে সোঁদা গন্ধ, আবছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। সামনে দেখি দু'টি ময়ূর-ময়ূরী প্রেমে মত্ত। এক গা-ছমছমে পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলেছি। চারদিকে হরিণ, বনমুরগি অবাধে বিচরণ করছে। তারই মধ্যে রাভা বস্তি, মানুষ ও জন্তুর সহাবস্থান।

এরই মধ্যে আমরা এক বিলের ধারে এসে উপস্থিত হলাম। অসংখ্য পরিযায়ী পাখির কোলাহল। এখানে রয়েছে একটি ভাঙা নজর-মিনার, পাশেই একটি নতুন নজর-মিনার খুব শীঘ্রই চালু হওয়ার কথা। দূরে ভুটান পাহাড়, চারদিকে ঘন জঙ্গল— এক মায়াবী পরিবেশের মধ্যে আমরা ক'টি প্রাণী। বিলের জলে হঠাৎ পাখিদের ঝগড়া, দেখলাম এক বড় সাপ ধরে খাওয়ার ব্যস্ততা। ফরেস্ট গার্ড হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, 'আপনারা গাড়িতে উঠে পড়ুন।' চারদিকে আতপ চালের গন্ধ। দেখি একটা ছিপছিপে লেপার্ড ধীর পায়ে জলের দিকে আসছে। আমরা বাক্যহারা হয়ে সামনের দিকে দেখছি। অপরদিকে লেপার্ড বাবাজি আমাদের দেখে থতমত, মুহূর্তে জঙ্গলের গভীরে একলাফে অদৃশ্য। চারদিকে অন্ধকার নেমে গিয়েছে। বাধ্য হয়ে আমরা বাংলোয় ফিরে এলাম। রাত আটটায় নৈশভোজ সেরে বারান্দায় বসে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করছি। এক অপার্থিব সৌন্দর্য যেন আমাদের গিলে খেতে আসছে। মাথার ওপর সারি সারি তারা, দূরে ভুটান পাহাড়ের আবছা ছায়া, সামনে ঘন জঙ্গল, তারই মধ্যে চারপাশে জ্বলন্ত চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা বাক্যহারা। হেডলাইটের আলোয় দেখলাম প্রচুর হরিণ আমাদের বাংলোর পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথের ক্লান্তি দূর করতে আমরা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়েও নিস্তার নেই। এক ভয়ানক আর্ত-চিৎকারে আমরা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দেখি হরিণের দল চারদিকে দৌড়চ্ছে। অল্পসংখ্যক জংলি শুয়োর বাংলোর চত্বর দিয়ে চলে গেল। তারপরই এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ল।

পরদিন খুব সকালে উঠে আমরা হাঁটতে বেরোলাম। এক অপার্থিব সৌন্দর্য চারদিকে, সমস্ত জায়গাটা নাম-না-জানা পাখির কলতানে মুখর। পায়ে চলা পথ ধরে কিছুটা যেতেই দেখি রাস্তা আড়াআড়িভাবে পেরোচ্ছে এক মাঝারি ময়াল। বাংলোয় ফিরে জানলাম গতরাতে রাভা বস্তিতে এক লেপার্ড এসে একটি শূকরছানা তুলে নিয়ে গিয়েছে। আমরা তার পায়ের ছাপ দেখলাম। গতরাতের আর্ত-চিৎকারের কারণ জানা গেল। স্নান-খাওয়া সেরে গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য 'তিন নম্বর কম্পার্টমেন্ট'— কোর এলাকা। গার্ড আমাদের বোঝালেন, কোনও কথা বলবেন না, গাড়ি থেকে নামবেন না আর অযথা উত্তেজিত হবেন না।

এসবের মাঝে আমরা এক আধা-অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। অনেক পরে দেখলাম একদল হাতি সঙ্গে দু'টি বাচ্চা নিয়ে গাছের কচিপাতা খাচ্ছে আর গায়ে ধুলো মাখছে। খানকয়েক শেয়াল অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার ওপর হঠাৎই ডানার আওয়াজ, একদল হর্নবিল জলার ধারে গাছের ওপর এসে বসল। কখন যে তিন ঘণ্টা কেটে গেল, বুঝতেই পারলাম না। চমক আরও ছিল। ভেজা-স্যাঁতসেঁতে আধো-অন্ধকার জলার ধারে দু'টি প্যাঙ্গোলিনের আবির্ভাব। এত সামনে থেকে প্যাঙ্গোলিনের দর্শন কোনওদিন ভুলতে পারব না। সন্ধে হয়ে আসছে, এবার আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

স্নেহাংশু বিশ্বাস
হাতিয়াড়া রোড, তৃতীয় তল
বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৯

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320 **E-mail:** info@swarnakshar.in

ধনেশ পাখি

আঠাশ বস্তি

বক্সা অরণ্যে

ধনেশ পাখির খোঁজে বক্সা অরণ্যে

লেখা ও ছবি: শুভময় চংদার

পানিঝোরা থেকে ডিমা নদীর পারে, সেখান থেকে বক্সা দুর্গে গিয়ে অবশেষে খোঁজ মেলে ধনেশপাখির। চারদিকে ঝিমঝিম করে গাঢ় সবুজ ডুয়ার্সের বন।

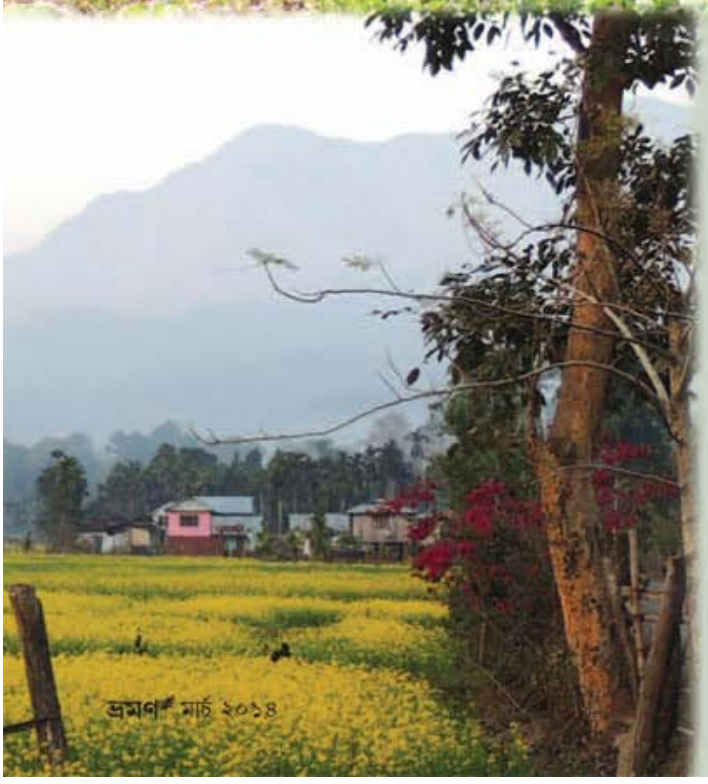

আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে সবুজ অরণ্যের বুক চিরে কালো পিচের যে রাস্তা চলে যাচ্ছে সেই রাস্তা ধরে এগোলে রাজাভাতখাওয়া ঢোকার একটু আগেই রাস্তার ডানদিকে পানিঝোরা। প্রকৃতিকে কাছ থেকে দেখব বলে পড়ন্ত বিকেলে পানিঝোরায় দাঁড়িয়ে আছি। জঙ্গলের একটা নিজস্ব ধ্বনি আছে। সেই ধ্বনিতে মিশে আছে ঘণ্টাপোকার আওয়াজ, নদীর কুলকুল শব্দ, হরেকরকম পাখির কিচিরমিচির। একটু দূরেই নদীর পাড়ে ধবধবে সাদা বকের সন্ধানী চোখ খুঁজে চলেছে মাছ। এসব দেখতে দেখতে কখন যে নদীর পাড় দিয়ে জঙ্গলের ভিতর চলে এসেছি খেয়ালই নেই। বেশ কিছুক্ষণ নদীর পাড়ে কাটিয়ে ফেরার পথ ধরতেই পতপত শব্দে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি একজোড়া ধনেশ উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। পড়ন্ত বিকেলে প্রকাণ্ড ডানার ঝাপটায় রাজসিক চেহারা দেখে সত্যিই মনে হল যেন রাজপরিবার উড়ে যাচ্ছে। স্তব্ধ আমি, ক্যামেরা খোলার সুযোগও পেলাম না। কয়েক মুহূর্ত পর মনে হল, ওরা রাজভাতখাওয়ার ডিমা নদীর দিকে গিয়েছে।

ভাবতে ইচ্ছে হল, ডিমা নদীর পারে নিশ্চয়ই ওদের আবার দেখা পাব। তাই পরবর্তী গন্তব্য ডিমা নদী।

ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল সাড়ে চারটে। জঙ্গলের ভিতর সন্ধ্যা হলেও শরতের বিকেলে তখনও আকাশে ঝকঝকে সূর্য। পানিঝোরা থেকে বেরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আবার চলা শুরু। একটু এগিয়ে রাজাভাতখাওয়া ফরেস্ট অফিসের পাশ দিয়ে যে রাস্তা চলে গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে যেতে যেতে চোখ জুড়িয়ে যাওয়া ছোট্ট রেলস্টেশন রাজাভাতখাওয়া। বড় বড় গাছ থেকে ভেসে আসছে হরেকরকম পাখির ডাক। মনে হয়, স্টেশনের ছোট্ট বেঞ্চে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে আস্ত একটা পুজোর ছুটি। ইচ্ছেও করছিল খুব, কিন্তু ধনেশের চিন্তা সে-ভাবনাকে একটুও প্রশ্রয় দিচ্ছে না দেখে রাজাভাতখাওয়া রেল ক্রসিং পেরিয়ে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম ডিমা নদীর দিকে। রাস্তার দু'পাশে বিশাল উঁচু উঁচু গাছের সারি, মাঝে মাঝে ফরেস্ট বাংলো যেন ছবির মতো সাজানো। মাথা আর চোখ এতই ব্যস্ত, সে-সময় খেয়ালই করিনি ডান পায়ের দু'আঙুলের মাঝে জোঁক ধরেছে। যখন জানতে পারলাম ততক্ষণে জোঁক আমার রক্ত খেয়ে পায়ের আঙুলের সমান হয়ে গিয়েছে। আর একটা রেল ক্রসিং পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ডিমা নদীর পারে।

সুদৃশ্য সেতুর ওপর দাঁড়ালেই দেখা যায় ভুটান পাহাড়। একপাশে জঙ্গল আর একপাশে আটিয়াবাড়ি চা-বাগানকে রেখে মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ডিমা নদী। শরৎকালে এ নদীতে জল থাকে না বেশি। কিন্তু বর্ষায় এই ডিমা হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। নদীর ধারের জঙ্গলে যতটুকু ঢোকা যায় বা দেখা যায়, সবটুকু খুঁজেও ধনেশের দেখা পাওয়া গেল না। ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে একঝাঁক টিয়া পাখি উড়ে গেল পাশের আটিয়াবাড়ি চা-বাগানের দিকে। ওপারের বড় গাছগুলোর কোটরেই

শিবমন্দিরের কাছে চিতা বাঘ দেখার টাওয়ারটা পেরোতেই সামনে একঝাঁক হরিণ। ছুটে জঙ্গলের ভিতর চলে গেল। বোধহয় অনেকক্ষণ রাস্তায় কোনও গাড়ি আসেনি। হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ওরা ছুট লাগিয়েছে। রাস্তার দু'পাশে ছোট্ট ছোট্ট বানর সপরিবারে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। একটু কান পাতলেই শোনা যায় ময়ূরের কর্কশ আওয়াজ।

ওদের বাসা। চা-বাগানের বড় গাছগুলোয় মৌমাছিরও বাসা। বিশাল বিশাল মৌচাক কোনওটা মধু ও মৌমাছি-সহ, কোনওটা একেবারেই ফাঁকা। ধনেশ না পাওয়ার যন্ত্রণার ক্ষতে এরা প্রায় অনেকটাই প্রলেপ দিয়েছিল। খেয়ালই করিনি কখন যে সন্ধে নেমে এসেছে। এটাও খেয়াল ছিল না যে সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। দূর পাহাড়ের সুস্পষ্ট অবস্থান চাঁদের আলোয় যেন মায়াবী হয়ে উঠেছে। জঙ্গলে সন্ধে নামার গন্ধ, ঝিঁঝি-র ডাকের তীব্রতা, নদীর জলে চাঁদের প্রতিচ্ছবি— এক মুহূর্তে পৃথিবী থেকে আমাকে কোথায় যেন নিয়ে গেল। একেই বোধহয় স্বর্গীয় সুখ বলে। এসব রাস্তায় বন্য প্রাণীর আনাগোনা, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ি ফেরালাম আলিপুরদুয়ার জংশনের দিকে। ঘন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে চলছে চাঁদের আলোর লুকোচুরি। রাতের পাখিরা তীব্র চিৎকারে জানান দিচ্ছে তাদের উপস্থিতি। সবমিলিয়ে এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ, বেশ একটা ভালো লাগা। ফিরতি পথে যেই না পানিঝোরার কাছে পৌঁছনো, সব ভালো লাগা সত্ত্বেও মাথায় এল আবার সেই ধনেশ। মনে পড়ে গেল জয়ন্তীর গাইড গোপালদার কথা। পুখরি পাহাড় যাওয়ার সময় যার কাছে শুনেছিলাম ডিম পাড়া থেকে বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত পুরুষ ধনেশ মুখে মাটি বয়ে নিয়ে এসে স্ত্রী ধনেশটিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দেয় তাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। এটাও মনে পড়ল, বক্সা ফোর্টে বটগাছের ফল খেতে প্রায়শই ধনেশ আসে এবং দেখাও যায়। এসব ভাবতে ভাবতে দেখি আলিপুরদুয়ার পৌঁছে গিয়েছি। ক্যামেরায় চার্জ দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম কারণ পরবর্তী গন্তব্য বক্সা ফোর্ট। কাল নিশ্চয়ই ধনেশ পাখির দেখা পাব।

পরদিন সকাল দশটায় বেরিয়ে পড়লাম বক্সা ফোর্টের উদ্দেশে। রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টে প্রয়োজনীয় অনুমতি করিয়ে রওনা হলাম গন্তব্যের দিকে। এই রাস্তায় জঙ্গলের গভীরতা আরও বেড়ে যায়। শিবমন্দিরের কাছে চিতা বাঘ দেখার টাওয়ারটা পেরোতেই সামনে একঝাঁক হরিণ। ছুটে জঙ্গলের ভিতর চলে গেল। বোধহয় অনেকক্ষণ রাস্তায় কোনও গাড়ি আসেনি। হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ওরা ছুট লাগিয়েছে। রাস্তার দু'পাশে ছোট্ট ছোট্ট বানর সপরিবারে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। একটু কান পাতলেই শোনা যায় ময়ূরের কর্কশ আওয়াজ। রাস্তার একদিক থেকে যখন অন্যদিকে উড়ে যায় তখন বোঝা যায় কেন সে আমাদের জাতীয় পাখি। এসব দেখতে দেখতে সোজা এগিয়ে চলেছি।

ডানদিকে জয়ন্তীর রাস্তা ছেড়ে একটু এগিয়ে গেলেই ছোট্ট গ্রাম ২৮ বস্তি। এখানে হলুদ-সবুজ খেত আর পাহাড়ের গায়ে মেঘেদের আনাগোনা দেখতে দেখতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। সুরক্ষা বাহিনীর ক্যাম্প ছাড়িয়ে একটু এগোলেই শুরু হয় চড়াই, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা ধরে একটু এগিয়েই সাম্বালাবাড়ি পৌঁছলাম। ঘড়িতে তখন সকাল ১০টা ৪০ মিনিট।

লোকাল গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর থেকে গাইড নিয়ে পাহাড়ে চড়া শুরু করলাম।

গাইড পেলাম মদন লামাকে। বছরের এই কয়েকটা মাস বাদ দিয়ে মদন রাজমিস্ত্রির কাজ করতে নেপাল চলে যায়। ট্যুরিস্ট এলে পার্টটাইম গাইডের কাজে কয়েকদিন রুজিরোজগার হয়। কাঁধে ক্যামেরা, হাতে লাঠি আর পকেটে ছোট্ট একটা জলের বোতল নিয়ে শুরু করলাম ধনেশের খোঁজ। প্রায় ২,৬০০ ফুট উচ্চতায় এই বক্সা ফোর্ট।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

শিয়ালদা থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার সবচেয়ে ভালো ট্রেন ১৩১৪৯ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে রাত ৮টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে আলিপুরদুয়ার পৌঁছয় পরদিন বেলা ১২টা ১০ মিনিটে। এছাড়া হাওড়া থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার অন্যান্য ট্রেনগুলি হল ১৫৬১১ কর্মভূমি এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি), এবং ১৫৯০১ ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস (বুধ)। দমনপুর— রাজাভাতখাওয়া হয়ে জয়ন্তীকে ডানদিকে ফেলে সান্তালবাড়ি যাওয়ার পথে ২৮ মাইল। এপথে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে যাওয়াই সুবিধাজনক।

কোথায় থাকবেন

২৮ মাইলে থাকার জন্য রয়েছে একটিই হোম স্টে। ৪টি ঘর আছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ১,২০০ টাকা। খাওয়াদাওয়া ৩৫০ টাকা জনপ্রতি। যোগাযোগ: দুর্গা অধিকারী ☎০৩৬৪২-০৩১৯৬, বসন অধিকারী ☎৮৩৪৮৯-১৫৭৪২।

রাজাভাতখাওয়াতে থাকার জন্য রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের বাংলো **বক্সা জঙ্গল লজ**। এখানে নন-এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,১০০-১,৫০০ টাকা। নন-এ সি চারশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬০০-৩,০০০ টাকা। এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা। ছয়শয্যার ডর্মিটরির ভাড়া ১,৪০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: www.wbfdc.com

মনে রাখবেন

বক্সা টাইগার রিজার্ভে ঢোকার জন্য রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট থেকে অনুমতি নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি গাড়ির জন্য এন্ট্রি ফি ২৫০ টাকা এবং ট্যুরিস্টদের জন্য ৬০ টাকা মাথাপিছু দিতে হবে। জঙ্গলে থাকতে পারবেন সকাল ছ'টা থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত।

ইতিহাস ঘাঁটলে বোঝা যায় এই বক্সা ফোর্টের ভয়াবহতা। আন্দামানের সঙ্গে একলপ্তে উচ্চারিত হওয়া একটা নাম। বিপ্লবীদের পায়ের ধুলো এখানে মিশে আছে।

জঙ্গল ময়না আর ওরিওলের ডাক শুনতে শুনতে কখন যে জিরো পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছি খেয়ালই নেই। তবে রাস্তা অত সহজও নয়। সান্থালাবাড়ি থেকে বক্সা ফোর্টের দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার, খাড়া উঁচু পাহাড়টায় প্রায় আড়াই কিলোমিটার পৌঁছলে তবেই জিরো পয়েন্ট। শুনেছি আগে ওইখানে গাড়িতেই যাওয়া যেত। এখন হেঁটেই যেতে হয়। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটা বসার জায়গা আছে, সেটা দেখেই ক্লান্তিতে পা টেনে ধরল। নীচে কখনও জমাট মেঘ পাহাড়ের কোলে থমকে দাঁড়িয়ে, কখনও-বা তাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে এঁকেবেঁকে যাওয়া পাহাড়ি নদী। অপরূপ সে দৃশ্য। মিনিট কয়েক পর আবার চলা শুরু। পাহাড়ের গা ঘেঁষে সরু রাস্তা দিয়ে সাবধানে যেতে হয় কিছু জায়গা। এমনই একসময় হঠাৎ দেখি লাল রঙের হুটোপুটি। একঝাঁক মিনিভেট পাখি উড়ে গেল এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে। ঝরনার জল নদী হয়ে নেমে আসছে নীচে। পাথরে বসে আনমনে শিস দিয়ে চলেছে ব্লু হুইসলিং থ্রাস। দেখতে দেখতে পৌঁছে গিয়েছি সদর বাজার। বাঁদিকে ছোট্ট একটা দোকানে চা খেতে খেতে দেখা হল ছোট্ট বারবেটদের সঙ্গে। এই সদর বাজারে কয়েকটি থাকার জায়গা ও খাবার দোকান আছে। যেতে যেতে কানে ভেসে এল গিটার হাতে একাকী যুবকের গান। একটু এগিয়েই ছোট্ট একটি ব্রিজ পেরিয়েই দেখতে পেলাম প্রশস্ত সমভূমি আর তার ওপারেই বিপ্লবীদের আটকে রাখার জায়গা— বক্সা ফোর্ট।

সিঁড়িতে ওঠার মুখেই দেখতে পাওয়া যায় রবি ঠাকুরের সঙ্গে বিপ্লবীদের চিঠির আদান-প্রদানের নমুনা। সিঁড়ি ভেঙে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি স্মৃতিস্তম্ভের সামনে, চোখে ভেসে আসছে ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের লড়াই। এমন সময় মদন লামার ডাক— 'সাব, ও দেখো বড়া পঙ্খি'। বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমার চোখের সামনে একটা ধনেশ বসে গাছের ফল খাচ্ছে, উত্তেজনায় হাত কাঁপছে। ক্যামেরা বের করে দুটো ক্লিক করে আরও ভালো ছবি পাওয়ার আশায় যেই না এগিয়েছি, তখনই আমার এবং আরও কিছু মানুষের আওয়াজে পতপত শব্দে উড়তে শুরু করল ধনেশ। আমাকে হতচকিত করে দিয়ে দেখলাম আরও একটি ধনেশ উড়ে চলে গেল নদী পেরিয়ে পাশের জঙ্গলে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০

আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা
ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি
চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়
জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়
অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:
for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান

লেখা ও ছবি: বসন্ত সিংহ রায়

শেষ পর্ব

২০১০-এর ১৭ মে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণের পরের বছরই বসন্ত সিংহ রায় পৌঁছে যান কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে। ২০১১-এর ২০ মে। এই দুঃসাহসী হিমালয়-অভিযাত্রীর কলমে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গাভিযানের ধারাবাহিক ধারাবিবরণী।

কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে লেখক

কাঞ্চনজঙ্ঘা শীর্ষের দিকে যাত্রা

২০ মে, ২০১১

আমার অজান্তেই ইয়ালুং হিমবাহের ওপরের আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছায়া কখন ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বুঝতে পারিনি। অনেকে যেমন ওপরে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে, তেমনি কয়েকজন পিছনেও আসছে। দড়ি আর লাগানো নেই। তবে পুরনো দড়ি আছে। সেই দড়ি ধরেই আরোহণ করছি। যদিও পুরো ভরসা করছি না। কারণ পুরনো দড়ি খোলা জায়গায় পড়ে রয়েছে। কত বছর আগের জানা নেই, তবুও আমাদের উপায় নেই। হঠাৎ দেখি, আমার আগে দেবাশিস একটা জায়গায় আটকে গিয়েছে। ওখানে দুটো দড়ি লাগানো আছে। দেবাশিস একটা দড়ি ধরে আরোহণ করছে। কিন্তু খেয়াল না করার জন্য দ্বিতীয় দড়িটা ওর পিঠের রুকস্যাকে আটকে গিয়েছে। ও এগোতেও পারছে না পিছোতেও পারছে না। ওকে গিয়ে যে সাহায্য করব তাও সম্ভব হচ্ছে না। কারণ জায়গাটা বিপজ্জনক। ওখান থেকে পড়লে আর রক্ষা নেই।

ওকে নির্দেশ দিচ্ছি, ও চেষ্টা করছে একটু পিছিয়ে এসে দড়িটাকে সরিয়ে দিতে। বেশ সময় নিচ্ছে। এই সময় নীচ থেকে অন্য আরোহী চলে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন অল্পবয়সি আরোহী পিছন থেকে তাড়া দিচ্ছে। বলছে, যদি না পার তবে রাস্তা ছাড়, অনেকে পিছনে চলে আসছে। ওকে বলি একটু অপেক্ষা করতে, কিন্তু ওর তর সইছে না। ও আমার পাশ কাটিয়ে দড়ির সাহায্য ছাড়াই একটু নীচে দিয়ে ওই জায়গাটা পার হওয়ার চেষ্টা করে। আর সফলও হয়। কিন্তু এমন ঝুঁকি নিয়ে ও ওই জায়গাটা পার হয়ে যায় দেখে আমারই ভয় করে।

সৌভাগ্যক্রমে দেবাশিস দড়িমুক্ত হয়। আমরা আবার আরোহণ শুরু করি। অবাক হয়ে দেখি, সেই অল্পবয়সি আরোহী কিছুদূর উঠে এক জায়গায় অনেক সময় নিচ্ছে। তখন আমার ওকে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা হয়। মনে হল বলি, হিমালয়ে অভিযান করতে এলে ধৈর্য ধরতে হয়। তা না থাকলে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তার বদলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় 'তাড়াতাড়ি ওঠো', ও ফিরে তাকায়। জানি না আমি যা বলতে চাইলাম তা ও বুঝতে পারল কিনা! তবে অতীতে এইরকম ঘটনা শুনেছি। মৃত্যুপথযাত্রী আরোহীকে ফেলে অন্য আরোহীরা এগিয়ে গিয়েছে শীর্ষ আরোহণ করতে। একবারও তাকে সাহায্য করার কথা মনে হয়নি কারও। আবার এর বিপরীত ঘটনার কথাও শুনেছি। যদিও এর পক্ষে-বিপক্ষে মত আছে।

সামনে আর কোনও কঠিন আরোহণ নেই। আর প্রায় ৫০০ ফুটের মতো বাকি শীর্ষ আরোহণের। আগের সব আরোহীকেই দেখা যাচ্ছে। আমাদের চলার গতি অনেক কমে এসেছে। অক্সিজেন ব্যবহারের পরিমাণ প্রতি মিনিটে বাড়িয়ে নিয়েছি। অনেকে শীর্ষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। পাথর আর বরফ মিশ্রিত ৪০°-৫০° ঢাল ধরে আরোহণ করছি। এখানে দেখি কিছু কিছু জায়গায় একদম কালো পাথর। আগে কখনও এত উঁচুতে কালো পাথর দেখিনি। স্মারক হিসাবে একটুকরো পাথর স্যাকে ভরে নিই। দড়ি লাগানো আছে, তবে তা এত পুরনো যে কোনও কোনও জায়গায় শুধু ভেতরের আঁশগুলো আছে, খোলটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারই সাহায্য নেওয়া আলতো ভাবে।

কাব্রু শৃঙ্গরাজির ওপর এ এক বিশাল সমতল জায়গা। কাব্রুর অনেকগুলো শৃঙ্গের মধ্যে কোনটার নাম কী, তা আলাদা করে বোঝার উপায় নেই। তবে তালুংকে স্পষ্ট চিনতে পারা যাচ্ছে। সব শৃঙ্গই নীচে। জানু, ইয়ালুংকাং অনেক কাছে। ইয়ালুংকাং শৃঙ্গকে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। আর দূরে পশ্চিম দিকে সাদা বরফের তিনটি শৃঙ্গ পরপর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যথাক্রমে পৃথিবীর পঞ্চম, চতুর্থ আর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। কাঞ্চনজঙ্ঘার চারদিকের হিমবাহগুলোও এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ আগেই সকাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কটা বাজে বুঝতে পারছি না। ঘড়ি দেখতে হলে অনেক কসরত করতে হবে। আকাশ মেঘমুক্ত। প্রচুর ছবি তুলছি। শীর্ষ আরোহণ শুধু সময়ের অপেক্ষা। একটা 'চিমনি'র সামনে এসে পৌঁছলাম। চিমনির মতো পাথরের ফাটল। পাথরের দেওয়ালে যদি ফাটলের প্রস্থ বেশি হয়, তবে তাকে শৈলারোহণের ভাষায় 'চিমনি' বলে। ওই ফাটল দিয়ে নামতে হবে প্রায় ১৫ ফুট। এই উচ্চতায় ওই ফাটল ধরে দড়ির সাহায্যে নামা বেশ ঝামেলার ব্যাপার। আমার আগে একজন নামছে, আমি অপেক্ষায় আছি। ওদিকে দেখি মিংমা শীর্ষ আরোহণ করে ফিরছে। ওকে এবার এই ফাটল ধরে উঠে আসতে হবে, তাই অপেক্ষা করছে। মিংমাকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাই।

এদিকে ফাটল ধরে নামতে গিয়ে আটকে গেলাম। পিঠের রুকস্যাক আটকে গিয়েছে পাথরের দেওয়ালে। বেশ কসরত করে নেমে আসি আর মিংমাকে পাশ কাটিয়ে আবার উঠতে থাকি। আর অল্প পথই বাকি। কিন্তু ঠিক কোনটা শীর্ষ তা বুঝতে পারছি না। এরপরে দুটো পাথরের ফাঁক দিয়ে শুয়ে পড়ে অতিক্রম করতে হয়। ততক্ষণে দেবাশিস আর পেম্বা ওপরে পৌঁছে গিয়েছে। এবার আমিও ৭-৮ ফুট নরম বরফের ঢাল দিয়ে উঠে আসি শীর্ষে।

কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে এখন আমি। একটা চাপা আনন্দ আমায় বাকরুদ্ধ করেছে। শারীরিক কষ্টও কিছু আছে, টের পাচ্ছি তাও। সেই বিকাল পাঁচটায় আরোহণ শুরু করেছি। এরমধ্যে এক ফোঁটা জল মুখে দিইনি। একমুহূর্ত বসে জিরিয়ে নিইনি!

শুরু করলাম ছবি তোলা। দেবাশিস মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলছে। পাসাং এখনও এসে পৌঁছয়নি। কাব্রু শৃঙ্গরাজির ওপর এ এক বিশাল সমতল জায়গা। কাব্রুর অনেকগুলো শৃঙ্গের মধ্যে কোনটার নাম কী, তা আলাদা করে বোঝার উপায় নেই। তবে তালুংকে স্পষ্ট চিনতে পারা যাচ্ছে। সব শৃঙ্গই নীচে। জানু, ইয়ালুংকাং অনেক কাছে। ইয়ালুংকাং শৃঙ্গকে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। আর দূরে পশ্চিম দিকে সাদা বরফের তিনটি শৃঙ্গ পরপর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যথাক্রমে পৃথিবীর পঞ্চম, চতুর্থ আর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। কাঞ্চনজঙ্ঘার চারদিকের হিমবাহগুলোও এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

গতবছর যখন এভারেস্টের মাথায় ছিলাম তখন কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এত ভালো দেখা যায়নি। এখান থেকে কিন্তু এভারেস্টকে বেশ দেখা যাচ্ছে। তবে, আর কোনও শৃঙ্গকে আলাদাভাবে চিনতে পারছি না। এবার পুজো দেওয়ার পালা। রুকস্যাক থেকে একে একে বের করলাম পতাকাগুলো। জাতীয় পতাকা, সংস্থার পতাকা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পতাকা, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পতাকা আর রামেশ্বরপুর ইউনিয়ন আদর্শ বিদ্যালয়ের পতাকা। এগুলো দুহাত দিয়ে ধরে ছবি তোলা হল। একটুও হাওয়া নেই, তাই পতাকাগুলো উড়ছে না। পেম্বা বের করল নেপালের জাতীয় পতাকা। পেম্বা নেপালেরও নাগরিক। ও আর

তাসি ছবি তুলল। একে একে আরও অনেক আরোহী আর শেরপা এসে পৌঁছচ্ছে, ছবি তুলছে আর ফিরেও যাচ্ছে। ওই আমেরিকান মহিলাও এসে পৌঁছলেন। সকলের মুখে খুশির ভাব। কাজু বাদাম, চকোলেট এইসব দিয়ে ভগবানের উদ্দেশে পুজো দিলাম। ছবি তোলাও চলছে সমানে। আর হয়তো কখনও এখানে আসার সৌভাগ্য হবে না, তাই ৩৬০°-র ছবি তুলতে শুরু করলাম। বুঝতে পারিনি এর মধ্যে কখন এক ঘণ্টা কেটে গিয়েছে! সাড়ে সাতটায় এখানে পৌঁছেছি, আর এখন সাড়ে আটটা।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর এসে পৌঁছল পাসাং। আবার সকলে একসঙ্গে ছবি তোলা হল। পেম্বা বলল, ওদের তিন ভাইয়ের একসঙ্গে ছবি তুলে দিতে। সত্যিই তো, খেয়ালই করিনি যে, তিন ভাই একসঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। বিরল ঘটনা। ওরা খুব খুশি। যে-কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ওরা রোজ ওদের ঘুম-এর বাড়ি থেকে দেখতে পায়, হয়তো প্রণামও করে, আজ ওরা তার শীর্ষে।

এবার নামার পালা। অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত। প্রায় সবাই আরোহণ করে ফিরে গিয়েছে। যে পথে এসেছি সেই পথ দিয়েই নামতে হবে। একে শরীরের জোর অনেক কমে গিয়েছে তার ওপর নামার সময় কোথায় পা রাখছি, তা দেখতে পাব না মুখে অক্সিজেন মাস্ক পরে আছি বলে। সামান্য ভুল হলে আর ফিরতে পারব না। নামার পথের প্রথম দিকটাই বিশেষ করে বিপদের। যে-দড়ি লাগানো আছে তাতে ভরসা করে নামা মৃত্যুর সামিল। তাহলে উপায়? পেম্বাকে বললাম, আমাদের কাছে ৫০ মিটারের যে দড়ি আছে, তা বের করো। আমরা ওই দড়ি একে অপরের সঙ্গে বেঁধে নিই যাতে যখন একজন নামবে বিশেষ করে কঠিন জায়গাগুলোতে, তখন ওপর থেকে অন্যজন তাকে ওই দড়ি ধরে নামতে সাহায্য করবে। এটাকে রিলে পদ্ধতিতে নামা বলে। পেম্বা ওই দড়িটাকে দু-টুকরো করে ফেলল। তারপর এক দড়িতে আমি আর তাসি। আর এক দড়িতে দেবাশিস আর পাসাং। ৯টা ১৫ মিনিটে আমরা একে একে নামতে শুরু করলাম। জানি, এরমধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের আরোহণের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। আমরা শীর্ষ আরোহণের পরই পেম্বা ওয়াকি-টকির মাধ্যমে মূল শিবিরে লীলাকে আমাদের পৌঁছনোর খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। সকলেই প্রার্থনা করছে আমরা যেন নিরাপদে ফিরে আসি।

পেম্বাকে বলেছি আমাদের যত সময় লাগে লাগুক, তবুও আমরা খুব সাবধানে নামব। আবহাওয়া ভালো, তাড়াহুড়োর দরকার নেই।

প্রথমেই আটকালাম সেই চিমনিতে। যদিও তাসি ওপর থেকে দড়ি ধরে আমাকে সাহায্য করছে, তবুও ওই অল্প পথ অতিক্রম করতেই বেশ কাহিল হয়ে পড়লাম। পা আর চলছে না। বেশ খানিকটা নেমে দেখি, দেবাশিস আর পাসাং এক বড় পাথরের নীচে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম কী ব্যাপার? কিছু একটা বলল, কিন্তু বুঝতে পারলাম না। এরমধ্যে পেম্বা হাজির, ও পিছনে আসছিল। পেম্বাও দেবাশিসকে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে? তখন দেখি, ওর খুব কষ্ট হচ্ছে, আর বলছে, অক্সিজেন ফুরিয়ে গিয়েছে। আমার সামনে ওকে বসিয়ে আমার অক্সিজেন মাস্ক ওর মুখে পরিয়ে দিই। ও স্বাভাবিক হয়

তেষ্টা পেয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু জল নেই এক ফোঁটা। আমার ধারণা ছিল পাসাং বা পেম্বার কাছে জল আছে। কিন্তু ওরা যে এর মধ্যেই ওদের ফ্লাস্কের জল শেষ করে ফেলেছে, তা বুঝতে পারিনি। দেবাশিসেরও একই অবস্থা। গতকাল বিকেল ৫টার আগে জল খেয়েছিলাম, আর এখন প্রায় বিকেল। শুরু করি বরফ মুখে দেওয়া। সামান্য জল পাই। জানি এর ফলে গলা খারাপ হবে, তাও কিছু করতে পারি না।

মুহূর্তের মধ্যে। ওই উচ্চতায় অক্সিজেন ছাড়া আমাদের মত আরোহীদের বাঁচা খুব মুশকিল। অবশ্য অল্প সময় অক্সিজেন ছাড়া থাকা যায়। আর তার সঙ্গে একটা মানসিক ব্যাপারও কাজ করে। অক্সিজেন মাস্ক খুলে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু যদি দেখতাম আর অক্সিজেন নেই তাহলে আমারও দেবাশিসের মতো অবস্থা হতে পারত। পেম্বা এরপর অতিরিক্ত অক্সিজেন দিয়ে দেয় দেবাশিসকে।

আবার আমরা নামতে শুরু করি। একসময় বিপদের জায়গা পেরিয়ে আসি। এবার শুধুই বরফের ঢাল ধরে নেমে যাওয়া। দড়ি লাগানো আছে, তার মানে আমরা অনেকটা নিশ্চিত। কিন্তু সেখানেও হঠাৎ বিপত্তি! দড়ি ধরে নামার সময় অসাবধানে হাতের গ্লাভসটা পড়ে যায়। ধরার চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। গড়াতে গড়াতে ওটা নীচে নামতে থাকে। দামি গ্লাভস। গতবার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। মাউন্টেন হার্ডওয়ার কোম্পানির তৈরি। একটু পরে দেখি, দেবাশিসেরও ওই একই কোম্পানির একটা গ্লাভস গড়াতে গড়াতে নীচে চলে যাচ্ছে। আমার ডান হাতের গ্লাভস পড়েছে আর ওর পড়ল বাঁ হাতের গ্লাভস। মনে মনে ভাবি, দেবাশিসকে আমার গ্লাভসটা দিয়ে দেব। তার মানে এক জোড়া গ্লাভসের ওপর দিয়ে গেল। দুজনের একই হাতের গ্লাভস পড়লে বেশি ক্ষতি হত।

তেষ্টা পেয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু জল নেই এক ফোঁটা। আমার ধারণা ছিল পাসাং বা পেম্বার কাছে জল আছে। কিন্তু ওরা যে এর মধ্যেই ওদের ফ্লাস্কের জল শেষ করে ফেলেছে, তা বুঝতে পারিনি। দেবাশিসেরও একই অবস্থা। গতকাল বিকেল পাঁচটার আগে জল খেয়েছিলাম, আর এখন প্রায় বিকেল। শুরু করি বরফ মুখে দেওয়া। সামান্য জল পাই। জানি এর ফলে গলা খারাপ হবে, তাও কিছু করতে পারি না।

নামা আমাদের অব্যাহত থাকে কিন্তু গতি অনেক কম। কিছুদূর নামছি আর বসে পড়ছি। এরমধ্যে পেম্বার অক্সিজেন ফুরিয়ে এসেছে। ও বলল, আমি আগে নেমে যাই। চতুর্থ শিবির দেখা যাচ্ছে অনেক আগে থাকতেই। ও এগিয়ে যায়। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে আসে। আমাদের পিছনে আর কেউ নেই। শরীরেও আর কোনও জোর পাচ্ছি না। চেষ্টা করলাম বসে পড়ে হাত-পা ওপরে তুলে পিছলে নামতে। খুব দ্রুত নামতে পারলাম কিছুটা। এইভাবে দুবার নামলাম। তাতেও লাভ হল না। কারণ নামার সময় দিক ঠিক রাখতে পারছিলাম না। আবার আমাকে অনেকটা পথ আড়াআড়ি এসে তবে সঠিক পথ ধরতে হচ্ছিল। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

এর মধ্যে তাসি আর পেম্বা চতুর্থ শিবিরে পৌঁছে গিয়েছে। পাসাং আমাদের সঙ্গে চলছে। ভাবি এই বুঝি পেম্বা বা তাসি চতুর্থ শিবির থেকে জল নিয়ে এল। কিন্তু আসছে না। ওরাও কাহিল। তার ওপর বরফ গলিয়ে জল তৈরি করে আনতে হবে। জল যে জীবন, তা এই মোক্ষম সময়ে এসে হাড়ে হাড়ে মালুম হচ্ছে। কয়েকটা বরফের ফাটল খুব সাবধানে পেরিয়ে এলাম। এরপর দেখি মাথায় টর্চ জ্বালিয়ে কেউ ওপরে আসছে। হয় পেম্বা, নয়তো তাসি। যে-ই হোক, আমাদের জল পাওয়া নিয়ে কথা! দেবাশিস আগে থাকার ফলে আমার আগেই

জীবন ফিরে পায়। এবার আমার পালা। জল পান করে আমিও বাঁচি। তাসি এসেছে জল নিয়ে। আবার নামতে থাকি, কিন্তু সেই একই অবস্থা। খুব কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ি। দেবাশিস পৌঁছে গেল চতুর্থ শিবিরে, আমিও পৌঁছব, তবে একটু বেশি সময় লাগবে।

প্রায় তাঁবুর কাছে চলে এসেছি। রাত তখন সাড়ে আটটা, তার মানে ২৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিট অতিক্রান্ত। পাসাং বলল, বসন্তদা আপনার অক্সিজেন ফুরিয়ে গিয়েছে তাই অত কষ্ট হচ্ছে। নামা বলে চলে এলেন, ওপরে ওঠা হলে পারতেন না। তখন খেয়াল করি। সত্যিই তো, এত কষ্ট, একটু নেমেই দাঁড়িয়ে পড়া, এমন তো আগে কখনও হয়নি! তার মানে সেই সন্ধেবেলাই আমার অক্সিজেন শেষ হয়ে গিয়েছে। পাসাং বুঝলেও আগে বলেনি। বললে হয়তো আমি ভয় পেয়ে যেতাম। এরই নাম অভিজ্ঞতা। দীর্ঘদিন ধরে ওরা এই উচ্চতার শৃঙ্গ অভিযানে অংশ নিচ্ছে। আর কষ্ট নেই। তাঁবুর মধ্যে ঢুকে যাই। দারুণ প্রশান্তি মনে। অনেককিছু ভাবতে থাকি। আর টেনশান নেই। 'কী হবে কী হবে' ভাব নেই। চড়াই ভাঙার কষ্ট নেই, আছে শুধু সফল হওয়ার অনাবিল আনন্দ। এবং কোনও খিদেও নেই। তাসি খাবার দিচ্ছে, কিন্তু ইচ্ছা করছে না খেতে। তবে গরম তরল পানীয় প্রচুর খাচ্ছি।

সকালে আর ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা করছে না। খুব রাগ হচ্ছে এই ভেবে যে অনেক পথ আজ নামতে হবে। আকাশ পরিষ্কার। অনেকেই সকালে ফিরে গিয়েছে সরাসরি মূল শিবিরের পথে। আমরা আজ দ্বিতীয় শিবিরে গিয়ে থাকব। তাই অত তাড়াহুড়ো করছি না। আমাদের এখনও অক্সিজেন আছে। আজ ৬ দিন অক্সিজেন ব্যবহার করছি। নামার সময়ও যতক্ষণ অক্সিজেন থাকবে ব্যবহার করব। সকাল দশটা নাগাদ আমি আর দেবাশিস নামতে শুরু করি। আজও কোনও শক্ত খাবার খেতে ইচ্ছা করছে না। কফি খেয়ে শুরু করি নীচে নামা। নামার গতিও মন্থর। তাড়াতাড়ি গিয়েই বা কী করব! আবহাওয়া ভালো আছে। কিছুদূর আসার পর দেখি ৪-৫ জন বসে আছে। মিংমাকে দেখতে পাই। আর আছে সেই আমেরিকান মহিলা। ওঁর 'স্নো ব্লাইন্ডনেস' হয়েছে। চোখে ভিজে কাপড় দিয়ে রেখেছেন। অসাবধানে বেশ কিছু সময় খালি চোখে ছিলেন শীর্ষ আরোহণের সময়। তাই অতিবেগুনি রশ্মি ওর চোখ খারাপ করে দিয়েছে। এর ফলে ওঁকে দিনচারেক অন্ধ হয়ে থাকতে হবে। চোখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হবে আর অনবরত জল পড়বে। উনি এখন অপেক্ষা করছেন হেলিকপ্টারের জন্য। কিন্তু এই উচ্চতায় হেলিকপ্টার নামবে কী করে! ওঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলে আবার আমরা নামতে শুরু করি।

তৃতীয় শিবিরের প্রায় কাছে চলে এসেছি। আমি দড়ি ধরে তৃতীয় শিবিরে পৌঁছে গিয়েছি। এবার দেবাশিস নামছে। হঠাৎ দেখি দেবাশিস দড়িতে ঝুলছে, নীচে বরফের ফাটল। আবার ভুল করেছে। নামার সময় আমি দুটো দড়ি ওই দেওয়ালে লাগানো আছে দেখেছিলাম। আমি একটা দড়ি ধরে নেমে এসেছিলাম অন্য দড়িটা বরফের সঙ্গে আটকে ছিল। তাই ওই দড়ি ধরে নামার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেবাশিস

প্রচুর রডোডেনড্রন ফুটেছে। মনের আনন্দে ছবি তুলছি। পৌঁছলাম আন্দাফেদি। এখানে খাবার জুটল— ভাত, ডাল আর রাইশাক। কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু। হিমালয়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার আনন্দই আলাদা। পৌঁছে যাই তোরণদিন। তারপর সিম্বুয়াখোলা পার হয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকি। এইসময় আর-এক কাণ্ড! দেবাশিস একটু এগিয়ে গিয়েছে। একটা জায়গায় এসে রাস্তা দুভাগ। কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি না।

অনেকটা নেমে দ্বিতীয় দড়িটা খুঁচিয়ে বের করেছে। তারপর প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ওই দড়িতে ডিসেণ্ডার লাগিয়ে নামতে গিয়েছে। আর তাতেই বিপত্তি। ওই দড়িটা ওপরের দিকে অনেকটা বেশি ছিল। ও বুঝতে পারেনি। যতটা বেশি ছিল, ঠিক ততটা ও ঝুলে গিয়ে, দড়িতে টান লেগে আটকে যায়। এ যাত্রায় ও বেঁচে যায়। ওই দড়ি ওপর থেকে খুলে গেলে বিপদ হতে পারত। ওর কোনও চোট লাগেনি। ও চেষ্টা করছে উঠে আসার কিন্তু এমনভাবে ঝুলছে, পারছে না। ওপর থেকে এক শেরপা নামছিল। ও অনেকটা নেমে এসে নীচে লাগানো ওই দড়ির অন্য প্রান্ত ধরে টেনে টেনে ওকে উঠতে সাহায্য করে। ওকে বকুনি দিই, কী প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয় দড়ি খুঁচিয়ে বের করে তা ধরে নামার! পর্বতারোহণে ভুলের কোনও ক্ষমা নেই।

এরমধ্যে তুষারপাত শুরু হয়েছে। কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। পৌঁছে যাই সেই খাড়া দেওয়ালের কাছে। দেবাশিস নামতে থাকল দড়ি ধরে, আমি অপেক্ষা করছি। তারপর আমিও নামতে থাকলাম ওই খাড়া বরফের দেওয়াল ধরে। কিছুদূর নেমে আমি আটকে গিয়েছি কারণ দড়িতে টান ধরে আছে। নীচে তাকিয়ে দেখি দেবাশিস তখনও আটকে আছে। ও একটু ভুল পথে চলে গিয়েছে, নীচে ফাটল। নিজেকে ছাড়াতে পারছে না। কেউ সাহায্য করারও নেই। অনেক কসরত করে ও নিজেকে মুক্ত করে আবার উঠতে শুরু করল। আমিও পিছন পিছন নীচে নেমে এসে উঠে এলাম। বিকেল হয়ে গিয়েছে। আমরা সকলে দ্বিতীয় শিবিরে পৌঁছে গিয়েছি। আজ তাসি, পেম্বা মূল শিবিরে নেমে যাবে। ওদের পিঠে প্রচুর জিনিস। বারণ করি, তাও ওরা শোনে না। ওদের চা তৈরি করে দিই। প্রায় ছ'টার সময় ওরা মূল শিবিরের পথে রওনা দেয়। আমি চিন্তায় থাকি। রাত্রে মূল শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করেও ওদের কোনও খবর পাই না। আমরা তিনজন তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নিই।

পরদিন সকালে দেবাশিস আর আমি রওনা হই। আর কোনও চিন্তা নেই। ঠিক নেমে যাব। পাসাং আসবে তাঁবু গুটিয়ে। একসময় পৌঁছে যাই প্রথম শিবিরে। আসার পথে দেখি হেলিকপ্টার আসছে। মনে হয় ওই আমেরিকান মহিলাকে নিতে। কিন্তু নামতে পারে না। আগের দিন আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য আসতে পারেনি। আজও চেষ্টা করে পারল না নামতে।

প্রথম শিবিরে দেখি দাওয়া অপেক্ষা করছে। অল্পবয়সি ছেলে, পর্বতারোহণের বেসিক ও অ্যাডভান্স কোর্স করেছে দার্জিলিং থেকে। এর আগে দু-একটা শৃঙ্গ আরোহণ করেছে। কিন্তু মূল শিবিরের পরে এবার আর ওঠার অনুমতি মেলেনি ওর মামা পেম্বার কাছ থেকে। গতকাল পেম্বারা রাত এগারোটার পরে মূল শিবিরে পৌঁছেছে আর আজ দাওয়াকে অনুমতি দিয়েছে প্রথম শিবিরে থাকা কিছু জিনিস আর আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার নীচে নিয়ে যাওয়ার। লীলা ওর হাত দিয়ে মিষ্টি আর খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি কিছুই খেতে পারছি না। সেই ১৯ তারিখ বিকালে ম্যাগি খেয়েছিলাম। তারপর আর কিছু খেতে পারিনি। আমরা নামতে থাকি। মূল শিবিরের বেশ কিছুটা আগে লীলা গরমজল, চা নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওকে

জড়িয়ে ধরি। ও খুশি আমাদের সাফল্যে, ও নিজেও এই সাফল্যের ভাগীদার।

উদ্বেগ কেটে যাওয়া আর সাফল্যের তাৎক্ষণিক যা-যা অনুভূতি তার সবগুলির প্রকাশ দেখা গেল আমাদের মধ্যে। পেম্বাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলি। বাড়িতে ফোন করি, অনেক কথা হয়। এরপর নীচে নামার প্রস্তুতি নিতে শুরু করি।

ঠিক হয় ২৪ তারিখে আমরা এখান থেকে রওনা হব। অন্য দলগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি আগেই মূল শিবির ছেড়ে চলে গিয়েছে। যেমন, রুশ আর ফরাসি দল। রয়ে গিয়েছি আমরা আর মিংমার আন্তর্জাতিক দল। এর মধ্যে আমাদের কুলিরা এসে ফিরে গিয়েছে অন্য দলের জিনিস পিঠে করে। ওরা আসবে আগামী পরশু।

পরদিন মিংমা আমাদের দুপুরে নিমন্ত্রণ করে। ওর দলের ২-৩ জন আরোহণ করতে পারেনি। এঁদের মধ্যে একজন সেই অস্কার। বেচারি এবারও পারেনি কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ করতে। এই নিয়ে তিনবার, জানি না আবারও আসবে কিনা! ২৩ তারিখ হেলিকপ্টার এসে আমেরিকান মহিলাকে দ্বিতীয় শিবির থেকে নিয়ে গেল।

২৪ মে অনেক সকালেই আমরা উঠে তৈরি। গতকালই ডাইনিং টেন্ট গোটানো হয়ে গিয়েছে। এখনও প্রচণ্ড ঠান্ডা। সব জিনিসে বরফ লেগে আছে। ব্রেকফাস্ট করে প্যাকড লাঞ্চ নিয়ে নেওয়া হল। প্রচুর জিনিস এখানে ছেড়ে যেতে হবে আমাদের। কারণ বেশি কুলি আসেনি। প্রচুর খাবার আছে, যা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অতঃপর, সব দলের জিনিসই এক জায়গায় জড়ো করে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগানো হল। প্রচণ্ড শব্দে কিছু জিনিস ফাটতে থাকল। এখানে এভারেস্টের মতো অত ভালো ব্যবস্থা নেই। কে দেখবে এইসব! তিনটে দলের সঙ্গে তিনজন লিয়াঁজো অফিসার আসার কথা। কেউ আসেননি মূল শিবিরে। অথচ তাঁরা সকলেই নেপাল সরকারের কাছ থেকে পারিশ্রমিক পাবেন। জিনিসপত্র জ্বালিয়ে দিলেও তা যথেষ্ট দূষণ ছড়াবে। আমিও দূষণ সৃষ্টির অংশীদার হয়ে রইলাম। কিন্তু কী-ই বা করা!

এবার নামতে শুরু করব। শেরপারা রওনা দিয়েছে। আজ আমাদের গন্তব্য সেরাম। অনেকটা পথ। শেষবারের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘাকে প্রণাম জানালাম। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলাম আমাদের সুস্থভাবে সফল আরোহণ শেষ করে নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

নামতে শুরু করেছি, এমন সময় একটা হেলিকপ্টার এল। এক সুইস অভিযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় এসেছে এই হেলিকপ্টার। আমরা চলেছি পদব্রজে। অনেক পথ যেতে হবে হিমবাহের মধ্য দিয়ে। রাস্তা মাঝে মাঝেই হারিয়ে যাচ্ছে। দুপুরের পর প্রায় সবাই আমাদের অতিক্রম করে গেল। আমরা চলেছি আমাদের গতিতে। রাস্তা আর ফুরোয় না। মনে হচ্ছে সেরাম পৌঁছনো হবে না আজ। যদিও পরিকল্পনা ছিল আজ সেরাম যাব, আগামীকাল যাব ইয়ামফুদিন, তার পরদিন খেওয়াং বা আমেদিন গ্রাম। এইভাবে চললে চতুর্থ দিন পৌঁছে যাব মেডিবুং অর্থাৎ বাসরাস্তায়। ২৮ মে থেকে নেপালে বন্ধ শুরু হবে। সেই হিসাব করে লোবেনকে বলে রেখেছি মেডিবুং-এ গাড়ি রাখতে। যাতে আমরা ২৭ তারিখেই পশুপতিনগর পৌঁছে যেতে পারি। লোবেনকে আগেই অনুরোধ করেছিলাম, যাতে আমাদের কাঠমাণ্ডু যেতে না হয়। এমনিতে ফেরার পথে নেপাল পর্যটন দপ্তরে সশরীরে হাজিরা দিতে হয়। তারপর, শীর্ষ আরোহণ করেছি, এই মর্মে শংসাপত্র পাওয়া যায়। যদিও দলের সদস্যদের উপস্থিত থাকাটা সেখানে বাধ্যতামূলক নয়। দলনেতা হাজির থাকলেই চলে, আর লিঁয়াজো অফিসার। পর্যটন দপ্তরে অভিযানের বর্ণনা আর কারা কারা আরোহণ করেছে তার ছবিসহ প্রমাণ দাখিল করতে হয়। আমাদের দলের নেতা ছিল ফিলিপ-গাটা। ফলে, আমাদের হয়ে ও এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবে। ছবি কোনও সমস্যা হবে না, কেন না, ল্যাপটপের সাহায্যে পেম্বার ক্যামেরায় সামিটের ছবি লোড করে দিয়েছি।

অনলাইনে কিনতে ▸www.swarnakshar.in

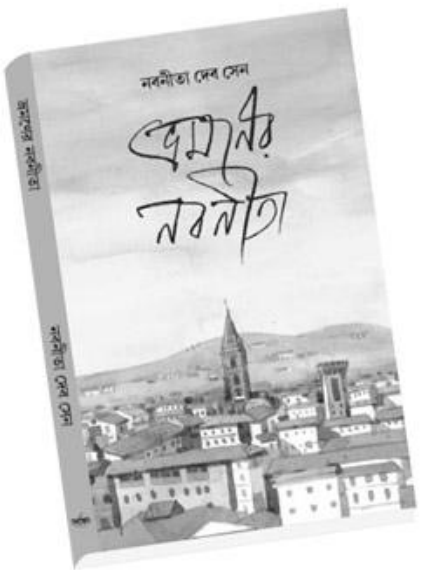

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণকথা
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

শেরপারা সকলেই কাঠমাণ্ডু যাবে।

এদিকে, বিকেলের দিকে শুরু হয়ে গেল তুষারপাত। পাসাং, লীলা, দেবাশিস আর আমি চলেছি একসঙ্গে। পথে অনেক কুলিকে দেখতে পাচ্ছি, যারা মূল শিবিরে যাচ্ছে অন্য দলের জিনিস আনতে। পেম্বা, তাসি আর দাওয়া এগিয়ে গিয়েছে। ততক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি, আমরা আজ আর সেরাম পৌঁছতে পারব না। রামচেতেই থাকতে হবে। একসময় হিমবাহ ছেড়ে উঠে এলাম সবুজ উপত্যকায়। মনটা খুশিতে ভরে গেল। অনেক অনেক দিন পর সবুজ দেখছি। সবুজ উপত্যকার মধ্যে রামচের ঘরটা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অপেক্ষায়। দূর থেকে দেখতে পাই দুজন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে এক বাঙালি ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন আমাদের অভিনন্দন জানাতে। উনি কলকাতা থেকে এসেছেন ট্রেকিং করতে। ঘরে বসে চা খাওয়া, গল্প চলল।

পরদিন সকালে উঠে কিছু পরিকল্পনা পাল্টালাম। আমাদের কয়েকজন কুলি গতকাল রামচে পৌঁছতে পারেনি। পিছনে থেকে গিয়েছে। আমি পেম্বাকে বললাম, একজন কুলির পিঠে আমার আর দেবাশিসের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত জিনিস দিয়ে আমরা রওনা হব। আমাদের পিঠে বেশি বোঝা নেই, তাই তাড়াতাড়ি নামতে পারব। ঠিক হয় পেম্বা, দেবাশিস আর আমি ওই কুলিকে নিয়ে চলা শুরু করব। পরে সব কুলি এসে পৌঁছলে পাসাংরা রওনা হবে।

সেইমতো আমরা রামচে থেকে হাঁটা শুরু করলাম। সেরাম পৌঁছনোর আগে থেকেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলা শুরু। দূর থেকে দেখছি সেরামে হেলিকপ্টার নামল। সমস্ত বিদেশি আরোহী আর মিংমা আজ ফিরে যাবে হেলিকপ্টারে। আমরা যাব পদব্রজে। মিংমা এখান থেকে প্রথমে যাবে টাপলেজুং, ওখানে ওর শ্বশুরবাড়ি। ওর স্ত্রী আর ছেলে ইতিমধ্যেই ওখানে পৌঁছে গিয়েছে। তারপর ও হেলিকপ্টারে করে ওর গ্রামে যাবে আর নামবে ওর ছোটবেলায় দেখা স্বপ্নের জায়গায়। ওর গ্রামের লোকেরা আজ গর্বিত। মিংমাও ভোলেনি ওর গ্রামকে। তাই ও প্রথমেই ওর জন্মস্থানকে প্রণাম জানাতে যাবে। তারপর ওর জেলা সদরে যাবে, যেখানে ওর জন্য সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

প্রচুর আরোহী, তাই হেলিকপ্টার বার বার আসা-যাওয়া করতে থাকল। আমরা চার জন সেরাম ছাড়লাম। প্রচুর রডোডেনড্রন ফুটেছে। মনের আনন্দে ছবি তুলছি। পৌঁছলাম আন্দাফেদি। এখানে খাবার জুটল— ভাত, ডাল আর রাইশাক। কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু। হিমালয়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার আনন্দই আলাদা। পৌঁছে যাই তোরণদিন। তারপর সিম্বুয়াখোলা পার হয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকি।

এইসময় আর-এক কাণ্ড! দেবাশিস একটু এগিয়ে গিয়েছে। একটা জায়গায় এসে রাস্তা দুভাগ। কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি না। আমি একা, আগে দেবাশিস। পিছনে পেম্বা। দাঁড়িয়ে পড়ি, পেম্বা আসার পর ধন্দে পড়ে যাই। দেবাশিস কোন পথে গিয়েছে বুঝতে পারি না। সিম্বুয়া নদীর ধার দিয়ে যে-পথ গিয়েছে, তা যাবে লেলেপ এবং তারপর পৌঁছে যাওয়া যাবে তাপলেজুং। আমরা যাব ইয়ামফুদিন হয়ে মেডিবুং।

পেম্বা এগিয়ে যায়। কিন্তু ফিরে আসে। বেচারি হাঁফিয়ে গিয়েছে। একে এতদিনের ধকল, তারপর দৌড়ে অনেকটা পথ নেমে গিয়ে আবার উঠে আসা। চিৎকার করে দেবাশিসকে ডাকি, কিন্তু কোনও সাড়া নেই। পথ হারালে খুব মুশকিল এই জঙ্গলে। চিন্তায় পড়ে যাই। উপায়ান্তর না দেখে অন্যপথে এগোতে থাকি, এটাই সঠিক পথ। অনেকটা এসে দেখি দেবাশিস ফিরছে। ও আগেই এসেছে, তবে আর এগোতে পারেনি কারণ রাস্তা আটকানো। চমরিগাই যাতে নীচে নেমে যেতে না পারে, সেজন্য চমরিগাই-এর মালিক বাঁশ দিয়ে আটকে রেখেছে রাস্তা।

উদ্বেগ কাটিয়ে হাঁটা শুরু হয়। সন্ধের আগে পৌঁছে যাই লাসেথাং। শরীরে জোর নেই। এখনও দুদিন পথ হাঁটা বাকি। যত নীচে নামছি তত হাঁটার ফলে গা ঘামছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একদিনও স্নান করিনি। তার মানে প্রায় দু'মাস হতে চলল। নিজেরই বিরক্ত লাগছে, কিন্তু কোনও উপায় নেই।

লাসেথাং অনেক ওপরে, উচ্চতা ১১,৩০০ ফুট। এখান থেকে চারদিকের পাহাড় খুব ভালো দেখা যায়। শুধু সবুজ আর সবুজ, তার মাঝে পাহাড়ের গায়ে মেঘ জড়িয়ে আছে। এবার প্রায় ৫,০০০ ফুট নীচে নেমে যাব। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। এত ঘন জঙ্গল যে, সূর্যের আলো ঢুকতে পারছে না। তাই পড়ে থাকা পাতা পচে পিছল হয়ে রয়েছে। জোঁকের আক্রমণ সামলাই কোনওমতে। কিছুটা নেমে মোবাইল চালু করি। পেম্বার মোবাইলে প্রায় একঘণ্টা চেষ্টা করে সকলের সঙ্গে কথা বলি। ক্রমে পৌঁছে গেলাম ইয়ামফুদিন গ্রামে। ছিরিং শেরপার গেস্ট হাউসে দুপুরের খাবার খেয়ে আবার রওনা হই। দুটো পাস অতিক্রম করে পৌঁছে যাই খেওয়াং গ্রাম। খুব সুন্দর গ্রাম। সাজানো গোছানো বাড়ি আর সকলেরই অবস্থা ভালো। এখানে একটি বাড়িতে ভাল ব্যবস্থাপনায় রাত কাটাই। বাড়ির সকলে মিলে আমাদের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করলেন। এটাও ওঁদের একটা জীবিকা।

দেখতে দেখতে ২৭ মে। হাঁটাপথের শেষ দিন। আমেদিন গ্রাম ছাড়িয়ে আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে নিই। আমাদের কুলিও আর পারছে না। একজন অন্য কুলি ঠিক করি, আর ওই কুলির কিছু জিনিস তার পিঠে চাপিয়ে আবার নামা শুরু করি। পেম্বাকে দেখে খুব কষ্ট হয়। বেচারি গরমে প্রচণ্ড কাহিল হয়ে পড়েছে। প্রায় একঘণ্টা হেঁটেছি। খানিক পরে দেখি দেবাশিস আর পেম্বা দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে এক ভদ্রলোক। উনি লোবেনের বন্ধু। আমাদের নিতে এসেছেন। কিছুটা নীচে তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি পার হয়ে যায় কাবেলী নদীর ওপর নতুন ব্রিজ। অনেকটা পথ পেরিয়ে পৌঁছই মেডিবুং। পেম্বা নেমে গেল এখানে। এখানেই ও অপেক্ষা করবে পাসাংদের জন্য। গাড়ি চলা শুরু করে আবার। পৌঁছে যাই ফিদিম। অবশেষে রাত ন'টার সময় নেপাল-ভারত বর্ডারে পশুপতিনগর।

সকালে উঠেই গাড়ির ব্যবস্থা করে চলে এলাম শিলিগুড়ি। থাকার ব্যবস্থা হল কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব আবাসে। ৬১ দিন পরে স্নান করলাম। শরীর দুর্বল। মুখভর্তি দাড়ি। অনেক চেষ্টা করে টিকিটের ব্যবস্থা হল। যেন কত কাল পর শিয়ালদা স্টেশনে দেখতে পেলাম পরিচিত মুখগুলি!

তারপর আবার অপেক্ষা— আবার শ্রীতিকে সব হিসাব বুঝিয়ে বেরিয়ে পড়ার অপেক্ষা— এর কোনও শেষ নেই মনে হয়।

শেষ

পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয় এবং মণিপুর ছাড়াও মায়ানমার, ভুটান, নেপাল এবং বাংলাদেশে ভ্রমণের জন্য অনলাইন বুকিং: www.helptourism.net

আমাদের কয়েকটি ইকো-ক্যাম্প:

সুন্দরবন জঙ্গল ক্যাম্প-বালি, চিলাপাতা জঙ্গল ক্যাম্প-চিলাপাতা, জলদাপাড়া জঙ্গল ক্যাম্প-মাদারিহাট, নেওড়া ভ্যালি জঙ্গল ক্যাম্প-কোলাখাম, বার্সে জঙ্গল ক্যাম্প-হি, মানস জঙ্গল ক্যাম্প-বাঁশবাড়ি, নামদাফা জঙ্গল ক্যাম্প-মিয়াও, দিবাং ভ্যালি জঙ্গল ক্যাম্প-রোয়িং মায়োদিয়া রোড, পাক্কে জঙ্গল ক্যাম্প-আপার সেইজোসা, ডিহিং রিভার ক্যাম্প ডিব্রুগড়, লোহিত রিভার ক্যাম্প-চোংখাম।

ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে১৬৮৪টি হোমস্টের ব্যবস্থা।

যাঁরা নিজের উদ্যোগে, পরিবারের সঙ্গে অথবা গ্রুপে বেড়াতে আগ্রহী তাঁরা এস এম এস করুন <htpl-name of destination or area> এবং পাঠিয়ে দিন এই নম্বরে: 9733000442। আগ্রহী ট্রাভেল এজেন্ট এবং ট্যুর অপারেটররা অনলাইন বুকিংয়ের জন্য ইমেলে যোগাযোগ করতে পারেন সঞ্জীব সাহা-র সঙ্গে এই ইমেল ঠিকানায়: info@helptourism.com

A unit of Help Tourism (P) Ltd.

Siliguri: Malati Bhawan (1st Floor)
143, Hillcart Road, P.O. Box: 67
Siliguri-734001, Dist.-Darjeeling
Cell: +91-9733000445 / 9733000447
Tel: +91-353-2433683 / 2535896
Fax: +91-353-2532313
E-mail: siliguri@helptourism.com

এবছর জয়পুরে গাঙ্গুর উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ২-৩ এপ্রিল।

□ কালকা-সিমলা রেলপথের ধারে বারোগ শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা। হিমাচল ভ্রমণের মাঝে এখানে একটা দিন থাকতে চাই। কালকা বা সিমলা থেকে এর দূরত্ব কত? এখানে থাকার কী ব্যবস্থা আছে? আশপাশের দ্রষ্টব্যস্থান কী কী জানালে উপকৃত হব।

□□ ১,৬৮০ মিটার উঁচুতে ছবির মতো সুন্দর বারোগ স্টেশন শিবালিক এক্সপ্রেসের একমাত্র মধ্যবর্তী স্টপেজ। এখান থেকে ট্রেক করে দেখে আসতে পারেন ৭ কিলোমিটার দূরে অরণ্য অধ্যুষিত পাহাড়চূড়া কারোল টিব্বা ও গুহা। ঘুরপথে গাড়িতেও যাওয়া যায়। বারোগের ৮ কিলোমিটার দূরে জেলাসদর সোলন। নাতিউচ্চ পর্বতশ্রেণির কোলে সোলনি দেবীর মন্দির। আছে ব্রিটিশ আমলের চার্চও। সোলন-রাজগড় রাস্তায় বারোগ থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে দোলনজি বন বৌদ্ধ গুম্ফা। আরও ৩৫ কিলোমিটার দূরে রাজগড়কে বলা হয় শিবালিক হিমালয়ের ফলবাগিচা। বারোগের ১৫ কিলোমিটার দূরে জাতোলি গ্রামে আছে প্রাচীন শিবমন্দির। কালকা থেকে টয়ট্রেন বা গাড়িতে বারোগ ৩৬ কিলোমিটার। সিমলা ও চন্ডিগড় বিপরীত দিকে— প্রায় সমদূরত্বে, ৫৫-৫৬ কিলোমিটার।

বারোগে থাকার জন্য রয়েছে হিমাচল প্রদেশ পর্যটনের **হোটেল দ্য পাইনউড** (☎০১৭৯২-২৩৮৮২৫/২৭), রেগুলার দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২,২০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,১০০-৩,৫০০ টাকা, দ্বিশয্যার পাইনউড স্যুইটের ভাড়া ৫,০০০ টাকা।

□ এবছর জয়পুরে গাঙ্গুর উৎসব কখন অনুষ্ঠিত হবে? এই সময় জয়পুরে রাজস্থান ট্যুরিজমের হোটেলের ভাড়া কীরকম হবে? রাজস্থান ট্যুরিজমের একদিনে জয়পুর ভ্রমণের জন্য কি কোনও সিটি ট্যুরের ব্যবস্থা আছে?

□□ এবছর জয়পুরে গাঙ্গুর উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ২-৩ এপ্রিল। জয়পুরে রয়েছে রাজস্থান ট্যুরিজমের **হোটেল গাঙ্গুর** (☎০১৪১-২৩৭১৬৪১), এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৮০০ টাকা, এ সি সুপিরিয়র ঘরের ভাড়া ২,৩০০ টাকা। **স্বাগতম** (☎০১৪১-২২০০৫৯৫), নন-এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা। নন-এ সি ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,৬০০ টাকা, এ সি ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ২,০০০ টাকা। **তিজ** (☎০১৪১-২২০৫৪৮২), নন-এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা, এ সি ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ২,৫০০ টাকা। **ঝিল ট্যুরিস্ট ভিলেজ** (রামগড়) (☎০১৪২৬-২১৪০৮৪), নন-এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা।

জয়পুরের নাহারগড়ে রয়েছে **দুর্গ কাফে** (☎০১৪১-৫১৪৮০৪৪), এ সি স্যুইটের ভাড়া ২,৫০০ টাকা।

সবক্ষেত্রেই ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে। রাজস্থান ট্যুরিজমের একদিনের জয়পুর ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। এই ট্যুরে সকাল ন'টা থেকে সন্ধে ছ'টার মধ্যে জয়পুরের সিটি ট্যুর সেরে ফেলা যায়। খরচ জনপ্রতি ৩০০ টাকা।

□ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সপরিবারে ত্রিপুরা ভ্রমণে যেতে চাই। হাতে ছুটি বেশি নেই। ত্রিপুরা ট্যুরিজমের প্যাকেজ ট্যুরেই ভ্রমণ করতে চাই। এ-ব্যাপারে একটু বিশদে জানালে খুবই উপকৃত হব।

□□ ত্রিপুরা ভ্রমণের জন্য রয়েছে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম আয়োজিত বেশ কয়েকটি প্যাকেজ ট্যুর। এর মধ্যে রয়েছে ৭ রাত ৮ দিনের ডিসকভার ত্রিপুরা প্যাকেজ ট্যুর। এই ট্যুরে যেসব জায়গা দেখার সুযোগ মেলে সেগুলি হল: আগরতলা শহরের দর্শনীয় স্থান— জম্পুই পাহাড়, ঊনকোটি, বারোমুড়া ইকোপার্ক, খুমলুং ইকোপার্ক, কমলাসাগর, সিপাহিজলা, তেপানিয়া ইকোপার্ক, উদয়পুর, নীরমহল এবং সিপাহিজলা অভয়ারণ্য। এই প্যাকেজ ট্যুরে এ সি কোচে মাথাপিছু খরচ ৮,৫০০ টাকা, এ সি গাড়িতে মাথাপিছু খরচ ৯,০০০ টাকা। এছাড়া ত্রিপুরা পর্যটনের অন্যান্য প্যাকেজ ট্যুরগুলি হল:

গোল্ডেন ত্রিপুরা (৩ রাত ৪ দিন): এ সি কোচে মাথাপিছু খরচ ৪,০০০ টাকা, এ সি গাড়িতে মাথাপিছু খরচ ৪,৩০০ টাকা।

গ্রিন ত্রিপুরা (৫ রাত ৬ দিন): এ সি কোচে মাথাপিছু খরচ ৬,৩০০ টাকা, এ সি গাড়িতে মাথাপিছু খরচ ৬,৮০০ টাকা।

বুদ্ধিস্ট সার্কিট (২ রাত ৩ দিন): এ সি কোচে মাথাপিছু খরচ ৩,১০০ টাকা, এ সি গাড়িতে মাথাপিছু খরচ ৩,৪০০ টাকা।

উইকএন্ড প্যাকেজ ট্যুর (২ রাত ৩ দিন): এ সি কোচে মাথাপিছু খরচ ৩,২০০ টাকা, এ সি গাড়িতে মাথাপিছু খরচ ৩,৮০০ টাকা।

ইকো ট্যুরিজম প্যাকেজ (৩ রাত ৪ দিন): অন্তত চার সদস্যের দল থাকতে হবে। এ সি গাড়িতে মাথাপিছু খরচ ৫,০০০ টাকা। এই প্যাকেজ ট্যুরগুলির ক্ষেত্রে পরিবহণ খরচ, গাইডের ফি, আগরতলার গীতাঞ্জলি অতিথিনিবাসে থাকা ওবং আগরতলার বাইরে অবস্থিত পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ট্যুরিস্ট লজে থাকার খরচ ধরা আছে। পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ট্যুরিস্ট লজগুলিতে আহারের ব্যবস্থা আছে— খরচ পর্যটকদের। এছাড়া বিমানভাড়া, এন্ট্রি ফি, বোট ফি ইত্যাদি খরচ পর্যটকদের। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.tripuratourism.gov.in

□ দিন আষ্টেকের ছুটিতে বেঙ্গালুরু, মহীশূর, উটি, কোদাইকানাল, বেলুর, হ্যালেবিদ, শ্রবণবেলগোলা ঘুরতে চাই। কীভাবে ঘুরব? কর্নাটক ট্যুরিজমে কি কোনও প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা আছে?

□□ কর্নাটক স্টেট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের বেঙ্গালুরু সিটি ট্যুর করানো হয়। রয়েছে ফুল ডে এবং হাফ ডে ট্যুর। হাফ ডে ট্যুর হয় দিনে দু'বার। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত। আবার দুপুর দুটো থেকে সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। ডিলাক্স বাসে খরচ ২৩০ টাকা, এ সি ডিলাক্স এবং ভলভো বাসে খরচ ২৫৫ টাকা। ফুল ডে ট্যুর হয় শুধুমাত্র বুধবার থেকে রবিবার। সময় সকাল ৭টা ১৫ মিনিট থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। ডিলাক্স বাসে খরচ ৩৮৫ টাকা। এ সি ডিলাক্স এবং ভলভো বাসে খরচ ৪৮৫ টাকা। বেঙ্গালুরু থেকে কর্নাটক স্টেট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের একদিনের প্যাকেজ ট্যুরে ঘুরে নিতে পারেন বেলুর-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলা। সময় সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। ডিলাক্স বাসে খরচ ৮০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স বাসে খরচ ৮৫০ টাকা এবং ভলভো বাসে খরচ ৯০০ টাকা।

বেঙ্গালুরু থেকে কর্নাটক স্টেট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের পাঁচদিনের

মহীশূর-উটি-দোদাবেট্টা-কুন্নুর-কোদাইকানালের প্যাকেজ ট্যুর আছে। এপ্রিল থেকে জুন শুধুমাত্র সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার এই ট্যুর হয়। ট্যুরে মাথাপিছু খরচ ৭,৭৮৫ টাকা। দু'জনের ক্ষেত্রে ১০,৭৫০ টাকা, তিনজনের ক্ষেত্রে ১৪,৭৪৫ টাকা। এছাড়াও রয়েছে আরও অনেক প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা। নিজের পছন্দমতো ও সময় অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্যাকেজ ট্যুরগুলি বেছে নিতে পারেন। বুকিংয়ের জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট: www.karnatakaholidays.net

□ আমরা তিনবন্ধু উইকএন্ডে তাজপুর বেড়াতে যাব। কলকাতা থেকে কীভাবে গেলে সুবিধা হবে? এখানে থাকার কয়েকটি হোটেলের সন্ধান দিলে ভালো হয়।

□□ কলকাতা থেকে সরাসরি গাড়িতে যেতে চাইলে বালিসাইয়ের আগে আলমপুর ফিশারিজ মোড় থেকে বাঁদিকে ঘুরে ৫ কিলোমিটার গেলেই তাজপুর। বাসে গেলে নামতে হবে বালিসাই। সেখান থেকে গাড়িতে আসতে হবে তাজপুর। আর ট্রেনে এলে ১২৮৫৭ তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস বা ১৮০০১ কান্ডারি এক্সপ্রেস ধরে নামতে হবে রামনগর স্টেশনে। এরপর গাড়িভাড়া করে তাজপুর চলে আসুন।

তাজপুরে থাকার জন্য রয়েছে **রিসর্ট গ্রিন আর্থ, তাজপুর নেচার ক্যাম্প**, ভাড়া ৮৫০-১,৫০০ টাকা। **লেক ভিউ হোটেল**, ভাড়া ৮০০-২,০০০ টাকা।

বুকিং: ☎৯৭৪৮১-১৪৬৬৭

সোনার বাংলা, ভাড়া ১,৪০০-৩,২০০ টাকা। **স্বপ্নপুরী**, ভাড়া ৯০০-২,২০০ টাকা।

বুকিং: ☎৯৮৩০২-৫৮৮২৮

তাজপুর রিট্রিট (☎৯৮৩০২-৭১০৬৪), ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা।

□ গ্রীষ্মের ছুটিতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে কানহা অরণ্যে যেতে চাই। এই অরণ্য কতদিন পর্যন্ত খোলা থাকে? কীভাবে যাওয়া সুবিধাজনক? কোথায় থাকব, কীভাবে ঘুরব জানালে উপকৃত হব।

□□ কানহা অভয়ারণ্য খোলা থাকে ১৬ অক্টোবর থেকে ৩০ জুন। মনে রাখবেন, প্রতি বুধবার বিকেলে সাফারি বন্ধ থাকে। সকাল ও বিকেল দিনে দু'বার জিপসি সাফারি হয়। কানহা অভয়ারণ্যে চারটি জোন— কানহা, কিসলি, মুক্কি, সারহি। কানহা জোনের সাফারি চার্জ ৪,৫০০ টাকা, অন্য তিনটি জোনে ৪,০০০ টাকা করে। এর মধ্যে গাইড সহ সব খরচ ধরা আছে। কানহার দুটি মূল প্রবেশদ্বার— খাটিয়া ও মুক্কি। খাটিয়ার নিকটতম রেলস্টেশন জব্বলপুর (১৬০ কিলোমিটার)। কলকাতা থেকে জব্বলপুর যাচ্ছে ১২৩২১ মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ), ১১৪৪৮ শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস। জব্বলপুর থেকে সরাসরি বাস পাওয়া যায়। সময় লাগে ৫ ঘণ্টা। সবচেয়ে ভালো হয় জব্বলপুর থেকে গাড়ি ভাড়া করে নেওয়া। মুক্কি গেটে নিকটতম স্টেশন গোন্ডিয়াতে যাচ্ছে মুম্বই, আমেদাবাদ, পুনেগামী বিভিন্ন ট্রেন। গোন্ডিয়া থেকে সরাসরি খাটিয়া আসতে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

কিসলিতে থাকার জন্য রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের **বাঘিরা লগ হাটস** (☎০৭৬৪৯-২৭৭২২৭, ২৭৭২১১), এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৪,৯৯০ টাকা, এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৫,৯৯০ টাকা (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের খরচ ধরা আছে)। **টুরিস্ট হোস্টেল**, ২৪ শয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১,০৯০ টাকা (নিরামিষ খাবারের খরচ ধরা আছে)।

মুক্কিতে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের **কানহা সাফারি লজ** (☎০৭৬৩৬-২৯০৭১৫), এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৪,২৯০ টাকা (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের খরচ ধরা আছে)।

প্রাইভেট হোটেল: **কানহা ভিলেজ ইকো রিসর্ট**, ভাড়া ১,৫০০-৩,০০০ টাকা। **কানহা মিডোস**, ভাড়া ২,২০০-৩,০০০ টাকা।

বুকিং: ☎৯৮৩০১-৮৯৭৭৮

বাইসন রিসর্ট, ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা। **মোটেল চন্দন**, ভাড়া ১,২০০-১,৮০০ টাকা।

বুকিং: ☎২২২৬-৪৬৬১

মনে রাখবেন, মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের হোটেলে থাকলে তবেই কলকাতা শাখা অফিস থেকে কানহা অরণ্য ভ্রমণের অগ্রিম পারমিট করানো যায়। অনলাইন অরণ্যভ্রমণ বুকিং করতে পারেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.mponline.gov.in

□ মার্চের শেষ সপ্তাহে কুলু, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, মণিকরণ, চাম্বা প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে যাব। সিমলা থেকে প্রাইভেট গাড়িতে যাত্রা শুরু করে অমৃতসরে শেষ করতে চাই। কীভাবে বেড়াব জানিয়ে একটি ভ্রমণসূচি তৈরি করে দিলে খুব উপকৃত হব।

□□ সিমলা থেকে যাত্রা শুরু করলে সেখানে প্রথম রাতটি কাটিয়ে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়ুন সিমলা সাইট সিয়িংয়ে। সিমলাতে দু'-তিনদিন কাটিয়ে চলে যেতে পারেন মানালি। সিমলা থেকে মানালি ২৮০ কিলোমিটার। মানালি, রোটাং পাস এবং মণিকরণ দর্শনের জন্য তিনদিন সময় রাখতে হবে। মানালি থেকে দেখে নিতে পারেন ৪০ কিলোমিটার দূরের কুলু উপত্যকা। মানালি থেকে চলুন ২৫৪ কিলোমিটার দূরের ধরমশালা। দু'রাত ধরমশালায় কাটিয়ে চলে আসুন ১২৮ কিলোমিটার দূরের চাম্বা। চাম্বা যাওয়ার পথে ধরমশালা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরের জ্বালামুখী দর্শনও সেরে নিতে পারেন। চাম্বা থেকে খাজিয়ারও চাইলে ঘুরে নিতে পারেন। খাজিয়ার থেকে একঘণ্টায় পৌঁছে যাবেন ডালহৌসি। আবার ধরমশালা থেকে জ্বালামুখী দর্শন সেরে সরাসরি ডালহৌসি এসে এখান থেকেও দেখে নেওয়া যায় খাজিয়ার ও চাম্বা। ডালহৌসি থেকে চলুন ১৮৫ কিলোমিটার দূরের অমৃতসর। মোটামুটি ঘণ্টাতিনেক সময় লাগে। এরপর অমৃতসর থেকে সরাসরি চলে আসুন কলকাতায়।

□ রায়পুর থেকে বারনাওয়াপাড়া অভয়ারণ্য কীভাবে যাওয়া যায়? এখানে থাকার জন্য ছত্তিশগড় ট্যুরিজমের কি কোনও রিসর্ট আছে?

□□ রায়পুর থেকে গাড়িভাড়া করে সিরপুর হয়ে বারনাওয়াপাড়া যাওয়াই সুবিধাজনক। সিরপুর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরবর্তী আউরাই গ্রাম থেকে বারবাসপুর ফরেস্ট চেকপোস্টের দূরত্ব বেশি নয়। বারবাসপুর থেকে ফরেস্ট রোড ধরে পৌঁছে যাওয়া যায় বারনাওয়াপাড়া রেঞ্জ অফিসে। রেঞ্জ অফিস থেকে মোহদা রিসর্ট মাত্র ১২ কিলোমিটার। বারনাওয়াপাড়া অভয়ারণ্যে থাকার জন্য রয়েছে ছত্তিশগড় ট্যুরিজমের **মোহদা ইকো রিসর্ট** (☎০৭৭১-৪০৬৬৪১৫), দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২,৯৩৫ টাকা।

□ কাঠগোদাম থেকে কি সরাসরি ধারচুলা যাওয়ার জিপ পাওয়া যায়? পঞ্চচুল্লি বেসক্যাম্প ট্রেকের জন্য কি কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয়? এপথে থাকার কীরকম ব্যবস্থা আছে?

□□ কাঠগোদাম থেকে সরাসরি ধারচুলা বা পিথোরাগড় যাওয়ার জিপ পাওয়া যায় না। হলদোয়ানি জিপস্ট্যান্ড থেকে পাওয়া যায়। একদিনে ধারচুলা পৌঁছতে হলে খুব সকাল সকাল জিপ ধরতে হবে। শেয়ার এবং বুকিং দুটোই পাওয়া যায়। এছাড়া বরেলি নেমে টনকপুর, পিথোরাগড় হয়েও ধারচুলা পৌঁছনো যায়। তাতে সময় কিছুটা কম লাগে। পঞ্চচুল্লি বেসক্যাম্প ট্রেকের জন্য কোনও অনুমতি লাগে না। কিন্তু ছোটা কৈলাস বা ওম পর্বত ট্রেকের জন্য ধারচুলা এস ডি এমের অনুমতির প্রয়োজন হয়। পঞ্চচুল্লি বেসক্যাম্প ট্রেকে প্রতিটা গ্রামেই হোম-স্টে করা যায়। তাঁবু না নিয়ে গেলেও অসুবিধা নেই। খাওয়াদাওয়া পাওয়া যায়। তবে বেসক্যাম্প বা জিরো পয়েন্টে কোনও থাকার ব্যবস্থা নেই। সেখানে থাকতে গেলে তাঁবুর প্রয়োজন। তাঁবু খাটানোর খুব সুন্দর জায়গা আছে। ধারচুলার একটি নামী হোটেল হল যশ হোটেল।

যোগাযোগ করতে পারেন:

লক্ষ্মণ সিং কুটিয়াল: ☎০৯৮১১৯-৩৭২৭৮

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹৯০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১৫০

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড। ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০ **দ্বিতীয় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫**

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: **2283 2320** Fax: **2287 6448**
E-mail: **info@swarnakshar.in**

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

পাট্টায়ায় প্যারাসেলিং

ব্যাংকক আর পাট্টায়া

লেখা ও ছবি: মহুয়া কাঞ্জিলাল

কলকাতা থেকে এয়ার এশিয়ার বিমানে রওনা হলাম থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক। ঠিক সন্ধে হওয়ার মুখে বিমান নামল ব্যাংককের ডনমুয়েং বিমানবন্দরে। নভেম্বরের শেষে এখানে শীতের লেশমাত্র নেই। বিমানবন্দরে নেমে প্রথমেই ঘড়ির কাঁটা সে-দেশের সময়মতো বদলে নিলাম। ভারতের সময়ের থেকে এই দেশের সময় ঘণ্টাদেড়েক এগিয়ে রয়েছে। বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের পর্ব শেষে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঝাঁ চকচকে বিমানবন্দর। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের স্থানীয় গাইড।

তিনি আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবেন পাট্টায়া। গাড়িতে আমরা চললাম পাট্টায়ার উদ্দেশে। হঠাৎই ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। যদিও এটা বর্ষার মরসুম নয়। এই দেশে মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হয়। তাই প্রকৃতি এত সবুজ। প্রশস্ত হাইওয়ে দিয়ে উদ্দাম গতিতে গাড়ি ছুটে চলেছে। চারপাশ অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে ফেলে আসা আলো ঝলমলে রাতের ব্যাংকক শহরটাকে। পাট্টায়ায় আমরা দু'রাত কাটিয়ে আবার ব্যাংককে ফিরে আসব, এমনটাই আমাদের পরিকল্পনা। ব্যাংকক থেকে পাট্টায়ার দূরত্ব প্রায় ১৪৭ কিলোমিটার। প্রায় ঘণ্টাতিনেক পরে পৌঁছলাম জমজমাট সাগর-পর্যটনকেন্দ্র পাট্টায়ায়।

বিশ্বের পর্যটকপ্রিয় সাগরসৈকতগুলির মধ্যে পাট্টায়া অন্যতম। গাড়ি থামল আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলে। অদূরেই সাগরসৈকত। হোটেলেই রাতের খাওয়াদাওয়ার এলাহি আয়োজন। হোটেলে মালপত্র রেখে পায়ে হেঁটে শহরটাকে দেখতে বেরোলাম। দোকানপাট, শপিং মল, পথঘাট সবই আলোয় সাজানো। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশ-বিদেশের অগুন্তি পর্যটক। চোখে পড়ছে নানাধরনের রেস্তোরাঁ আর থাই খাবারের

সমুদ্রের ওপর প্যারাসেলিং, সবুজ-সমুদ্রজলে কায়াকিং, ওয়াটার বাইকিং, ব্যানানা বোট রাইডিং, ব্যাংককে সাফারি ওয়ার্ল্ডে পশুপাখির আশ্চর্য সব কেরামতি— সব মিলিয়ে বিশুদ্ধ এক প্রমোদ-ভ্রমণ।

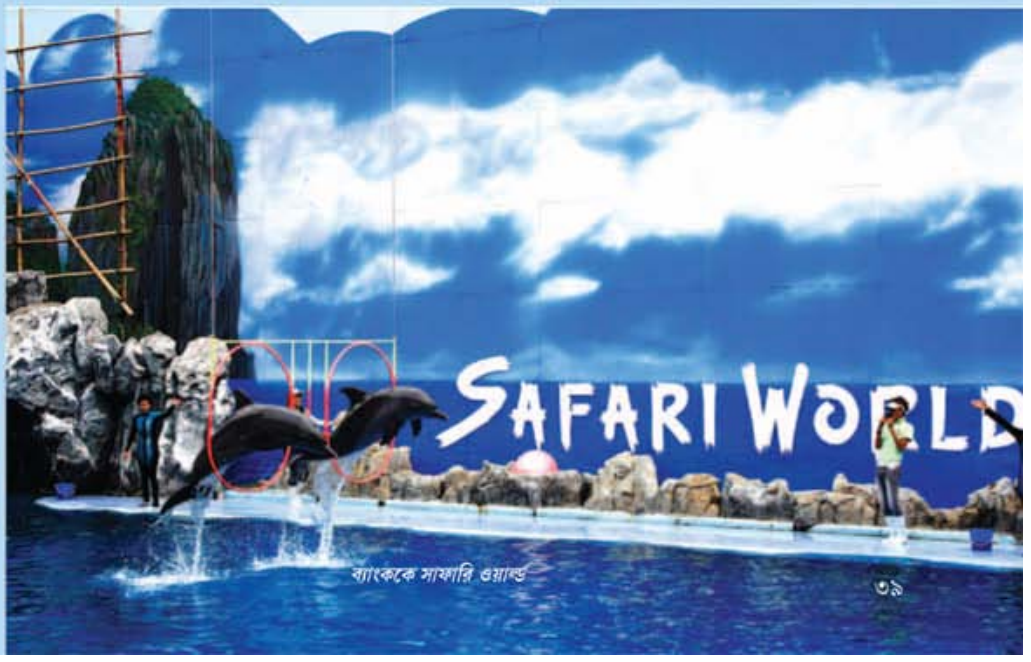

ব্যাংককে সাফারি ওয়ার্ল্ড

ওয়াট ট্রাইমিট মন্দিরে

লোভনীয় স্টল। এই শহর যেন ঘুমোয় না। সারাদিনই পর্যটকদের নিয়ে হই-হুল্লোড় আর আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকে। রাত যত বাড়ে, এই শহর যেন আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

বেড়ানোর সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ।

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ইন্ডিগো এবং এয়ার এশিয়ার বিমান যাচ্ছে ব্যাংকক। ব্যাংকক থেকে পাট্টায়া ১৪৭ কিলোমিটার। এপথে ট্যাক্সি পেয়ে যাবেন।

কীভাবে ঘুরবেন

পাট্টায়া থেকে সকালে রওনা হয়ে কোরাল আইল্যান্ড দেখে বিকেলে ফিরে আসা যায়। পাট্টায়া থেকে কোরাল আইল্যান্ড যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ট্র্যাভেল এজেন্সি হাই স্পিড ক্যাটামেরন লঞ্চের ব্যবস্থা রেখেছে। এখানে নানা ধরনের সি-ফুডের রেস্তোরাঁও রয়েছে। রয়েছে জলক্রীড়ারও ব্যবস্থা। পাট্টায়া সমুদ্রে ইচ্ছা হলে প্যারাসেলিংও করতে পারেন।

কোথায় থাকবেন

ব্যাংকক ও পাট্টায়াতে সমুদ্রের ধারে থাকার জন্য নানা মানের একাধিক হোটেল রয়েছে। বিশদে জানতে ও অনলাইন বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন থাইল্যান্ড ট্যুরিজমের ওয়েবসাইটে: www.tourismthailand.org

কেনাকাটা

ব্যাংককের ইন্দ্রা মার্কেট অঞ্চল হল কেনাকাটার আদর্শ জায়গা। জামাকাপড় থেকে ঘর সাজানোর জিনিস, সবই পাওয়া যায় এখানে। দরদামও করা যায় অনেক দোকানে।

পরদিন ভোর হতেই সময়মতো তৈরি হয়ে ঠিক সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট করার জন্য ডাইনিং হলে উপস্থিত হলাম। থাইফুড দিয়ে সকালের খাওয়াটা ভালোই হল। এরপর রওনা হলাম অদূরে সমুদ্রসৈকতের উদ্দেশে। হোটেল থেকে বাসে মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা পাট্টায়া বিচে এসে পৌঁছলাম। শান্ত, মনোরম এই বিচ। ধনুকাকৃতির সমুদ্রসৈকতের ওপর টাঙানো রয়েছে সুন্দর সুন্দর রঙিন ছাতার সারি। ছাতার নীচে পাতা রয়েছে সারিবদ্ধ ডেক চেয়ার। বিদেশি পর্যটকরা সেখানে সূর্যস্নানে ব্যস্ত।

এই সৈকত থেকেই উঠে বসলাম স্পিড বোটে। গন্তব্য কোরাল আইল্যান্ড। পাট্টায়া উপসাগরের জল কেটে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে আমাদের জলযান। মাঝেমধ্যেই সাগরজল ছিটকে এসে পড়ছে বোটের মধ্যে। ২০ মিনিটের রোমহর্ষক জলযাত্রার শেষে বোট থামল সাগরজলের মাঝে বানানো ভাসমান জেটিতে। এটি প্যারাসেলিংয়ের স্থান। এখানে ৪০০ বাটের বিনিময়ে প্যারাসুটে চড়ে একচক্কর আকাশে ওড়া যাবে। সাগরজলের ওপর আকাশে ভাসমান প্যারাসুটগুলিকে দেখতে রঙিন পাখির মতো লাগছে। এরপর আবার বোটে উঠে রওনা হলাম কোরাল আইল্যান্ডের অভিমুখে।

প্রায় ৪৫ মিনিট পরে সাগরজলের মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠল সবুজ পাহাড়ি টিলায় সাজানো একখণ্ড দ্বীপভূমি। ওটাই কোরাল আইল্যান্ড বা প্রবালদ্বীপ। এই দ্বীপে সৈকতের গায়ে আমরা বোট থেকে নামলাম। পান্না-সবুজ রঙের সাগরজল। সমুদ্রে ঢেউ প্রায় নেই বললেই চলে। সাগরজলে জলক্রীড়ার অঢেল আয়োজন রয়েছে এখানে। ওয়াটার বাইক চড়ে দুরন্ত গতিতে জল কেটে ছুটে চলার মজাই আলাদা। রয়েছে কায়াকিং, ব্যানানা বোট রাইডের ব্যবস্থাও। পর্যটকরা প্রায় সকলেই সমুদ্রস্নান আর ওয়াটার স্পোর্টসে ব্যস্ত। ছোট্ট সৈকতের বুকে পাতা রয়েছে ডেক চেয়ার আর রঙিন ছাতার সারি। সাগরতীরেই রয়েছে নানাধরনের ফল আর ডাবের স্টল। অনেকগুলি থাইফুড আর সি-ফুডের রেস্তোরাঁও চোখে পড়ছে। রেস্তোরাঁর সামনে অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখা আছে বড় বড় চিংড়ি, লবস্টার, ঝিনুক, কাঁকড়া, স্কুইড ছাড়াও নানাধরনের সামুদ্রিক মাছ। আদেশ করলে এইসব সামুদ্রিক প্রাণীর নানা লোভনীয় পদ রাঁধুনীরা বানিয়ে পরিবেশন করবেন। সাগরতীরে বেশ জমজমাট পরিবেশ। তবে এখানে রাত কাটানোর কোনও ব্যবস্থা নেই। দিনভর হুল্লোড়ের শেষে আবার ফিরতে হবে পাট্টায়ায়। নভেম্বরের শেষে বেশ মনোরম আবহাওয়া এখানে। ঠান্ডার লেশমাত্র নেই। ঝকঝকে নীল আকাশ। রোদের তেজটাও খুব চড়া নয়। সাগরস্নানের শেষে গ্লাসবটম বোটে চড়ে চললাম সমুদ্রের মাঝে প্রবাল-দর্শনে। জলের নীচে ভাসছে অপূর্ব প্রবাল আর রংবেরঙের মাছের দল। ফিরে চললাম পাট্টায়ায়।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পরে রওনা হলাম ব্যাংককের উদ্দেশে। যাত্রাপথে বাস থামল জেমস গ্যালারিতে। এখানে দামি পাথর কেটে নানাধরনের গয়না তৈরি দেখানো হল।

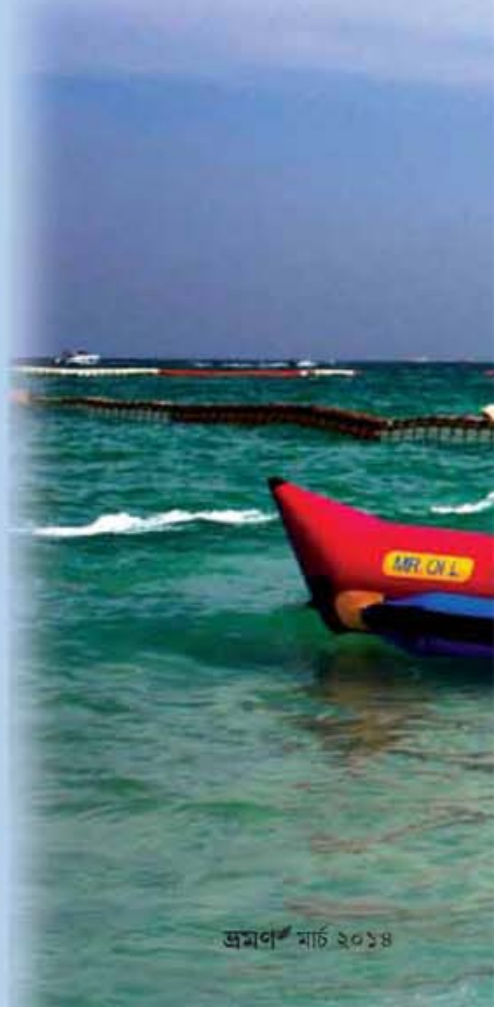

চোখধাঁধানো পাথরের জৌলুস। কেনাকাটার ব্যবস্থাও রয়েছে। এখান থেকে আবার বাস ছুটে চলল প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে। দু'পাশে সবুজ প্রকৃতি।

বিকেলের আগেই থাইল্যান্ডের রাজধানী শহর ব্যাংকক পৌঁছে দেখতে গেলাম শহরের অন্যতম বিখ্যাত মন্দির গোল্ডেন বুদ্ধ টেম্পল। মন্দিরটির পোশাকি নাম ওয়াট ট্রাইমিট। সুউচ্চ মন্দিরটির চারতলায় রয়েছে স্বর্ণবুদ্ধমূর্তি। মন্দিরের গায়ে সুন্দর ভাস্কর্য। চূড়াটি সোনার তৈরি। মন্দিরের মধ্যে বিক্রি হচ্ছে ফুল, মালা আর ধূপে সাজানো পুজোর ডালি। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতেই মন শান্তিতে ভরে গেল। ধ্যানমগ্ন সোনার বুদ্ধমূর্তির সামনে চলছে লামাদের প্রার্থনা। মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে শোভা পাচ্ছে রঙিন চিত্রকলা। তাতে ফুটে উঠেছে বুদ্ধের জীবনী। মূলমন্দির ছাড়াও এখানে আরও কয়েকটি ছোট বুদ্ধমন্দির আছে। সেগুলিতে বুদ্ধের নানা রূপের মূর্তি রয়েছে। তারই মধ্যে একটিতে রয়েছে শায়িত বুদ্ধমূর্তি। এখানে রয়েছে লামাদের বিদ্যালয় আর বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক সংগ্রহশালা। মন্দির দেখে চললাম হোটেলে। হোটেলে পৌঁছতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। পথে চোখে পড়ল রংবেরঙের ট্যাক্সি আর অটোর মতো দেখতে স্থানীয় যান 'টুকটুক'। শহরের মাঝখান দিয়ে বইছে চাওফ্রায়া নদী। নদীর তীরে রাজার বাড়ি।

পরদিন সকালে হঠাৎই আবহাওয়া খারাপ হল। একনাগাড়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোলাম শহর ঘুরতে। বৃষ্টিভেজা পথ দিয়ে বাস চলেছে শহরের সীমানায়। গন্তব্য সাফারি ওয়ার্ল্ড। এটি ব্যাংককের অন্যতম আকর্ষণ। যথাসময়ে সেখানে পৌঁছে দেখি পর্যটকদের ঢল নেমেছে। টিকিট কাউন্টারে বিশাল লাইন।

গাছগাছালির ঘেরাটোপে চমৎকার সাজানো এই অঞ্চল। নানাধরনের বন্যপ্রাণী নিয়ে এ এক আশ্চর্য জগৎ। এখানে বিভিন্ন জায়গায় সর্বক্ষণই চলছে নানাধরনের অ্যানিম্যাল শো। প্রবেশপথের সামনেই খোলা জায়গায় হরেকরকমের ম্যাকাও পাখি গাছের ডালে ঝুলছে। সব পাখিই ছাড়া রয়েছে। সেখানে চলছে ফটো তোলার হিড়িক। পাখিগুলোর তাতে কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই। প্রবেশ করে প্রথমেই গেলাম শিম্পাঞ্জির খেলা দেখতে। স্টেজের ওপর শিম্পাঞ্জির গিটার-ড্রাম বাজানো, নাচ, জিমন্যাস্টিক, কুস্তি দেখে অবাক হতে হয়। এরপর দেখলাম আর-এক জায়গায় সিলমাছের খেলা। কুচকুচে কালো জলচর প্রাণীগুলো দারুণ খেলা দেখাল জলের মধ্যে। শো দেখার পরে ঘুরে দেখলাম পাখির আস্তানা। সাফারি ওয়ার্ল্ডের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট খাল। তার মাঝে ভাসছে গ্রামের মডেল। খালের ওপর সেতু পেরিয়ে স্টান্ট শো দেখতে গেলাম। রোমহর্ষক, দুঃসাহসিক খেলা দেখাল স্টান্টম্যানরা। সাফারি ওয়ার্ল্ডের রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। খাওয়া শেষে দেখতে গেলাম অসাধারণ ডলফিন শো। এরপর বাসে করে অ্যানিম্যাল সাফারি পার্কে দেখলাম নানাধরনের বন্যপ্রাণী। প্রায় সারাদিন কাটিয়ে বাসে চললাম শহরের আর-একটি বৌদ্ধমন্দির দেখতে। মন্দিরটির নাম ওয়াট হুয়ালাম ফং। রাজা পঞ্চম রাম এই মন্দিরের নির্মাতা। মন্দির জুড়ে অনবদ্য ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। ভিতরের বুদ্ধমূর্তিটিও দেখার মতো। সন্ধেবেলা কাটল এখানকার বিখ্যাত শপিং স্ট্রিট ইন্দ্রা স্কোয়ারের শপিং মল আর হকার্স কর্নারে। জামাকাপড় থেকে ঘর-সাজানোর জিনিস, সবই মিলবে এখানে। দরদামও করা যায় অনেক দোকানে। আজই ব্যাংককে আমাদের শেষ রাত।

কোরাল আইল্যান্ড, পাটায়া

কিন্নর স্পিতি লাহুলের পথে পথে

পম্পি মজুমদার

হিমাচলের কিন্নর, স্পিতি ও লাহুল উপত্যকায় তন্নতন্ন করে বেড়ানোর কথা। সিমলা থেকে শুরু করে এ-ভ্রমণ শেষ হয়েছে মানালিতে। পথে পড়েছে বরফে ঢাকা কুনজুম পাস, বারালাচা লা আর বরফহীন রোটাং পাস। জুন থেকে সেপ্টেম্বর এ-পথে যাওয়ার ভালো সময়।

স্পিতি নদী □ সন্দীপন মজুমদার

কল্পা থেকে কিন্নর-কৈলাস শৃঙ্গ □ ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

মহাসপ্তমীর ভোর প্রায় পাঁচটায় কালকা পৌঁছে সেখান থেকে শিবালিক এক্সপ্রেসে এক অনিন্দ্যসুন্দর যাত্রাপথ ধরে পাহাড়, ঝরনা পেরিয়ে বেলা এগারোটা নাগাদ পৌঁছলাম সিমলায়। হোটেলে ঢুকে স্নান-খাওয়া সেরে হাঁটাপথে ঘুরে নিলাম সিমলার মাল, লক্কড় বাজার ইত্যাদি অঞ্চল।

২৬ সেপ্টেম্বর সকালে আমরা সিমলা থেকে বেরিয়ে পড়লাম ২১ দিনের জন্য।

আমাদের ভ্রমণসূচি এইরকম— ঘুরব সম্পূর্ণ কিন্নর এবং স্পিতি ও লাহুল উপত্যকা, ফিরব রোটাং লা পেরিয়ে মানালি— শেষে মান্ডি ও দড়লাঘাটের মতো সবুজে মোড়া হিমালয়কে দেখে কালকা থেকে ফেরার ট্রেন ধরব।

সেইমতো রওনা হলাম রামপুরের উদ্দেশে। কুফরি, ফাগু, থিয়োগ, নারকান্ডা পার হয়ে, কিন্নলেই সর্বপ্রথম দেখা মিলল অনেক নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া শতদ্রু নদীর। দুপুরে পৌঁছলাম রামপুর। দেখলাম ছোট্ট শহর রামপুরের বিখ্যাত পদম প্যালেস, লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির এবং দু'চোখ ভরে শতদ্রুকে— যার তীরেই গড়ে উঠেছে রামপুর শহর।

পরদিন সকালে চললাম হিমাচলের বিখ্যাত গ্রাম নিরমন্ডে। রামপুর শহর থেকে সিমলার দিকে খানিকটা পিছিয়ে এসে 'নিরমন্ড' বলে দিক নির্দেশ করা রাস্তা দিয়ে নীচে নেমে শতদ্রুর ওপরে ব্রিজ পেরিয়ে এগিয়ে চললাম নিরমন্ডের দিকে। যাওয়ার পথে পাইনের বন চোখ জুড়িয়ে দিল আমাদের। স্থানীয় গাড়ি ছাড়া এই রাস্তায় যান চলাচল খুবই কম। কুলু জেলায় নিরমন্ডের ছোট্ট বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে গ্রাম ঘুরতে বেরলাম। গ্রামের একটু ভিতরে ঢুকতেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন গ্রামেরই

দীপক তাল

জমিদার সুরিন্দর শর্মা। শর্মাজির আপেল বাগান আছে। বছরের এই সময়ে তিনি আপেল তোলার কাজ দেখাশোনার জন্য নিরমন্ডে আসেন এবং বাকি সময়ে থাকেন সিমলায়। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তিনি আমাদের অম্বিকা মাতা, দক্ষিণী মহাদেব এবং নিরমন্ডের প্রধান দেবতা পরশুরামের মন্দির সহ পুরো গ্রাম ঘুরে দেখালেন। বললেন এই স্থান ৫১ সতী পীঠের অন্যতম কারণ এই স্থানে সতীর মুণ্ড পড়েছিল এবং এর থেকেই এই গ্রামের নাম হয়েছে 'নিরমন্ড'। দুপুরে নিরমন্ড থেকে রওনা হয়ে

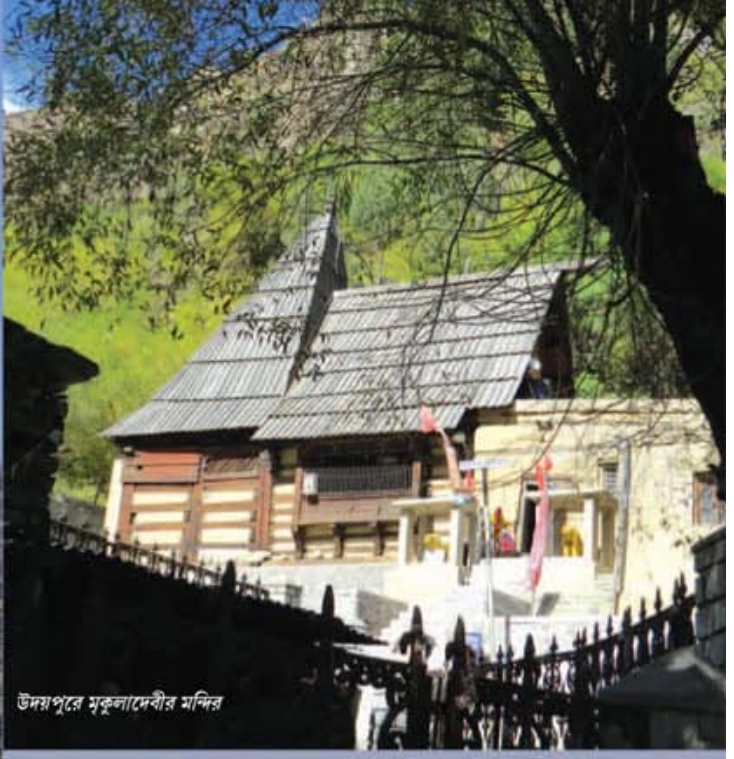

উদয়পুরে মৃকুলাদেবীর মন্দির

রামপুর ছাড়িয়ে শেষ বিকেলে জিয়োরি থেকে ডানদিকের রাস্তা ধরে এসে পৌঁছলাম সারাহানে। হোটেলে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে সন্ধ্যাবেলায় দেখলাম ভীমাকালী মন্দিরে আরতি। পরদিন অর্থাৎ দশেরার দিন, সারাহানের আঞ্চলিক মেলা দেখব বলে সেইদিনও সারাহানে থাকার পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল। দেখলাম বিভিন্ন দেবতাদের নিয়ে বিভিন্ন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, যেগুলির প্রত্যেকটিই চলে যাচ্ছে ভীমাকালী মন্দিরের অন্দরে। মন্দিরে যাওয়ার নিম্নমুখী রাস্তার শুরু থেকে মন্দিরের পিছন পর্যন্ত আশপাশের গ্রাম থেকে বিভিন্ন

এই দু'টি পাতার ছবিগুলি তুলেছেন অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

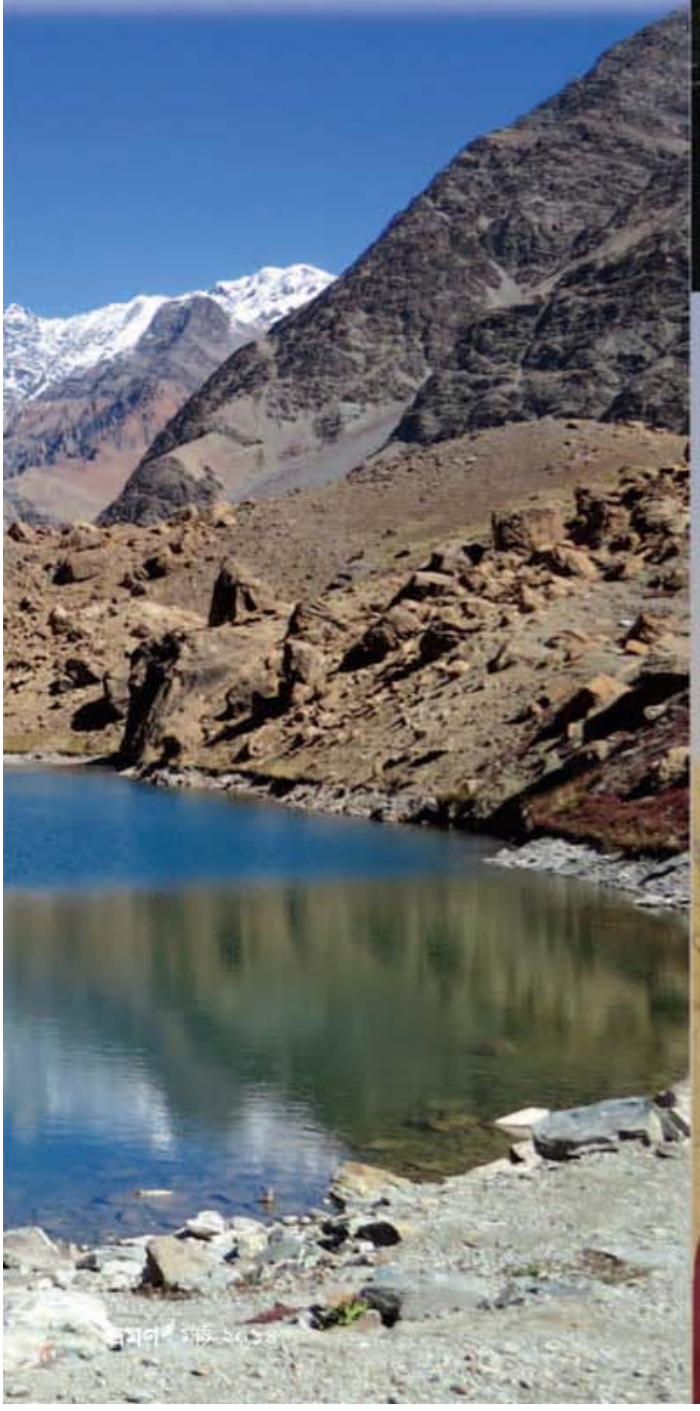

হিমাচলি পরিবার

শিশু গ্রামের পথে □ ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

মানুষ এসে সাজিয়ে বসলেন পশরা। কিন্নরী মহিলাদের দাঠু এবং বিভিন্ন হাতের কাজের জিনিস, সোয়েটার, মাফলার, হিমাচলি লোকসঙ্গীত শিল্পীর সি ডি— কী নেই সেই মেলায়! মেলা দেখার ফাঁকেই দেখে নিলাম সারাহানের পক্ষীবিহার, হাওয়ামহল এবং রাজবাড়ি। রাতে শুরু হল ভীমাকালী মন্দির চত্বরে দশেরা উপলক্ষে হিমাচলি লোকসঙ্গীত এবং গান বাজনার আসর। বেশ রাতে হোটেলে ফিরলাম।

দু'দিন সারাহানে কাটিয়ে সকালে আমরা রওনা হলাম কিন্নরের একট নতুন স্থান কাফনুর উদ্দেশে। সারাহান থেকে বাধাল পর্যন্ত সিমলা জেলার অন্তর্গত। বাধালের কিছু পরেই 'কিন্নর দ্বার' নামক তোরণ পেরিয়ে কিন্নর জেলায় প্রবেশ করলাম। ওয়াংটু পর্যন্ত এসে সোজা রাস্তায় না গিয়ে বাঁদিকে শতদ্রুর ওপর ব্রিজ পেরিয়ে আবারও বাঁদিকে ঘুরে কাফনুর রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পরে চোখে পড়ল একটি তোরণ যাতে লেখা আছে— 'ওয়েলকাম টু ভাবা ভ্যালি।'

কাফনু পৌঁছে সেখানকার একমাত্র হোটেলে উঠলাম। কাফনুর মতো অপূর্ব সুন্দর স্থান পর্যটকদের ভিড় থেকে এখনও দূরে। পাশে বয়ে চলেছে ভাবা নদী। হোটেল থেকে সামান্য দূরত্বে ভাবা নদীর বাঁধে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট কাফনু লেক। দুই কিলোমিটার দূরে হোমতে ঝরনা, চারদিকে আপেলবাগান এবং দূরে বরফ-ঢাকা পাহাড় নিয়ে অপরূপা কাফনু। কাফনুতে প্রচুর আপেল হয়। সেপ্টেম্বরের শেষে আপেল বাক্সবন্দি করে বড় বড় ট্রাকের মাধ্যমে দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই ছোট্ট জনপদ ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

কাফনুতে একরাত কাটিয়ে পরদিন সকালে চললাম সাংলার উদ্দেশে। পথে টাপরিতে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। করছাম ছাড়িয়ে ডানহাতের পথে চারদিকে বরফাবৃত পাহাড়, প্রচুর ফলন্ত আপেল গাছ এবং তুঁতে রঙা বাসপা নদীকে দেখেই বুঝলাম সাংলা ভ্যালিতে প্রবেশ করেছি। দেখলাম আপেল গাছে মোড়া সাংলা গ্রামকে। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি এবং বাড়ি-সংলগ্ন আপেলের বাগান, বাঁধাকপির খেত পাথরের প্রাচীর দিয়ে সুন্দরভাবে ঘেরা। প্রায় দুই কিলোমিটার চড়াই পথে দেখে নিলাম একটি ছোট টিলার মাথায় বৌদ্ধ মন্দির এবং কামরু দুর্গকে। সেখান থেকে আবার পাখির চোখে সম্পূর্ণ সাংলা উপত্যকা দৃশ্যমান।

সাংলা থেকে পরদিন ২৬ কিলোমিটার দূরে ছিটকুলের পথে রওনা হলাম। বাসপা-র পাশ দিয়ে শুরু হল পথচলা। পাহাড়-পথ থেকে নীচে সাংলা উপত্যকার অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা গেল। চলার পথে দেখে নিলাম বাসপার রিভার বেডে বিভিন্ন ক্যাম্পরিসর্ট। কিন্তু আমরা ছিটকুলে থাকব বলে পথচলা অব্যাহত রইল। কখনও রাস্তার ওপর বয়ে চলা পাহাড়ি ঝোরা আবার কখনও ছোট ব্রিজ পার হয়ে বোল্ডারের রাজত্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। দেখতে দেখতে পৌঁছলাম ছিটকুল।

হোটেলে জিনিসপত্র নামিয়েই ছুটলাম গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা নীচে বাসপার জলের স্পর্শ পেতে। কাছে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। দূরে তিব্বত সীমানার পর্বতের সারি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাছের সারি ও তুঁতে রঙা নদী— সব

পেরিয়ে এলাম কাসাং নালা। গাড়ির মধ্যেও জল গায়ে এসে লাগে, এতই তীব্র তার স্রোত। পথের দু'পাশে পাহাড়ের গায়ে এখন শুধু রুক্ষ ঘাসজাতীয় কিছু গুল্ম। স্পিলো, আকপা পেরিয়ে মিলিটারি চেকপোস্ট এবং তার সামনে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট শিবদুর্গার মন্দির পেরনোর পরেই আমরা দেখলাম দু-চারটে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারণ বোঝার জন্য গাড়ি থেকে নামতেই আমরা দেখলাম ওপর থেকে নেমে আসছে অসংখ্য পাথর, তার সঙ্গে ধুলোতে ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক।

মিলিয়ে এক অনবদ্য ছবি। ছিটকুল গ্রামে দেখলাম ছিটকুল মাতার মন্দির, ভারতের একদিকের সীমান্তের শেষ চায়ের দোকান এবং ছিটকুলে সাকুল্যে ৬১৩ জন বাস করার প্রমাণস্বরূপ একটি ছোট হোর্ডিং। গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা এক পাহাড়ি ঝোরাই গ্রামবাসীদের জলের চাহিদা পূরণ করে। দেখলাম এক বৃদ্ধ চাচাকে নিজের ঘরে তাঁতে বসে উল দিয়ে চাদর বুনতে।

পরদিন ঝকঝকে নীল আকাশ মাথায় করে ছবির মতো ছিটকুল ছাড়িয়ে চললাম কল্পার দিকে। পথে সাংলার পর পেরিয়ে এলাম পাহাড়ি গ্রাম রকছাম। বাসপা এসে শতদ্রুর বুকে বিলীন হল করছামে। শতদ্রুকে সঙ্গী করে রেকংপিও পৌঁছবার আগেই দূর থেকে দেখা গেল কিন্নর-কৈলাস রেঞ্জ। রেকংপিও থেকে কল্পা যাওয়ার রাস্তাটি চিলগোজা ও পাইনের সমাহারে অতুলনীয়। পরদিন কোজাগরী পূর্ণিমায় হিমালয়ের অপার্থিব সৌন্দর্য দেখার জন্য দিনটি কল্পার জন্যই বরাদ্দ ছিল। সকালে ঘুরে নিলাম চিনি এবং রোঘি গ্রাম। আপেল, আখরোট, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফলে, শস্যে এবং হাসিখুশি মানুষদের নিয়ে কল্পা। আর সারাদিন ধরে শুধুই দেখেছি বাণেশ্বরের ৭৯ ফুট শিবলিঙ্গের ওপরে বিভিন্ন রঙের খেলা। কল্পার সব জায়গা থেকেই কিন্নর কৈলাস গিরিশৃঙ্গের সঙ্গে যেন চোখাচোখি হয়।

কল্পা থেকে পরদিন ভোরে এগিয়ে চললাম নাকোর দিকে। এ পথে গাড়ির ভিড় নেই বললেই চলে। ধীরে ধীরে সবুজের ঘনত্ব কমে আসতে লাগল। পথে পেরিয়ে এলাম কাসাং নালা। গাড়ির মধ্যেও জল গায়ে এসে লাগে, এতই তীব্র তার স্রোত। পথের দু'পাশে পাহাড়ের গায়ে এখন শুধু রুক্ষ ঘাসজাতীয় কিছু গুল্ম। স্পিলো, আকপা পেরিয়ে মিলিটারি চেকপোস্ট এবং তার সামনে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট শিবদুর্গার মন্দির পেরনোর পরেই আমরা দেখলাম দু-চারটে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারণ বোঝার জন্য গাড়ি থেকে নামতেই দেখলাম ওপর থেকে নেমে আসছে অসংখ্য পাথর, তার সঙ্গে ধুলোতে ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক। পাথরগুলি ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে সোজা নেমে গেল শতদ্রুর বুকে। সেই সঙ্গে হল বিকট শব্দ ও জলোচ্ছ্বাস। ভয়াবহ এই ধসের পরেও ছোট ছোট পাথর পড়তেই থাকল। ড্রাইভারদের কথামতো আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে একরকম দৌড়েই রাস্তাটা পেরলাম। ড্রাইভাররা জায়গাটি অতিক্রম করল খালি গাড়ি নিয়ে। আবারও শুরু হল পথচলা। এসে পড়ল খাব— এক অপূর্ব জায়গা। এখানেই শতদ্রুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে স্পিতি নদী। দু'পাশের পাহাড় একেবারে খাড়া ও পাশে সরে এসেছে। শতদ্রুকে বিদায় জানিয়ে স্পিতির সঙ্গে শুরু হল সফর। রাস্তা একেবারে নির্জন— বৃক্ষহীন পর্বত, মাঝে-মধ্যে বরফাবৃত শৃঙ্গ এবং অনেক অনেক নীচে গভীর গর্জের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা স্পিতি। কোনও কোনও পাহাড়ের কোলে একফালি সবুজ জমিতে অতিকষ্টে চলছে কৃষিকাজ। হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর রূপের এই অত্যাশ্চর্য দিকটি আমার কাছে একেবারেই অজানা ছিল। ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছুঁল— পৌঁছলাম নাকো।

লিও পার্গিল রেঞ্জে ঘেরা ছোট গ্রামটিতে

চলছে শীতের প্রস্তুতি। আলুচাষ শেষ— পরবর্তী ছয় মাসের জন্য আলু সংরক্ষণের কাজ চলছে। অল্প কয়েকটি আপেলবাগান। বিকেলের দিকে শীতের কামড় যথেষ্ট। কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার প্রবল দাপট। গ্রামের শেষ প্রান্তে নাকো গুম্ফা। নাকো কিন্নর জেলার অন্তর্গত হলেও কিন্নরের কোনও প্রভাব এখানে নেই বললেই চলে। সবটাই তিব্বতি সংস্কার-সংস্কৃতি লালিত। হোটেলের পাশের রাস্তা ধরে আমরা চললাম নাকো লেক দেখতে। চারদিকে পপলারের হলুদ পাতায় ছাওয়া অপূর্ব এক স্থানে অবস্থিত নাকোর এই পবিত্র লেক। ততক্ষণে চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। বৃষ্টিও নামল। ফিরে এলাম হোটেলে।

পরদিন ভোরে বেরিয়ে পৌঁছলাম মালিং নালার কাছে। অনেকটা জায়গা নিয়ে রাস্তার ওপর আছড়ে পড়েছে এই বিশাল নালা। বেলা বাড়তেই সে ধারণ করে ভয়ঙ্কর রূপ— হাওয়ার বেগে, জলের স্রোতে ভেসে আসে এবং ছিটকে পড়ে পাথর। নালা পেরিয়েই গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। সকাল থেকেই পাথর পড়ছে— পরিষ্কারের কাজও চলছে সমানতালে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর রওনা হওয়া গেল। এরপর অনেকটা পথ গিয়ে হুরলিঙে চা-পর্ব সেরে শেষ দুপুরে চারদিকে রংবেরঙের কারুকাজ করা মরু পাহাড়ের মাঝে দূর থেকে একফালি সবুজ জমি এবং বাড়িঘর চোখে পড়তেই বুঝলাম, পৌঁছে গিয়েছি তাবো।

রাস্তার ওপরেই নজর কাড়ে তাবো মনাস্ট্রির প্রধান ফটক। ফটক পেরিয়ে পথ চলে গেছে ভিতরে। ৯৯৬ সালে স্থাপিত এই মনাস্ট্রির ভিতরে অত্যন্ত অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম থাঙ্কা এবং ফ্রেস্কো চিত্র। একদম ভিতরের ঘরে একজন লামা বসে তিব্বতি ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণে বুদ্ধের পুজো করছেন। পুরনো এবং নতুন মনাস্ট্রির চোর্তেনগুলিও দেখা হল। বিকেলে নতুন মনাস্ট্রি-চত্বরে লামাদের খেলাধুলোর অনুশীলন এবং দূর থেকেই দলাই লামার জন্য সংরক্ষিত ঘরখানি দেখলাম। রাতে তাবো ভেসে গেল চাঁদের আলোয়। পরদিন বেশ ভোরে বেরিয়ে পড়লাম।

স্পিতির কয়েকটি বিখ্যাত গুম্ফা দেখে আমরা যাব পিন-পার্বতী উপত্যকার শেষ গ্রাম মুদ-এ। তাবো ছেড়ে গাড়ি চলল সিচলিং-এ। পথের পাশে পাশে চলল স্পিতি। সিচলিং ছাড়িয়ে কিছু পরেই পথ দু'ভাগ হয়ে গেল। ডানদিকের পথ ধরে চড়াই পথে আমাদের গাড়ি চলল সাত কিলোমিটার দূরের ধাংকার গুম্ফার দিকে। যত ওপরে উঠতে লাগলাম, দূরের বহুধারায় বিভক্ত স্পিতি ততই অপরূপা হয়ে চোখের সামনে ধরা দিল। ধাংকারের নতুন গুম্ফা এবং গুম্ফার অতিথিনিবাসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কিছু নীচে ধাংকার গ্রাম। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে ধাংকারের পুরনো গুম্ফা। ধাংকার দেখার পর দেখে নিলাম একে একে লালুং, কুংরি, গুলিং, মিক্কিম প্রভৃতি বিখ্যাত গুম্ফা। এরপর চললাম গিউ গ্রামে। স্বাগত-তোরণ পেরিয়ে গিউ গ্রামে ঢোকার মুখে হলুদ পপলারের সারি এক অপূর্ব শোভা সৃষ্টি করেছে। এই গ্রামেই দেখলাম একটি মমি যিনি কোনও এক সময়ে এখানকার রানি ছিলেন। গ্রামের মানুষদের কথায়, এই মমি কয়েক হাজার বছরের পুরনো এবং এর চুল ও নখ এখনও জীবিত মানুষের মতোই স্বাভাবিক। গিউ থেকে

রংরিক, হংসা প্রভৃতি একের পর এক ছবির মতো গ্রাম পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম লোসারে। অপূর্ব সুন্দর এই গ্রামে ঢোকার মুখেই পেয়েছিলাম বরফের দেখা। এখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে চললাম কুনজুমের দিকে। যতই পাসের দিকে এগোচ্ছি ততই বরফের পরিমাণ বাড়ছে, রাস্তাও ক্রমশ দুর্গম হচ্ছে। পাগল-করা সৌন্দর্য চারদিকে। সব পাহাড় আপাদমস্তক বরফে মোড়া। ধীরে ধীরে গাড়ি উঠে এল কুনজুম টপে।

রওনা হলাম মুদ গ্রামের দিকে। স্পিতি ছেড়ে প্রবেশ করলাম অপরূপা পিন-পার্বতী উপত্যকায়। হিমালয়ের শোভা এখানে তুলনাহীন। তেমনই তুলনাহীনা পিন এবং পার্বতী নদী। মুদ যাওয়ার পথে রাস্তায় কর্মরত সব মানুষের দুটো চোখ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে জড়ানো অবস্থায় দেখলাম। প্রচণ্ড ঠান্ডার প্রকোপ থেকে বাঁচতেই এই ব্যবস্থা। পথ ধূলিময়। সেই ধুলোয় পথের

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে ১২৩১১ কালকা মেল রাত ৭টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে তৃতীয় দিন ভোর ৪টে ৩০ মিনিটে কালকা পৌঁছয়। কালকা স্টেশনে নেমে সেখান থেকে টয়ট্রেন কিংবা গাড়িতে পৌঁছন সিমলা। তবে টয়ট্রেনে চড়ে যাওয়ার মজাই আলাদা। আবার চন্ডিগড় স্টেশনে নেমে বা বিমানে চন্ডিগড় বিমানবন্দরে পৌঁছে সেখান থেকেও গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছতে পারেন ১২০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত সিমলাতে। কালকা বা চন্ডিগড় থেকে সিমলা পৌঁছতে পুরো গাড়িভাড়া পড়বে ২,০০০-২,৫০০ টাকা। গোটা হিমাচল প্রদেশেই ঘোরার জন্য গাড়ি ভাড়া করে নেওয়াটাই সুবিধাজনক। তাতে সময়ও বাঁচে, আবার ঘোরার আনন্দটাও পুরো মাত্রায় উপভোগ করা যায়। দলের সদস্যসংখ্যা অনুযায়ী ছোট বা বড় গাড়ি ঠিক করতে পারেন। ছোট গাড়ির (টাটা ইন্ডিকা, শেভ্রলে বিট ইত্যাদি) ভাড়া ২,২০০-২,৪০০ টাকা প্রতিদিন, আর বড় গাড়ির (টাটা, সুমো, ইনোভা ইত্যাদি) ভাড়া ২,৫০০-৩,২০০ টাকা প্রতিদিন। তবে পর্যটক-সমাগম বুঝে, সফরসূচি অনুযায়ী এবং তেলের দাম কমা-বাড়ার ওপর গাড়িভাড়াও ওঠা-নামা করে।

কোথায় থাকবেন

রামপুরে রয়েছে হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজমের **ব্যুশেহার রিজেন্সি** (☎০১৭৮২-২৩৪১০৩), এখানে দ্বিশয্যার ইকনমি ঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা, রেগুলার ঘরে ভাড়া ১,৭০০ টাকা। এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,২০০ টাকা, এ সি সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৫০০ টাকা। ব্যুশেহার স্যুইটের ভাড়া ২,৯০০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **রিভার রক**, ভাড়া ৮০০-১,২০০ টাকা। **রতন রিজেন্সি**, ভাড়া ৭০০-১,২০০ টাকা। বুকিং: ☎২২৩১-৮০১৯

সারাহানে রয়েছে হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজমের **হোটেল শ্রীখণ্ড** (☎২৭৪২৩৪), দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৬০০-২,২০০ টাকা। কোজি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৭০০ টাকা, দ্বিশয্যা শ্রীখণ্ড স্যুইটের ভাড়া ২,৮০০ টাকা। **শ্রীখণ্ড কটেজ** দ্বিশয্যা কটেজের ভাড়া ৩,০০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল বাসাল**, ভাড়া ৭০০-৮০০ টাকা। **ত্রিহনস্**, ভাড়া ৯০০-১,২০০ টাকা। **জীবন জ্যোতি**, ভাড়া ৮০০-১,০০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৪৩৩৮-১৩৬৭৮

হোটেল সাগরিকা (☎৪০৬৬-০২৩৫) ভাড়া ১,২০০-১,৮০০ টাকা।

এছাড়া কম খরচে থাকতে চাইলে **ভীমাকালী মন্দির কমিটির গেস্টহাউস** আছে মন্দির লাগোয়া। দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৩৫০-৫৫০ টাকা। তবে আগে থেকে চিঠি লিখে যোগাযোগ

প্রয়োজনীয় তথ্য

করতে হবে এই ঠিকানায়:
Sri Bhimakali Temple Trust Guest House
Sarahan Bushahr
Dist: Shimla, Himachal Pradesh-172 102
☎274248
কাফনুতে রয়েছে **লেক ভিউ রিসর্ট** (☎৯৪৩৩৮-১৩৬৭৮), ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা।
সাংলাতে রয়েছে প্রাইভেট হোটেল: **সিডার অ্যান্ড স্নো ভিউ, হোটেল রবি**, ভাড়া ৯০০-১,৬০০ টাকা। বুকিং: ☎৪০৬৬-০২৩৫
মোনাল রিজেন্সি, মধু গেস্টহাউস, ভাড়া ৮০০-১,২০০ টাকা। **লেক ভিউ রিসর্ট**, ভাড়া ৯০০-১,৫০০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৮৩০১-৮৯৭৭৮
দেবী রিজেন্সি (☎৯৮৭৪৩-৭৩৩৮০), ভাড়া ১,২০০-১,৪০০ টাকা।
ছিটকুলে থাকার জন্য রয়েছে **যাযাবর ক্যাম্প রিসর্ট**, ভাড়া ১,৮০০ টাকা।
হোটেল অ্যালপাইন, ভাড়া ১,০০০ টাকা।
বুকিং: ☎৪০৬৬-০২৩৫
পাঞ্চালি রিসর্ট (☎০৯৮৩০২-৫৮৮২৮) ভাড়া ১,৪০০-১,৮০০ টাকা।
কল্পায় রয়েছে হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজমের **হোটেল কিন্নর কৈলাস** (☎০১৭৮৬-২২৬১৫৯), রেগুলার দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২,২০০ টাকা, সেমি-ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,২০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,৭০০ টাকা, কোজি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৫,০০০ টাকা, দ্বিশয্যার কিন্নর কৈলাস স্যুইটের ভাড়া ৬,০০০ টাকা। **সান এন স্নো কটেজ**, তিনশয্যা ঘরের ভাড়া ১,১০০ টাকা, চারশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা। রেগুলার দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা। **কৈলাস কটেজ**, তিনশয্যার ফ্যামিলি স্যুইটের ভাড়া ২,৩০০ টাকা, চারশয্যার ফ্যামিলি স্যুইটের ভাড়া ২,৫০০ টাকা।
প্রাইভেট হোটেল: **চিনি বাংলো, নিউ শিবালিক, পার্বতী**, ভাড়া ৯০০-১,৬০০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৮৭৪৩-৭৩৩৮০
রয়্যাল রিসর্ট, কিন্নর ভিলা, ভাড়া ৯০০-১,৩০০ টাকা। **দি গ্র্যান্ড সাংগ্রিলা**, ভাড়া ১,৮০০-২,৭০০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৮৩০৩-৭১৭৪৪
হোটেল শিবালিক, হোয়াইট নেস্ট, মোনাল রেসিডেন্সি, ভাড়া ৯০০-১,৬০০ টাকা।
বুকিং: ☎৪০৬৬-০২৩৫
নাকোতে থাকার জন্য রয়েছে **হোটেল লিও পারগিল** (☎২২৩১-৮০১৯), ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা। **কিন্নর ক্যাম্প** (☎৯০০৭০-০৯০৬১), দু'জনের থাকা-খাওয়া নিয়ে খরচ ৫,২০০ টাকা।
তাবোতে থাকার জন্য রয়েছে **তাবো মনাস্ট্রি**, ভাড়া ৫০০-৭০০ টাকা। **তাসি খাংগসার**, ভাড়া ৯০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৪৩৩৮-১৩৬৭৮
হোটেল সিদ্ধার্থ, টাইগার ডেন, ভাড়া ১,১০০-১,৪০০ টাকা। বুকি: ☎৪০৬৬-০২৩৫।
মুদ গ্রামে থাকার জন্য রয়েছে **তারা পেইং গেস্টহাউস** এবং **পিন পার্বতী গেস্টহাউস**।
কাজাতে রয়েছে হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজমের **হোটেল দ্য স্পিতি** ☎(০১৯০৬) ২২৭৫২, রেগুলার দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৮০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা, দ্বিশয্যা স্পিতি স্যুইটের ভাড়া ২,১০০ টাকা।
প্রাইভেট হোটেল: **পারাসোল রিট্রিট**, ভাড়া ৯০০-১,৩০০ টাকা। **শাক্য আরোড**, ভাড়া ৮০০-১,৩০০ টাকা। **হোটেল স্নো লায়ন**, ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৮৩০১-৮৯৭৭৮
স্পিতি সরাই, স্পিতি ভ্যালি, ভাড়া ১,১০০-১,৪০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৭৪৩-৭৩৩৮০
শিশু গ্রামে থাকার জন্য রয়েছে **পি ডব্লিউ ডি রেস্টহাউস** ও **ত্রিবেণী গেস্টহাউস**।
কেলংয়ে থাকার জন্য রয়েছে হিমাচল ট্যুরিজমের **হোটেল চন্দ্রভাগা** (☎২২২৩৯৩, ২২২২৪৭), রেগুলার দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৯০০ টাকা, দ্বিশয্যার ফ্যামিলি স্যুইটের ভাড়া ৩,০০০ টাকা, দ্বিশয্যার চন্দ্রভাগা স্যুইটের ভাড়া ৩,১০০ টাকা।
প্রাইভেট হোটেল: **তাশি ডেলং**, ভাড়া ১,০০০-১,৬০০ টাকা। **হোটেল ডেকিত**, ভাড়া ৯০০-১,৩০০ টাকা। বুকিং: ☎২২৩১-৮০১৯
নিউ জে স্পা (☎৪০৬৬-০২৩৫), ভাড়া ১,১০০-১,২০০ টাকা।
মানালিতে রয়েছে হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজমের **হোটেল লগ হাটস**, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৬,০০০ টাকা, প্রিমিয়াম ঘরের ভাড়া ৮,০০০ টাকা। **হামতা হাটস**, ভাড়া ২,৩০০ টাকা। **অর্কাড হাট**, ভাড়া ৬,০০০ টাকা (ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। বুকিং: ☎২৫৩২২৫/৬
হোটেল রোটাং মানালসু (☎২৫২৩৩২), **ব্লক-এ**: ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৮০০-১,৯০০ টাকা, মানালসু স্যুইটের ভাড়া ২,১০০ টাকা। **ব্লক-বি**: ইকনমি ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, দ্বিশয্যা রেগুলার ঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, চারশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা।
হোটেল বিয়াস, ইকনমি ঘরের ভাড়া ৯০০-১,০০০ টাকা, রেগুলার ঘরের ভাড়া ১,২০০-১,৪০০ টাকা, ফ্যামিলি স্যুইটের ভাড়া ১,৫০০-১,৮০০ টাকা, বিয়াস স্যুইটের ভাড়া ২,০০০ টাকা। **ট্যুরিস্ট লজ**, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি (কমন টয়লেট) ভাড়া ৬৬০ টাকা। বুকিং: ☎২৫২৮৩২
হিড়িম্বা কটেজ (☎২৫২৩৩৪), ডিলাক্স কটেজের ভাড়া ৩,০০০ টাকা। **হোটেল কুঞ্জুম** (☎২৫৩১৯৭/৮), ডিলাক্স দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৯০০ টাকা, সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,১০০ টাকা, লাক্সারি ঘরের ভাড়া ২,২০০-২,৪০০ টাকা এবং স্যুইটের ভাড়া ৩,১০০ টাকা।
প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল আলফা, অঙ্কিত প্যালেস, বিয়াস ভ্যালি**, ভাড়া ৯০০-১,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎৪০৬৬-০২৩৫
হোটেল হিলটপ, ভাড়া ১,০০০-২,৫০০ টাকা। **হোটেল থ্রিবু**, ভাড়া ৮০০-১,৫০০ টাকা। **হোটেল হাইওয়ে**, ভাড়া ৭০০-১,৪০০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৮৩০৩-৭১৭৪৪
হোটেল রয়্যাল, ভাড়া ৮০০-১,৮০০ টাকা। **হোটেল ডে-নাইট**, ভাড়া ১,০০০-১,৮০০ টাকা, **ইউটোপিয়া রিসর্ট**, ভাড়া ১,২০০-২,০০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩০১-৮৯৭৭৮
মান্ডিতে থাকার জন্য রয়েছে **হোটেল মঞ্জুল**, ভাড়া ৮০০-১,৫০০ টাকা। **হোটেল দুর্গা**, ভাড়া ৭৫০-১,৫৫০ টাকা, **হোটেল মুনিশ রিসর্ট**, ভাড়া ১,৮০০-৬,০০০ টাকা।
বুকিং: ☎৯৮৩০১৮৯৭৭৮
দড়লাঘাটে রয়েছে হিমাচল ট্যুরিজমের **হোটেল ভাগল** (☎০৯৪১৮০-৩০৭৫৮) নন-এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,১০০ টাকা, এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৭০০ টাকা, ভাগল স্যুইটের ভাড়া ১,৮০০ টাকা।

মনে রাখবেন

এই রুটে বড় ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়ি নেওয়া বাঞ্ছনীয়। পথ সম্বন্ধে ড্রাইভারের যেন পরিষ্কার ধারণা থাকে, কেননা দুর্গম ও জনবিরল এই স্থানগুলিতে ড্রাইভার মানসিক জোর হারিয়ে ফেললে বিপদ। গাড়িতে তেল ভরার ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি দেবেন। কারণ এই অঞ্চলে পেট্রোল পাম্পের সংখ্যা খুব কম এবং একটি পেট্রোল পাম্প থেকে আর-একটি বহুদূরে অবস্থিত। গাড়ির অবস্থা ভালো করে দেখে নিতে ভুলবেন না। নাকোর পর থেকে স্পিতি-লাহুলের অধিকাংশ স্থান অধিক উচ্চতাসম্পন্ন। তাই শ্বাসকষ্টজনিত অসুবিধা এড়াতে কোকা-৬ সঙ্গে রাখবেন। প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়ায় ত্বক ফেটে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বোরোলীন জাতীয় ক্রিম সঙ্গে রাখবেন। অতি ভারী শীতবস্ত্র অবশ্যই প্রয়োজনীয়।
বিশদে জানতে ও বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:
হিমাচল প্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন নিগম
২, এইচ ইলেক্ট্রনিক্স সেন্টার (দ্বিতীয় তল)
১/১ এ, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭২
☎(০৩৩) ২২১২-৬৩৬১, ২২১২-৯০৭২
ওয়েবসাইট: www.hptdc.nic.in
সারাহানের এস টি ডি কোড: ০১৭৮২।
কেলংয়ের এস টি ডি কোড: ০১৯০০।
মানালির এস টি ডি কোড: ০১৯০২।

পাশে পড়ে থাকা বরফও মলিন বর্ণ ধারণ করেছে।

দুপুরের পর পৌঁছলাম মুদ গ্রামে। এখানে পার্বতী নদীর গতিপথের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে একটি অপূর্ব 'ইউ' আকৃতির উপত্যকা গঠিত হয়েছে। প্রবল হাওয়া এবং অসম্ভব ঠান্ডার মধ্যেই গ্রামে ঘুরতে বেরলাম। শীতের খাবার সংরক্ষণের কাজ চলছে গ্রামে। প্রত্যেকেই হাসিমুখে কঠিন ঠান্ডার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে। এই গ্রামে মাত্র কয়েকঘর মানুষের বাস। অধিকাংশ তিব্বতি বাড়ি বাথরুম-সংলগ্ন না হলেও ঘরের অন্দরসজ্জায় আধুনিকতার কোনও অভাব চোখে পড়ল না। রাতে গরম গরম ডিমের ঝোল আর ভাত দিয়ে চমৎকার ডিনার সারা হল। এই ফাঁকে দেখে নিলাম ওদের রাতের খাবার 'থেনটুক' বানানোর প্রক্রিয়া। অসম্ভব ঠান্ডার জন্য রাতে ভালো ঘুম হল না।

পরদিন ভোরে মুদ থেকে বাকরোধ করা সুন্দর পথে কাজায় পৌঁছেই বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ জনপদ কিব্বের গ্রামে। বেশ বড় গ্রাম এই কিব্বেরে রয়েছে অনেক বাড়ি এবং একটি স্কুল। চারদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণি দিয়ে ঘেরা গ্রামটি। গেলাম মাত্র চার-পাঁচ ঘর বসতি নিয়ে তৈরি তৃণগুল্মহীন বাদামি পর্বতে ঘেরা মরুভূমির মাঝে লাংজা গ্রামে। দেখলাম সর্বোচ্চ কোমিক ও

পথের বাঁদিকে টলটলে স্বচ্ছ নীল জলের ছোট্ট সরোবর দীপক তাল পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। এসে পড়লাম ভাগার উৎস সূরযতালের কাছে। এবার গাড়ি ধীরে ধীরে উঠে এল পাসের মাথায়। এক স্বর্গীয় দৃশ্যের মুখোমুখি আমরা। ১৬,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বারালাচা লা-র বুকে নেমে গেলাম আমরা বরফের ওপর। দেখলাম একটি গ্লেসিয়াল লেক জমে বরফ হয়ে আছে।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গেট্রে গ্রাম। বরফের প্রাচীরে মোড়া মরু প্রান্তরের মাঝে দেশলাই বাক্সের মতো দু'একটি করে ঘর। কোমিক গ্রামের গুম্ফায় লামাদের পড়াশোনা চলছে দেখলাম। এবার দেখতে গেলাম কী-গুম্ফা। ততক্ষণে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বেড়েছে ঠান্ডার প্রকোপও। কী-গ্রাম থেকে গুম্ফাকে পাহাড়ের গায়ে আটকে থাকা কী-গুম্ফাকে মৌচাকের মতো দেখায়। গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে গুম্ফার ভিতরে ঢুকলাম। ঝকঝকে বুদ্ধমূর্তি। গুম্ফার ভিতরে সব কিছু সাজানো গোছানো। একদম ওপরের ছাদে যাওয়ার জন্য আছে একটি মই। মই বেয়ে উঠে প্রকৃতির যা শোভা দেখলাম তা বর্ণনা করা আমার অসাধ্য কাজ। কেবল হিমালয়েরই আছে এমন অবর্ণনীয় রূপ। সন্ধ্যার মুখে ফিরে এলাম কাজায়।

পরদিন সকালে বিশ্বের সর্বোচ্চ পেট্রোল পাম্প সহ কাজা শহরটির আশপাশে খানিকক্ষণ ঘুরে এলাম। প্রাতরাশ সেরে চলা শুরু হল— আজ আমাদের কুনজুম পাস অতিক্রম করার দিন। রংরিক, হংসা প্রভৃতি একের পর এক ছবির মতো গ্রাম পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম লোসারে। অপূর্ব সুন্দর এই গ্রামে ঢোকার মুখেই পেয়েছিলাম বরফের দেখা। এখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে চললাম কুনজুমের দিকে। যতই পাসের দিকে এগোচ্ছি ততই বরফের পরিমাণ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

আমাজনের জঙ্গলে

আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস।
সপ্তম মুদ্রণ। ₹৭০

'শৈশবের এমন জাদুছবি, সেইসঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'

মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

বাড়ছে, রাস্তাও ক্রমশ দুর্গম হচ্ছে। পাগল-করা সৌন্দর্য চারদিকে। সব পাহাড় আপাদমস্তক বরফে মোড়া। ধীরে ধীরে গাড়ি উঠে এল কুনজুম টপে। কুনজুম মাতার মন্দিরে একটা চক্কর দিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। ঝকঝকে আবহাওয়া পেয়ে আমরাও উঠলাম বরফের খেলায় মেতে। হঠাৎই সম্বিৎ ফিরে পেলাম যখন দেখলাম আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি কুনজুম মাতার মন্দিরে প্রণাম সেরে উঠে বসলাম গাড়িতে।

কিছুদূর নামতেই দেখা পেলাম অনেক নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া চন্দ্র নদীর। নেমে এলাম বাতালে। ততক্ষণে ঘোর অন্ধকার হয়ে তুষারপাত শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই পথচলা শুরু হল। যেতে হবে বহুদূর। রাস্তার অবস্থা ভয়ঙ্কর। পাশে প্রবাহিত চন্দ্র নদীও তখন দৃষ্টির আড়ালে। পেরিয়ে গেলাম ছোটাধারা। অবশেষে এল ছক্রু। ততক্ষণে বরফ পড়া অনেকটা কমেছে। ছক্রুতে লাহুল পরিবার তাঁবু ফেলে যাত্রীদের থাকা-খাওয়া প্রভৃতির বন্দোবস্ত করে। সেই রকমই একটি তাঁবুতে গিয়ে চা-পান করলাম। এরপর আবার রওনা হয়ে গ্রামফু ছাড়িয়ে এসে পড়লাম খোকসারে। এই অঞ্চলে তখন বরফ নয়, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে। খোকসার ছাড়িয়ে চন্দ্র নদীর ওপর ব্রিজ পেরিয়ে চন্দ্রকে বাঁদিকে রেখে পথ চলতে চলতে সন্ধের আগে ঢুকলাম শিশু গ্রামে। ঠাঁই হল পি ডব্লিউ ডি রেস্ট হাউসে।

পরদিন সকালে দুর্যোগ কেটে গিয়ে ঝকঝকে ঘন নীল আকাশ। শিশু গ্রামে, অপরূপ হলুদ পপলারের নিবিড় ছায়ামাখা পথ, তুষারমুকুট পরিহিত হিমালয়ে ঘেরা। ফসলে- ফলে পরিপূর্ণ, একপাশ দিয়ে প্রবাহিত চন্দ্র এবং অপরূপ দুটি লেক নিয়ে শিশু গ্রাম। শিশুর পর এবার কেলং যাওয়ার পালা। পথের সৌন্দর্যে বাকরহিত হয়ে কখন গোদ্ধলা পেরিয়ে এসে পড়েছি তান্ডিতে। আমাদের পাশে চলতে থাকা চন্দ্রর সঙ্গে মিলিত হল ডানদিক থেকে বয়ে আসা ভাগা নদীর। নাম হল 'চন্দ্রভাগা'। হিমাচল প্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে কাশ্মীরে প্রবেশ করে নতুন নাম নিল 'চেনাব'। আমরা চললাম ডানদিকের রাস্তায়— ভাগা নদীর প্রবাহ-পথ ধরে কেলং-এর দিকে। অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছলাম লাহুলের সদর-শহরে। আপার এবং লোয়ার— এই দুইভাগে বিভক্ত কেলং শহরটি আয়তনে খুব বেশি বড় নয়। লোয়ার কেলং-এ আছে বাজারহাট, দোকানপাট, স্কুল প্রভৃতি। আপার কেলং-এ রয়েছে বাস-আড্ডা, হোটেল প্রভৃতি। আপার কেলং-এ সার্কিট হাউসে যাওয়ার রাস্তার ডানপাশেই রয়েছে রাসবিহারী বসুর স্মৃতিসৌধ। দেখলাম শহরের মহিলারা 'চোলু' নামের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে রয়েছেন যা তাঁদের শীতের হাত থেকেও রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

দিনের শেষে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় 'লেডি অব কেলং' অসাধারণ রূপ নিয়ে ধরা দিল। পরদিন ভোরে যাত্রা শুরু করলাম বারালাচা লা-র উদ্দেশে।

জিসপা পেরিয়ে দারচায় এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাতরাশ সেরে আবার পথে নামলাম। পথের বাঁদিকে টলটলে স্বচ্ছ নীল জলের ছোট্ট সরোবর দীপক তাল পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। এসে পড়লাম ভাগার উৎস সূরযতালের কাছে। ছবি তোলার পর্ব সেরে আবার এগিয়ে চলা। এবার গাড়ি ধীরে ধীরে উঠে এল পাসের মাথায়।

চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। এক স্বর্গীয় দৃশ্যের মুখোমুখি আমরা। ১৬,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বারালাচা লা-র বুকে নেমে গেলাম আমরা বরফের ওপর। দেখলাম একটি গ্লেসিয়াল লেক জমে বরফ হয়ে আছে। অসম্ভব ঠান্ডা এবং তীব্র হাওয়াকে উপেক্ষা করে পাসের মাথায় আধঘণ্টার বেশি থাকা গেল না। পাসের মাথায় উচ্চতা লেখার জায়গাটি প্রচুর রং-বেরঙের প্রার্থনা-পতাকায় সাজানো। এক সময়ে এই অপরূপ সৌন্দর্য ছেড়ে ফিরে এলাম কেলং।

পরদিন রওনা হলাম উদয়পুর-ত্রিলোকনাথের উদ্দেশে। তান্ডি অবধি ভাগার সঙ্গে এসে তান্ডির পর থেকে সঙ্গী হল চন্দ্রভাগা। ছবির মতো থিরোট গ্রাম পেরিয়ে আরাটে এসে পথ দু'ভাগ হল। চন্দ্রভাগার ওপর ব্রিজ পেরিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে আমরা চললাম ত্রিলোকনাথের উদ্দেশে। পুজোর সামগ্রী নিয়ে চলে এলাম মূল মন্দিরের দরজায়। মহাদেব এবং বুদ্ধের সহাবস্থান এই মন্দিরে। তাই এই স্থান লাহুলের তীর্থ।

মূল ফটক দিয়ে ঢুকে একটি বাঁধানো চত্বরে ছোট্ট মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত এবং মন্দিরের গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত আছেন অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ। সকলের কাছে শিব এবং বুদ্ধ উভয়েই একই সঙ্গে পূজিত হচ্ছেন। গেলুক পা সম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান লামার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে, সারাবছর, এমনকী শীতের সময়ও বরফ কেটে রাস্তা তৈরি করে স্থানীয় মানুষেরা মন্দিরে পুজো দেন। থাকার জন্য অতিথিশালাও আছে এই মন্দির-চত্বরে।

ত্রিলোকনাথ দর্শন সেরে এসে পৌঁছলাম উদয়পুর শহরে। পাট্টান উপত্যকার এই ছোট্ট, ছিমছাম পাহাড়ি শহরটি মৃকুলাদেবীর মন্দিরের জন্য খ্যাত। পূজারির কথা অনুযায়ী, প্রায় সাত হাজার বছরের এই পুরনো মন্দির বিশ্বকর্মা একটি মাত্র কাঠ দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্মাণ করেন। গর্ভগৃহে মৃকুলাদেবী মহিষাসুরমর্দিনী রূপে পূজিতা। মন্দিরের অভ্যন্তরের কাঠের সূক্ষ্ম কারুকাজের দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, তবে মন্দিরে ভিতরে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। মধ্যাহ্নভোজ উদয়পুরেই সেরে পায়ে হেঁটে ঘুরে নিলাম ছোট্ট শহরটি। সন্ধ্যার মুখে ফিরে এলাম কেলং-এ।

পরদিন কেলংকে বিদায় জানিয়ে যাত্রা শুরু হল মানালির উদ্দেশে। তান্ডি, গোন্দলা, শিশু পেরিয়ে খোকসার, গ্রামফু ছাড়িয়ে গাড়ি উঠে এল রোটাং টপে। বরফহীন রোটাং টপে দাঁড়িয়ে সোনেপানি গ্লেসিয়ার ছাড়াও বাঁদিকে দেখে নিলাম বৃক্ষহীন লাহুলকে। জানি না এ পথে আবার কবে আসব। ডানদিকে ঘন সবুজে ঢাকা কুলু উপত্যকার দিকে গাড়ি নামতে লাগল। অনেকদিন পর অনেক মানুষের ভিড়, গাড়ির ভিড় চোখে পড়ল। মারহি, ব্যাস কুণ্ড, কোঠি, পলচান পেরিয়ে মানালি পৌঁছলাম। দু'দিন মানালিতে কাটিয়ে এসে পৌঁছলাম মান্ডিতে। 'হিমাচলের কাশী' নামে অভিহিত মন্দিরসর্বস্ব মান্ডির দেবস্থানগুলি দর্শন করে সেই রাত মান্ডিতেই কাটালাম। এর পরদিন আমরা এসে পৌঁছলাম আমাদের শেষ গন্তব্য দড়লাঘাটে। ঘন সবুজে মোড়া দড়লাঘাটে হিমাচল ট্যুরিজমের হোটেলটি অপূর্ব পরিবেশে একটি টিলার ওপর অবস্থিত এবং পাইনবনের ঘন ছায়ায় আবৃত। ছোট্ট জনপদটির হাটবাজার ঘুরে দীপাবলির প্রস্তুতি দেখে রাত কাটালাম সেখানেই।

শেষ দিন হোটেলে মধ্যাহ্নভোজন সেরে রওনা হয়ে এসে পৌঁছলাম কালকায়। কালকা মেল চলতে শুরু করল কলকাতার উদ্দেশে।

হলিডে ম্যানেজার্স

সমগ্র সিকিম-দার্জিলিং-কালিম্পং পর্বতাঞ্চল, ডুয়ার্সে। শিলং, কাজিরাঙ্গাতে। বারাণসী, আগ্রা, রাজস্থান, কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশে। দক্ষিণে। সারা দেশেই। —আর কাছেই দেউলটি,পাউসি, মেমারি, টাকিতে। আসানবনি, মাঙ্গো, ঘাটশিলা, দেওঘরে। মুকুটমণিপুর, ঝিলিমিলি, বিহারীনাথ, শান্তিনিকেতনে। সরগাছি, লালবাগে। সুন্দরবনে। মান্দারমণি, তাজপুর, শঙ্করপুর, দীঘা, ফ্রেজারগঞ্জ, চাঁদিপুর, পুরী, গোপালপুরে। ডারিংবাড়িতে। ভিতরকণিকাতে। —সর্বত্র ব্যবস্থা। —অরুণাচল, ভুটান, ইয়ুমথাং ও অন্যান্য প্যাকেজ। অতি নিকটে সারাদিনের প্যাকেজও।

ফোন: ২৪৮৬-৬০৫১, ৯৭৪৮১ ১৪৬৬৭

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন

লেখা ও ছবি: শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

ভুবনবিখ্যাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মরুভূমি আর পাহাড় অধ্যুষিত অ্যারিজোনা রাজ্যের উত্তর দিকে কলোরাডো মালভূমিতে আছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। গভীর গিরিখাত, যার অনুপম সৌন্দর্য বিশ্বের পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এখন আমার গন্তব্যস্থল সেই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। পঞ্চমবারের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ শুরু হয়েছে চিকাগো থেকে। মাউন্ট রাশমোর, দেনভার হয়ে এখন চলেছি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন।

ফিনিক্স বিমানবন্দরে নামলাম বেলা দু'টোয়। অন্তর্দেশীয় বিমানে এসেছি। সুতরাং, অভিবাসন এবং শুল্ক বিভাগের পরীক্ষানিরীক্ষার কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। ব্যাগেজ ক্লেইম থেকে ব্যাগ-সুটকেস নিয়ে বাইরে চলে এলাম। বন্দরের বাইরে এসে জানা গেল, বিমানবন্দর থেকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইল এবং এখান থেকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন পর্যটনের কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। যেতে হবে ফ্ল্যাগস্টাফ, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কাছে আর-একটা শহর। সেখানে যাওয়ার একমাত্র পরিবহণব্যবস্থা অ্যারিজোনা ডট কম শাট্‌ল্ বাস। সময় লাগবে আড়াই ঘণ্টা। ভাড়া ৩৯ ডলার। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ভ্রমণ সেরে আবার এখানেই ফিরে আসতে হবে। আরও জানা গেল ফ্ল্যাগস্টাফে একটি বিমানবন্দর আছে। এই খবরটি আগে জানা থাকলে এখান থেকে ফ্ল্যাগস্টাফ যাওয়া-আসার জন্য ৭৮ ডলার বাসভাড়া আর পাঁচ ঘণ্টা সময় সাশ্রয় হতে পারত। ফিনিক্সের কাছে তুকসন নামে আর-একটি ছোট শহর আছে। সেখানে ইসকনের অতিথিশালায় নিখরচায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে অসুবিধে আরও বেশি। তুকসন থেকে ফ্ল্যাগস্টাফ যাওয়ার কোনও বাস নেই। সেখানে একরাত কাটিয়ে পরদিন আবার এই বিমানবন্দরেই ফিরে আসতে হবে। সঠিক তথ্য না জানার মাশুল হিসেবে ৭৮ ডলার দিয়ে যাওয়া-আসার টিকিট কিনে গাড়িতে উঠলাম। বাস নয়, মিনিবাস নয়, ট্যাক্সিও নয়। সাতজন যাত্রী যেতে পারে এ-গাড়িতে।

গাড়ি ছাড়ল বিকেল তিনটেয়। চারজন যাত্রীকে নিয়ে গাড়ি ছুটল উত্তরমুখো হয়ে। এই পথের নাম রুট সিক্সটি সিক্স। প্রশস্ত মসৃণ রাজপথ। পথের দু'ধারে কখনও মরুপ্রায় অনাবাদি বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কখনও ছোট ছোট ঝোপঝাড়, কখন সারি সারি ঘন সবুজ পাইন-স্প্রুসের দল, আবার কখন গৈরিক বর্ণের খাড়াই চূড়াবিহীন পাহাড়, তার ওপরটা সমতল ছাদের মতো। দীর্ঘ ঋজু পথটা ক্রমশ সরু হতে হতে অনেক দূরে গিয়ে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ওই বিন্দুটাতে পৌঁছবার জন্য গাড়ি দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে।

শুষ্ক মরুপ্রায় রাষ্ট্র অ্যারিজোনা, জুলাই মাস। আবহাওয়া প্রায় কলকাতার মতো। আমার পাশের কাচটা নামানো। অপরাহ্নের অলস রোদ আমার দেহকে মুড়ে রেখেছে। শনশন বাতাস কর্ণকুহরে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে প্রবল বেগে ধাক্কা দিচ্ছে।

একসময় ড্রাইভার বলল, 'হাওয়ার জন্য অসুবিধে হলে কাচটা তুলে দিন।'

আমার মনও চাইছিল কাচটা তুলে দিই। কিন্তু আগেই লক্ষ করেছি, গাড়ির কাচ ওঠানো-নামানোর জন্য হাতলটা দরজার যে জায়গায় আমরা দেখতে অভ্যস্ত সেই নির্দিষ্ট জায়গায় নেই। কোথায় আছে অথবা আদৌ আছে কি নেই, কিংবা কাচ তোলার অন্য কোনও কৌশল আছে কিনা, আমার জানা নেই। এই সহজ ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করতে সংকোচবোধ হল। তাই বললাম, 'অসুবিধে হচ্ছে না,আমার ভালোই লাগছে।'

একটু পরে দেখি আমার পিছনে বসা ছেলেটি একটা সুইচ টিপে কাচটা তুলে দিল। সুইচের অবস্থানটা দেখে নিলাম।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গাড়ি থামল ফ্ল্যাগস্টাফ রেলস্টেশন। স্টেশনের কাছেই ডিউ বিউ মোটেল। ইন্টারনেটে এর সন্ধান পেয়েছিলাম। ডর্মিটরিতে বেডভাড়া ১৮ ডলার।

অভ্যর্থনা টেবিলের যুবক বলল, 'রিজার্ভেশনের কাগজটা দিন।'

বললাম, 'রিজার্ভেশনের জন্য খবর পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তার উত্তরে আমাকে আর কিছু জানানো হয়নি।'

যুবক বলল, 'টাকা পাঠিয়েছিলেন?'

বললাম, 'টাকা পাঠানো সম্ভব হয়নি। আমি ধরে নিয়েছিলাম আমার জন্য একটা জায়গা থাকবে।'

যুবক বলল, 'না, আপনার রিজার্ভেশন হয়নি। রিজার্ভেশন ছাড়া জায়গা দেওয়া যাবে না।'

বললাম, 'হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার অনেকদিন ধরে সংবাদবিনিময় হয়েছে।'

—দুঃখিত। রিজার্ভেশন নম্বর ছাড়া জায়গা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

—মিস্টার জন ম্যাককুল্লোচ বা মিসেস লিসা ম্যাককুল্লোচকে পাওয়া যাবে? তাঁদের সঙ্গে একটু কথা বলব।

—তাঁরা অনেক দূরে থাকেন। এখন পাবেন না।

বিষণ্ণমুখে বেরিয়ে আসতে হল। খুঁজতে খুঁজতে পেলাম 'রোড ওয়ে ইন'। ঘরভাড়া ৬৯ ডলার। দর কষাকষি করে ৫০ ডলারে রফা হল। এর মধ্যে প্রাতরাশ-খরচ ধরা আছে। ছোট্ট অফিস ঘরটার মধ্যে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ট্যুরের অনেক প্রচারপত্র দেখে হোটেলকর্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ট্যুরের ব্যবস্থা আপনি করে দিতে পারবেন?'

মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ফোন তুলে কারও সঙ্গে কথা বলে আমাকে বললেন, 'রবিবারে গ্র্যান্ড

ক্যানিয়ন ট্যুর আছে। আজ শুক্রবার। কাল সকালে স্টেশনে গিয়ে বাসের সিট রিজার্ভ করে নেবেন।'

তিনরাতের জন্য ঘরভাড়া ১৫০ ডলার দিয়ে ঘরের চাবি নিয়ে চলে গেলাম দোতলায় ৭ নম্বর ঘরে। একজনের থাকার জন্য ভালো ঘর। সবরকম ব্যবস্থাই আছে। অতিরিক্ত আছে একটি চাকা লাগানো রিভলভিং চেয়ার। তাতে বসে বসেই ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে সব কাজ সারলাম। আজ পায়ের পুরো বিশ্রাম। ছাতু আর চানাচুর দিয়ে নৈশভোজ সেরে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে নীচে নেমে গেলাম। হোটেলের অফিসঘরটাই সকালে হয়ে যায় প্রাতরাশ-ঘর। সকাল সাতটা থেকে দশটা হল প্রাতরাশের সময়। কেক, রুটি, কমলালেবুর রস আর কফি, এই হল খাওয়ার ব্যবস্থা। তবে ইচ্ছেমতো তুলে নিতে বাধা নেই। খাওয়া সেরে রেলস্টেশনে গেলাম।

ছোট্ট স্টেশন। স্টেশনের দক্ষিণ ধারে ছোট্ট প্ল্যাটফর্ম বরাবর রেলপথ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। স্টেশন ঘরের মধ্যে আছে ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিস। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ভ্রমণ-সংক্রান্ত তথ্য জানা গেল এখান থেকে। যাত্রী তালিকায় নাম লেখানো হল, ম্যাপ এবং বইপত্র সংগ্রহ করা গেল। আগামীকাল সকাল আটটার মধ্যে এখানে চলে আসতে হবে। অনুসন্ধান অফিসের পাশেই একটা উপহারসামগ্রীর দোকান। নানারকম স্থানীয় হস্তশিল্পদ্রব্যের সমারোহ। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন স্মারকদ্রব্য কেনাকাটা এখান থেকেই সেরে ফেললাম।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। স্টেশনের সামনে দিয়ে গিয়েছে রুট সিক্সটি সিক্স পথ। পশ্চিম ধারে এই পথের সঙ্গে মিশেছে শহরের প্রধান পথ বিভার স্ট্রিট। জায়গাটা চৌমাথা। টুং টুং করে ঘণ্টা বাজার শব্দ যেন স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে। কর্কশ নয়, কোমল মিষ্টি স্বরের বাজনাটা যেন খুব কাছে এসে পড়ল। পথের যে দিকটায় রেললাইন সেই দিকে এগিয়ে যাই কৌতূহল মেটাতে। একটা ট্রেন এগিয়ে আসছে স্টেশনের দিকে। এখানে ওভারব্রিজ নেই। তাই ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে স্টেশনে ঢুকছে। যানবাহন দাঁড়িয়ে পড়েছে, পথচারীরা পথের ওপর চিহ্নিত শেষসীমায় পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনটা স্টেশনে এসে দাঁড়াল। অ্যামট্র্যাক ট্রেন পূর্বদিকে চিকাগো থেকে আসছে, পশ্চিমে লস অ্যাঞ্জেলেস পর্যন্ত যাবে। দোতলা ট্রেন। চিকাগোতে এই ট্রেনে চড়েছি। দেখতে বেশ সুন্দর, দোতলায় বসার ব্যবস্থাও অভিনব। মনে হবে যেন বাড়ির ব্যালকনিতে বসে আছি।

রেললাইন পেরিয়ে বিভার স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। চলতে চলতে পেলাম

সাধারণভাবে গিরিখাতের রং হালকা লাল। কিন্তু গভীর খাতের এক-একটা স্তরে আছে বিস্ময়কর রঙের বৈচিত্র্য। হালকা হলুদ, কোমল সবুজ, আকাশি নীল, বেগুনি, গৈরিক, পিঙ্গল বর্ণের ছটার সঙ্গে কোথাও মিশেছে স্লেটের মতো ধূসর পাথর। ক্যানভাসের ওপর খেয়ালি শিল্পীর আনমনা তুলিতে রঙের টান দেখতে দেখতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত, নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বিশ্বপ্রকৃতির মনোমোহিনী সৌন্দর্যের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকি। প্রথম দর্শনের ভয়মিশ্রিত বিস্ময় ধীরে ধীরে কেটে যায়। এখন অবিমিশ্র অব্যক্ত আনন্দে প্রাণ-মন আপ্লুত, উদ্বেলিত।

অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটি। বিপুল আয়তনের বিশ্ববিদ্যালয়। আজ শনিবার, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। কথা বলার জন্য কোনও শিক্ষককে পাওয়া গেল না, ছাত্রছাত্রীও না। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পেলাম ঐতিহাসিক এক উদ্যান, রিওদান ম্যানসন স্টেট হিস্টোরিক্যাল পার্ক। উদ্যানে ছড়িয়ে আছে পুরনো দিনের পরিবহণব্যবস্থার কিছু নমুনা। সব কাঠের তৈরি। অ্যারিজোনায় আছে জাতীয় সংরক্ষিত বনভূমি। এই বনভূমিতে কাঠ সহজলভ্য। এখানকার কাষ্ঠশিল্প অতি প্রাচীন এবং উন্নত। উদ্যানের ভিতর একটি সংগ্রহশালা আছে। ঐতিহাসিক বিবরণী-সহ এই শিল্পের ক্রমবিকাশ দেখানো আছে সংগ্রহশালায়।

উদ্যান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পেলাম একটি মানমন্দির, লয়্যাল অবজারভেটরি। বিরাট জায়গাজুড়ে এই মানমন্দির। সরাসরি মহাকাশের ছবি দেখানোর ব্যবস্থা আছে এখানে। মহাকাশবিজ্ঞানে গবেষণার ব্যবস্থা আছে। আজ শনিবার, অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে ফিরে এলাম রেলস্টেশনে। স্টেশনের কাছেই আছে একটি আর্ট গ্যালারি আর-একটি ক্লক গ্যালারি। ঠিক গ্যালারি বা প্রদর্শনী বলতে যা বোঝায়, তা নয়। ছোট-বড় নানান আকারের ক্যানভাসে আঁকা ছবি বিক্রি হচ্ছে, সুন্দর সুন্দর ঘড়ি বিক্রি হচ্ছে। ছবি আর ঘড়ি দেখে দর কষাকষি করে বেশ কিছুটা সময় কাটল। এর পাশেই একটি হস্তশিল্পকেন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি অলঙ্কারের দোকান। পুঁতি দিয়ে তৈরি অলঙ্কার সাজানো দোকানটায়। এই সূক্ষ্ম হাতের কারুকার্য দর্শনীয়ই বটে। পুঁতির তৈরি অলঙ্কার কত সুন্দর, কত বিচিত্র হতে পারে দেখে বিস্ময় জাগে। দেখতে দেখতে অনেক সময় কেটে গেল। ফিরলাম হোটেলের দিকে।

এক যুবক একটি ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে এগিয়ে আসছে আমার দিকেই।

—নমস্তে জি। কলকাতা থেকে ?

—হ্যাঁ ভাই। আপনি কোথাকার?

—আমেদাবাদ, গুজরাট।

—এখানেই থাকেন বুঝি?

—হ্যাঁ। ...আপনি কোনও কাজে এসেছেন?

—না, বেড়াতে।

—কতদিন থাকবেন?

—এখানে চারদিন থাকব। সেই চিকাগো থেকে শুরু করেছি। মাউন্ট রাশমোর, দেনভার হয়ে এখানে এসেছি। এখান থেকে যাব ডালাস। তারপর লাতিন আমেরিকার পাঁচ-ছ'টা দেশ ঘুরবো।

—কোনও ট্যুর কোম্পানির সঙ্গে এসেছেন বুঝি?

—না, না। একাই এসেছি।

—বলেন কী! এই লম্বা ট্যুর একা একা ঘুরবেন?

মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। দাঁড়াবার কোনও জায়গা নেই। কথা আর শেষ করা গেল না। যুবক ছুটল মেয়েটিকে কোলে নিয়ে। আমিও পা চালালাম হোটেলের দিকে।

—চলি ভাই, আবার দেখা হবে।

পরদিন সকাল চারটেয় উঠে শরীরচর্চা করে নীচে চলে এলাম সাতটায়। প্রাতরাশ-ঘরের দরজা তখনও খোলেনি। একটু অপেক্ষা করতে হল। খাওয়া সেরে দুটো কেক ব্যাগে পুরে একবোতল জল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রেলস্টেশন এসে পৌঁছলাম পৌনে আটটায়। ট্যুর কোম্পানির গাড়ি তখনও আসেনি। আমার আগেই কয়েকজন যাত্রী এসে গিয়েছে। গাড়ি এল ঠিক আটটায়। ড্রাইভারের হাতে যাত্রীদের নামের তালিকা। একে একে সবার নাম পড়ে শোনাল। আমার নাম নেই।

'সে কী! আমি যে কাল সকালে এই অফিসে এসে নাম লিখিয়ে গিয়েছি।' আমি অভিযোগ জানাই।

ড্রাইভার অফিসে ফোন করল। তারপর বলল, 'আপনার নাম আছে। ভুল করে কীভাবে যেন বাদ পড়ে গিয়েছে। টাকা দিন।'

৬৪ ডলার ড্রাইভারের হাতে দিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করে গাড়িতে উঠলাম। আমরা ছ' জন যাত্রী। ছ'জনই বসতে পারে এই গাড়িতে। গাড়ি ছাড়ল সওয়া আটটায়।

ফ্ল্যাগস্টাফ শহর ছাড়িয়ে পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে গাড়ি চলেছে। পথের একধারে দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে উঁচু পাহাড়। পাথরের রং লাল। রুক্ষ পাহাড়ি পথ শেষ হল। এখন পথের দু'ধারে সবুজ বনভূমি। পাইন, জুনিপার, ওক, পাহাড়ি মেহগিনি। বনভূমি পেরিয়ে গেল। তারপর বিস্তীর্ণ অনাবাদি প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গাছের ঝোপঝাড়। পাহাড় অনেক দূরে সরে গিয়েছে। এখানকার পাহাড় অন্যরকমের। এ- পাহাড়ে উঁচু-নিচু খাড়াই শৃঙ্গ নেই, সমতল মালভূমির মতো লাগছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট জনপদ, সাদা মোষ, হরিণ প্রতিপালন কেন্দ্র দেখতে দেখতে চলেছি। একটা ছোট্ট বিমানবন্দরের সামনে গাড়ি থামল। এই সেই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এয়ারপোর্ট। এই বিমানবন্দরের খবর আগে জানা থাকলে সরাসরি এখানেই চলে আসা যেত। গোটা পাঁচ-সাত হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে। এই হেলিকপ্টারে চড়ে আকাশপথে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ট্যুর হয়। একজন যাত্রী নেমে গেল। সে হেলিকপ্টারে চড়ে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখবে। বাস আবার ছুটল।

আধঘণ্টা পর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আমাদের স্বাগত জানাল। বাস থামল একটা চেকপোস্টে। পাঁচটা লম্বা লম্বা গাড়ির লাইন পড়েছে। এই হল গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের প্রবেশপথ। নিরাপত্তাজনিত কারণে গাড়ি তল্লাশি হবে এখানে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসার সময় একজন নিরাপত্তাকর্মী একগুচ্ছ বই দিল ড্রাইভারের হাতে। ড্রাইভার সেগুলি আমার হাতে দিল। আমরা পাঁচজন বইগুলো ভাগ করে নিলাম। বইটির নাম দ্য গাইড-গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে বইটিতে। আর আছে গোটাকয়েক সুন্দর সুন্দর মানচিত্র।

সাড়ে দশটায় গাড়ি থামল ম্যাসউইক লজের সামনে।

ড্রাইভার বলল, 'এখান থেকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ভ্রমণ শুরু। শাট্‌ল্ বাসে বা পায়ে হেঁটে যার যেমন ইচ্ছে সারাদিন ঘুরবেন। বাসে ভাড়া

পাঁচ মিনিট পরেই বাস থামল। জায়গাটার নাম পাওয়েল পয়েন্ট। পায়ে চলার পথটা উঁচু হতে হতে অনেকটা উঁচুতে উঠে একেবারে খাতের কিনারায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এখান থেকে গিরিখাত যেন আরও সুন্দর লাগছে। যেন কোনও নিপুণ ভাস্করের হাতে খোদাই করা কাজ। যেন কোনও প্রাগৈতিহাসিক যুগের সুন্দর কারুকার্য করা কোনও নগর মাটির নীচ থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে।

লাগবে না। পনেরো মিনিট অন্তর এই বাস পাওয়া যাবে। যে আজই ফ্ল্যাগস্টাফ ফিরতে চায় সে বাস ছাড়ার পনেরো মিনিট আগে এই ম্যাসউইক লজের পিছনে এসে অপেক্ষা করবে।'

ম্যাসউইক লজের গায়ে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। আমার চার সঙ্গী সেখানে ঢুকল। আমি রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ালাম। এখান থেকে চারদিকে পাখির দৃষ্টি বুলিয়ে দেখা যাচ্ছে শুধু গাছ। ঘন সবুজ বনরাজি। কোনও দিকে পাহাড় দেখছি না, অসম বন্ধুর ভূমিও নেই। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গিরিখাত দেখতে এসেছি। অথচ গিরি কোথাও দেখছি না। কোনও দিকে পাহাড়ের কোনও চিহ্ন নেই। জায়গাটা সম্পূর্ণ সমতলভূমি। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল হচ্ছে না।

রেস্টুরেন্টের সামনে ডাইনে-বাঁয়ে বিস্তৃত একটা রাস্তা। একটা বাস এসে দাঁড়াল। কয়েকজন বাস থেকে নামল, আর অপেক্ষমাণ কয়েকজন বাসে উঠল। খুব বড় বাস। বাসের সামনে নীল রঙে লেখা আছে 'ভিলেজ রুট'। কোথায় যাবে তা-ও লেখা আছে। বাস-রাস্তার পাশ দিয়ে সরু পিচ-বাঁধানো পথ। ছোট ছোট পাথর বসিয়ে এই পথকে বাস চলার পথ থেকে পৃথক করা হয়েছে। অনেক মানুষ এই পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছে। এই পথ দিয়ে এগিয়ে চললাম সবার পিছন পিছন। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ম্যাপটা দেখতে দেখতে চলেছি।

বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। ১৮ মাইল প্রশস্ত এবং ২৪০০ ফুট গভীর গিরিখাতটি সংকীর্ণ হতে হতে কোনও কোনও জায়গায় ১ মাইল পর্যন্ত হয়েছে। এই গিরিখাতের সবথেকে গভীর এবং সুন্দর ৫৬ মাইল লম্বা অংশকে বলা হয় গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্ক। ভ্রমণের সুবিধের জন্য সম্পূর্ণ পার্ককে চারটি অংশে ভাগ করা হয়েছে— হারমিটস রেস্ট রুট, ভিলেজ রুট, কাইবাব ট্রেল রুট আর তুসায়ান রুট। চারটি পথের জন্য পৃথক পৃথক শাট্‌ল্ বাস আছে। যে যার নির্দিষ্ট পথেই যাওয়া-আসা করবে। সেই বাসে যে-কোনও রুটে ইচ্ছেমতো ঘোরা যায়। বাস-রাস্তার পাশ দিয়ে সুন্দর পায়ে চলার পথ আছে। সেই পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটেও ভ্রমণ করা যায়। যে-কোনও একটা বাসে উঠে নিজের পছন্দমতো জায়গায় নেমে পড়া যায়। আবার অন্য একটা বাসে উঠে অন্য জায়গায় যাওয়া চলবে। চারটে পথের বাসগুলোর চারটে পৃথক রং। হারমিট রুটের রং লাল, ভিলেজ রুট নীল, কাইবাব রুট সবুজ আর তুসায়ান রুট বেগুনি রঙের। লাল রঙের পথটা ছোট, নীল রঙেরটা খুব লম্বা, বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে, বেগুনি রঙের পথটা অনেক দূরে, সবুজ পথটা আরও দূরে। আমার ফেরার বাস ছাড়বে ৪টে ১৫ মিনিটে। এখন বাজে এগারোটা। চারটের সময় ম্যাকউইক লজে পৌঁছতে হবে। এই সময়ের মধ্যে ৫৬ মাইল গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখা কোনওরকমেই সম্ভব নয়। সুতরাং, শুধু হারমিট রুটে ঘুরব, মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা তিনরাস্তার মোড়ে এসে পড়লাম। অনেক লোকজন এখানে।

এখনও পর্যন্ত কোনও গিরিখাত নজরে পড়ছে না। পথের দু'দিকে দুটো বাসস্টপেজ। একটায় লেখা রেড রুট আর-একটায় ব্লু রুট।

অর্থাৎ, এখান থেকে একদিকে যাবে লাল রঙের বাস হারমিট রুটে, আর-একদিকে যাবে নীল রঙের বাস ভিলেজ রুটে। দুটো পথের সমান্তরাল বরাবর গিয়েছে ট্রেইল বা পায়ে চলার পথ। পায়ে চলার পথ দিয়ে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল। এতক্ষণ ধরে যাকে খুঁজছি সামনে সে-ই, সেই গভীর খাত।

গিরিখাত বলতে আমরা যেমন বুঝি বা জানি, শ্রীনগরে যাওয়ার পথে যেমন আমরা দেখতে পাই, দুই উঁচু পর্বতশৃঙ্গের মাঝখানে গভীর খাত, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সেরকম গিরিখাত নয়, এ হল কলোরাডো নদীর উপত্যকায় নদীর আপনসৃষ্ট খাত। পাহাড় নয়, পথের সমতল থেকেই গভীর খাত নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। সংকীর্ণ পথটার বাঁকে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যাই। একেবারে খাতের কিনারায় গিয়ে নীচের দিকে তাকাই। অতলস্পর্শী খাত, নীচের দিকে তাকাতে ভয় করে। মাথা ঘুরে যায়।

সামনে যতদূর দৃষ্টি মেলে ধরা যায় আদিগন্ত এই খাতের বিস্তৃতি। খাঁজকাটা পাথর ধাপে ধাপে নীচে গভীর থেকে আরও গভীরে নেমে গিয়েছে।

অপূর্ব তার রঙের বাহার। সাধারণভাবে গিরিখাতের রং হালকা লাল। কিন্তু গভীর খাতের এক-একটা স্তরে আছে বিস্ময়কর রঙের বৈচিত্র্য। হালকা হলুদ, কোমল সবুজ, আকাশি নীল, বেগুনি, গৈরিক, পিঙ্গল বর্ণের ছটার সঙ্গে কোথাও মিশেছে স্লেটের মতো ধূসর পাথর। ক্যানভাসের ওপর খেয়ালি শিল্পীর আনমনা তুলিতে রঙের টান দেখতে দেখতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত, নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বিশ্বপ্রকৃতির মনোমোহিনী সৌন্দর্যের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকি। প্রথম দর্শনের ভয়মিশ্রিত বিস্ময় ধীরে ধীরে কেটে যায়। এখন অবিমিশ্র অব্যক্ত আনন্দে প্রাণ-মন আপ্লুত, উদ্বেলিত। গান গাই গুনগুনিয়ে— ওহে সুন্দর, মরি মরি...।

ভূতত্ত্বে পৃথিবীর ভূত্বককে কতগুলো প্লেটে বিভক্ত করা হয়। প্লেটগুলো গতিশীল। এদের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। ৭০ মিলিয়ন (৭ কোটি) বছর আগে ভূপৃষ্ঠের আমেরিকার প্লেট প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের ওপরে উঠে পড়ায় রকি পর্বতমালা সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। তার ফলে সমুদ্র তলদেশের একটা বড় অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হাজার হাজার ফুট ওপরে উঠে যায়। এইভাবে কলোরাডো মালভূমি গঠিত হয়েছে।

নদীগর্ভের মৃত্তিকা ক্ষয় করে করে নদী যত গভীরে নেমেছে, উপত্যকার খাত তত গভীর হয়েছে। শাখা নদীগুলির ক্ষয়ক্রিয়ায় খাতের দু'পাশ চওড়া হয়েছে। নীচের দিকের নরম শিলার স্তর দ্রুত ক্ষয় পেয়েছে। এর ফলে ওপরের কঠিন শিলাস্তরগুলির অবশ্যম্ভাবী পতন ঘটেছে। এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে খাড়াই শৃঙ্গ, আর খাতের ধারগুলি হয়েছে ঢাল। এই ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে পাশাপাশি দু'টি খাতের মধ্যবর্তী শৈলশিরা ক্ষয় হতে হতে ছোট ছোট শৃঙ্গ এবং পাথরের ঢিপিতে পরিণত হয়েছে। খাতের দেওয়ালের ওপরের দুই-তৃতীয়াংশ পাললিক শিলায় গঠিত। নদীবাহিত পলিমাটি জমে জমে বালিয়াড়ি এবং বেলেপাথর সৃষ্টি হয়েছে। খাতের গভীর তলদেশে আছে ২০০ কোটি বছরের পুরনো শিলা। এসব হল ভূতত্ত্বের কথা।

গিরিখাতের দেওয়ালের পাথর কেটে কেটে সরু পথ তৈরি করা হয়েছে খাতের গভীরে নামার জন্য। সংকীর্ণ পথ, চার-পাঁচ ফুটের বেশি কোথাও চওড়া হবে না। পথের ধারে কোনও রেলিং দেওয়া নেই। ওই পথ ধরেই বাঁদিকে খাতের দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে বহু মানুষ নীচের দিকে নেমে চলেছে। একটু অসতর্ক হয়ে ডাইনে বেশি চলে গেলে বিপদ ঘটতে পারে। দেহটা যে কত হাজার ফুট নীচে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে, তা কেউ জানতে পারবে না। নীচের দিক থেকে যারা উঠে আসছে তারা আরও সাবধান। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে উঠে আসছে। আমি বাঁদিক ঘেঁষে ঘেঁষে নেমে চললাম নীচের দিকে। দু'তিনটি গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে অনেক দূর নেমে গিয়েছি। তবু পথ শেষ হয় না। আরও কত গভীর জানা নেই। সামনে একটা গিরিশৃঙ্গ পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে

নদীর জলের ঘর্ষণে দু'পাড়ের মৃত্তিকা ক্ষয় হয়ে হয়ে এমন সুন্দর শিল্প সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বাস হতে চায় না। বায়ুমণ্ডলের ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়ের জন্য পর্বতশৃঙ্গগুলি ঢাল হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। লাল-হলুদ গৈরিক রঙের ভগ্ন পর্বতশ্রেণির রূপমাধুর্যের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রাচীরের মতো। পথ নির্মাণের জন্য পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গপথ তৈরি করা হয়েছে। সেই গুহার মধ্য দিয়ে সবাই চলেছে। ছোটরাও যাচ্ছে অনেক। কেউ কেউ হাতে লাঠি নিয়েছে। ওইখানে দাঁড়িয়ে সবাই ছবি তুলছে। গুহার ভিতর দিয়ে দেখা যায় কত গভীরে পথ নেমে গিয়েছে তার যেন শেষ নেই। যারা ওপরে উঠে আসছে তাদের জোরে জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ, বুকের ওঠা-নামা অনুভব করা যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করি, 'কত দূর ভাই, আর কত দূর?'

একজন বলে, 'বহু দূর, এ-পথের শেষ নেই।'

আবার জিজ্ঞেস করি, 'আমি কি যেতে পারব শেষ পর্যন্ত?'

কেউ বলে 'হ্যাঁ, পারবেন', কেউ বলে 'পারবেন না'। একদল ফরাসি যুবক-যুবতী উঠে আসছে। তাদের দলনেত্রী মেয়েটি বলল, 'আপনি বেশিদূর নামবেন না। নামতে হয়তো পারবেন। কিন্তু উঠে আসার সময় আপনার নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হবে।'

মন মানে না। ইচ্ছে করে আরও আরও নেমে যাই, আরও ছবি তুলি। যত ছবি তুলি ততই ছবি তোলার বাসনা পেয়ে বসে। প্রত্যেকবার ছবি তোলার পর মনে হয় এর পরেরটা আরও ভালো হবে। ভালোর যেন শেষ নেই। ছবি তুলতে তুলতে এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। একসময় মনে হল, আর যাওয়া ঠিক হবে না। দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটু বিশ্রাম নিলাম। তারপর ফিরে এসে পথের সেই বাঁকে দাঁড়ালাম। একটা পাথরের ওপর একটা কাঠবিড়ালী এসে বসল। অনেক কাছ থেকে তার ছবি নিলাম। সে পালিয়ে গেল না। যেন ছবি তোলার জন্যই বসে রইল। ওপরে উঠে এলাম। পথের ধারে একটা বোর্ডে খাতের ভৌগোলিক বিবরণ লেখা আছে। কাইবাব চুনাপাথর ২৭০ মিলিয়ন বছর আগে গঠিত হয়েছে। সবথেকে পুরনো পাথর-খাত ১৮৪০ মিলিয়ন বছর আগে গঠিত হয়েছে। পৃথিবীর বয়স ধরা হয় ৪৫৫০ মিলিয়ন বছর। দু'জন সহিস দুটো ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে। তাদের সঙ্গে দু'জনের দরকষাকষি চলছে। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও আছে তাহলে। খাতে নামার পথের ওপরও ঘোড়ার বিষ্ঠা, পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

ফিরে এলাম বাসস্টপেজে। নীল রঙের বাসস্টপেজে এলাম। মস্ত বড় লাইন। একটা বাস এল। এটায় জায়গা পাওয়া গেল না। অপেক্ষা করতে হবে ১৫ মিনিট। আবার ম্যাপটা খুলে বসি। হারমিট রুটের ওপর কতগুলো বিশেষ বিশেষ জায়গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেসব জায়গা থেকে খাতের সৌন্দর্য বেশি করে উপভোগ করা যাবে। এর মধ্যে চারটে জায়গা বেছে নিলাম। পাওয়েল পয়েন্ট, হোপি পয়েন্ট, মোহেভ পয়েন্ট আর পিমা পয়েন্ট।

পরের বাসটাতেও জায়গা হল না। তৃতীয় বাসটায় উঠলাম। খাতের ধার বরাবর বাস-রাস্তা। দু'-একজন সাইকেল আরোহীকে দেখা যাচ্ছে। সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায় বেড়ানোর জন্য। পাঁচ মিনিট পরেই বাস থামল। জায়গাটার নাম পাওয়েল পয়েন্ট। পায়ে চলার পথটা উঁচু হতে হতে অনেকটা উঁচুতে উঠে একেবারে খাতের কিনারায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এখান থেকে গিরিখাত যেন আরও সুন্দর লাগছে। যেন কোনও নিপুণ ভাস্করের হাতে খোদাই করা কাজ। যেন কোনও প্রাগৈতিহাসিক

যুগের সুন্দর কারুকার্য করা কোনও নগর মাটির নীচ থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে। নালন্দার স্তূপগুলি যেমন খাঁজ কাটা কাটা, ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে, ঠিক যেন সেই রকম। নদীর জলের ঘর্ষণে দু'পাড়ের মৃত্তিকা ক্ষয় হয়ে হয়ে এমন সুন্দর শিল্প সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বাস হতে চায় না। বায়ুমণ্ডলের ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়ের জন্য পর্বতশৃঙ্গগুলি ঢাল হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। লাল-হলুদ গৈরিক রঙের ভগ্ন পর্বতশ্রেণির রূপমাধুর্যের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকটা উঁচু করে একটা বেদি তৈরি করা হয়েছে। বেদির গায়ে ধাতুফলকের ওপর লেখা আছে— Grand Canyon National Park 1919. 75th Anniversary 1994.

একটা পয়েন্ট থেকে আর-একটা পয়েন্টের দূরত্ব দু'-তিন কিলোমিটার হবে। খাতের কিনারা ঘেঁষে গিয়েছে পায়ে চলার পথ। সেই পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটেও বেড়ানো যায়। কিন্তু প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত এই পথের মোট দূরত্ব ১১ মাইল। তাই বাসে করেই যেতে হচ্ছে একটা পয়েন্ট থেকে আর-একটা পয়েন্টে। নামলাম হোপি পয়েন্টে। খাতের কিনারা এখানে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। একটা জায়গায় দর্শকদের ভিড়। সবার দৃষ্টি নীচের দিকে খাতের গভীরে। কী ব্যাপার! রেলিং ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক গভীরে একটা জলধারা। ঘন নীল তার রং।

—ওটা কি কোনও লেক?' জিজ্ঞেস করি পাশে দাঁড়ানো লোকটিকে।

—না। ওটাই কলোরাডো নদী।

কলোরাডো নদী! কী আশ্চর্য! এত ওপর থেকে নদীর গতি উপলব্ধি হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন পাতালপুরীতে ছোট্ট একফালি জায়গায় নীল জল স্থবির হয়ে আছে। কোনও দিকে তার চলার পথ নেই। খাত এখানে অনেক গভীর। লক্ষ কোটি বছর ধরে কলোরাডো নদী এই বিস্ময়কর গিরিখাত সৃষ্টি করে চলেছে।

মরুভূমির পরিবেশের মধ্যে বারোমেসে নদী কলোরাডো না থাকলে এই গভীর খাত সৃষ্টি হত না। রকি পর্বতের পশ্চিম ঢাল দিয়ে যে জল প্রবাহিত হয়, সেই জল প্রচুর বালি এবং পাথর বয়ে নিয়ে যায়। তার ঘর্ষণেই পাথরের স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। নীচের নরম পাথর দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে ওপরের কঠিন শিলা ভেঙে পড়ে যায়। এই ক্ষয়ক্রিয়ার ফলেই এই গিরিখাত এত চওড়া। কোনও কোনও জায়গায় ৮ থেকে ১৬ মাইল (১৩ থেকে ২৬ কিলোমিটার) চওড়া।

সবশেষে আছে এই পথের শেষ বিন্দু হারমিটস রেস্ট। বাস থামল। সকলেই নেমে পড়ল। সুন্দর বিশ্রামের জায়গা। বিশ্রামঘর আছে, খাবার দোকান আছে, হস্তশিল্পদ্রব্যের দোকান আছে। খাবার দোকানে লম্বা লাইন পড়েছে। আমার খাবার সঙ্গেই আছে। বসে বসে খেয়ে নিলাম। জলের বোতল ভরে নিলাম। তারপর ঢুকলাম হস্তশিল্পদ্রব্যের দোকানে। সুন্দর চকচকে রঙিন পাথরের হার, মালা, দুল, বালা, হাতে-বোনা উলের মাদুর, গেঞ্জি, জামা, রুমাল আরও কতশত জিনিস বিক্রি হচ্ছে। গতকাল ফ্ল্যাগস্টাফ রেলস্টেশন থেকে কেনাকাটা হয়েছে। আজ আরও কিছু স্মারকদ্রব্য সংগ্রহ করলাম।

পথের ধারে গাছে দুটো-একটা অচেনা পাখি নজরে পড়ল। অনেক চেষ্টায় একটার ছবি নেওয়া গেল।

তিনটে বাজে। এখন ফেরা দরকার। একটু পরেই বাস এল। চারটের অনেক আগেই এসে গেলাম ম্যাসউইক লজ। লজের পিছন দিকে অনেক বাস দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাস তখনও আসেনি। ঘুরে ঘুরে চারপাশটা শেষবারের মতো দেখছি।

চারটেয় আমার বাস এল। ড্রাইভার লিস্টের নাম মিলিয়ে নিল। দু'জন যাত্রী তখনও আসেনি। ড্রাইভার নিজেই গেল রেস্টুরেন্টের মধ্যে। তাদের খুঁজে নিয়ে এল। বাস ছাড়ল সওয়া চারটেয়। ফ্ল্যাগস্টাফ স্টেশনে পৌঁছলাম পৌনে ছ'টায়। স্টেশনের ভিতরে অনুসন্ধান অফিস থেকে আর-একবার নিশ্চিত জেনে নিলাম আগামীকাল ফিনিক্স যাওয়ার গাড়ি সকাল ন'টায় আসবে। আমাকে এখানে পনেরো মিনিট আগে হাজির হতে হবে।

আজ রবিবার, সবই বন্ধ, দোকানপাটও। শুধু হোটেল-রেস্টুরেন্ট খোলা। এখন ঘরে ফিরেই বা কী করব? চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখছি। খুব উঁচু চূড়ায় একটা হোটেলের বিজ্ঞাপন দেখে ওইদিকেই হাঁটলাম। হোটেলের নাম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন মোটেল। ভিতরে গিয়ে সন্ধান নিয়ে জানা গেল, এখানে ডর্মিটরি ব্যবস্থা আছে। ভাড়া ১৮ ডলার। প্রথম দিন এখানে এলে জায়গা পাওয়া যেত। কিন্তু সেদিন এদিকটায় আসা হয়নি। একটা ইন্টারনেটের দোকান খোলা দেখে ভিতরে ঢুকলাম। কোস্টারিকা, পানামা, পেরু, ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলায় আমার যাওয়ার দিন, সময় জানিয়ে দিলাম ই-মেলে। ঘরে ফিরে এসে ডায়েরি লেখার কাজ শেষ করলাম। ছাতু, চানাচুর, পিঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে শরীরসাধনা হল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্রাতরাশ-ঘরে এলাম। খাদ্যতালিকায় সেই একই জিনিস— রুটি, কেক, কমলা লেবুর রস, কফি। খাওয়া শেষ করে জিনিসপত্র নিয়ে নীচে নেমে এলাম। গোটা দুই কেক-রুটি ব্যাগে নিয়ে নিলাম। চাবি ফেরত দিয়ে কর্ত্রী মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রেলস্টেশনে এসে বসেছি। গাড়ি এল পৌনে ন'টায়। এ-গাড়িতে চোদ্দোজন যেতে পারে। আমরা মোট দশজন ফিনিক্সের যাত্রী। ড্রাইভার লিস্ট মিলিয়ে নিল। গাড়ি ছাড়ল ন'টায়। রুট সিক্সটি সিক্স ধরে বাস ছুটল। প্রায় সবই পরিচিত দৃশ্য। আড়াই ঘণ্টার পথ। ঘণ্টাখানেক বাদে বাস থামল একটা ছোট্ট দোকানের সামনে। জায়গাটা দূরপাল্লার গাড়ির বিশ্রামের জন্য। শৌচাগার আছে, জল আছে, ঠান্ডা পানীয় কেনার জন্য কিয়স্ক আছে। গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা আছে। পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে গাড়ি আবার ছুটল। বেলা বারোটায় এসে পৌঁছলাম ফিনিক্স বিমানবন্দরে।

চার নম্বর টার্মিনাল থেকে ডালাসের প্লেন উড়বে ৩টে ৪৫ মিনিটে। রোড ওয়ে ইন থেকে নিয়ে আসা রুটি-কেক খেয়ে ওষুধ খেয়ে জলের বোতল খালি করে সুটকেসে ঢুকিয়ে দিয়ে চেক-ইনে লাইন দিলাম। সুটকেসের জন্য ২৫ ডলার দিতে হল। এরপর অভিবাসন দপ্তরে লাইন। খুব ঝামেলা করল। একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে সমস্ত শরীর তল্লাশি করল, পাসপোর্ট, টাকা রাখার বটুয়াও তল্লাশি করল।

চার নম্বর গেটে এসে বসলাম। বিমান যথাসময়ে উড়ল। এখন চলেছি ডালাস।

Glacier TRAVELS
Govt. Regd.
SUDIPTA: 9230848848/9432014650
BIREN: 9830951646

BHUTAN হা, চেলালাপাস, থিম্পু, পারো, পুনাখা সহ সমগ্র ভুটান: 17, 24/5, 6/6 & any day.

OLD SILK ROUTE জুলুক, সিলারি, ইচে, রামদুরা, কুপুপ, থাম্বি, নাথাং, এলিফ্যান্ট লেক, মানকিম, রোরাথাং, আরিটার, রেশীখোলা সহ সমগ্র সিল্করুট: প্রতিদিন।

NEPAL কাঠমাডু, পোখরা, চিতওয়ান, নাগারকোট, লুম্বিনি সহ সমগ্র নেপাল: প্রতিদিন হোটেল, গাড়ি, প্যাকেজ।

DOOARS গরুমারা, জলদাপাড়া, বক্সা, চিলাপাতা, জয়ন্তি, ঝালং, বিন্দু, সামসিং, সুনতালেখোলা, প্যারেণ, গাজলডোবা, বোদাগঞ্জ, কালিপুর, ধূপঝোড়া-গাছবাড়ি, রামসাই রাইনো ক্যাম্প, পানঝোড়া, মৌচুকি: প্রতিদিন হোটেল, গাড়ি, প্যাকেজ।

চিকলধারা
বেড়ানোর নতুন ঠিকানা 3670 ft. উচ্চতায় চিকলধারা। অসাধারণ পার্বত্য উপত্যকা, সাথে অসাধারণ ঝর্না, লেক, ঐতিহাসিক জীমকুণ্ড ও কেল্লা, TIGER RESERVE SAFARI, পাখি, বন্যপ্রাণ ও কফি গার্ডেনে কয়েকটা দিন। প্রতিদিন প্যাকেজ: 2N/3D & 3N/4D.

ANDAMAN পোর্টব্লেয়ার, হ্যাভলক, নীল, লং আইল্যান্ড, মায়াবন্দর, দিগলিপুর, বারাটাং সহ আন্দামান। থাকা, খাওয়া, গাড়ি সহ প্যাকেজ। 1,500/- জনপ্রতি প্রতিদিন।

SIKKIM ● গ্যাংটক, পেলিং, ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার প্যাকেজ প্রতিদিন।
● ওখরে, হিলে, ভার্সে, উত্তরে, রিনচেনপং, হি-বার্মিওক, চারধাম প্যাকেজ প্রতিদিন।

286, B. B. Ganguly St., Kol-12

পঞ্চরথ-বুদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পিলাক

উদয়পুর থেকে
পিলাক ও মহামুনি

লেখা ও ছবি: অসিত বসাক

সবুজ সুন্দর দক্ষিণ ত্রিপুরার দুই অল্পচেনা জায়গা পিলাক ও মহামুনি। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে পিলাক থেকে। মহামুনির মূল দ্রষ্টব্য এক সোনালি প্যাগোডা।

ব্রোঞ্জের মূর্তি, পিলাক

মহামুনি প্যাগোডা

উদয়পুরের মাতাবাড়ির গুণবতী যাত্রীনিবাস থেকে বেরিয়েছি সকাল আটটায়। আজ ২৯ মে, ২০১৩। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের গাড়িতে আমরা তিন বন্ধু চলেছি বৌদ্ধ-ইতিহাসসমৃদ্ধ পিলাক ও মহামুনির উদ্দেশে।

দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রাকৃতিক শোভায় ভরা গ্রাম্য এলাকা জুড়ে বিস্তৃত পিলাক হল বৌদ্ধ ও হিন্দু-ইতিহাসের ভাণ্ডার। মন্দিরস্থাপত্য ও মূর্তিভাস্কর্যের ধ্বংসাবশেষ এখানকার মুখ্য দ্রষ্টব্য। আর মহামুনি বিখ্যাত বিরাট একটি সোনালি প্যাগোডা ও সংলগ্ন বুদ্ধমন্দিরের জন্য। উদয়পুর থেকে পিলাকের দূরত্ব ৬২ কিলোমিটার আর আগরতলা থেকে ১১৪ কিলোমিটার। পিলাক থেকে মহামুনির দূরত্ব ২৫ কিলোমিটার।

আমাদের গাড়িচালক গোপাল দেবনাথ অত্যন্ত সদালাপী মানুষ। গাড়ি চালাতে চালাতেই ত্রিপুরা সম্পর্কিত নানান তথ্য পরিবেশন করে চলেছেন এবং আমাদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরও দিয়ে চলেছেন নির্দ্বিধায়। গোপালবাবু শচীনদেব বর্মনের অন্ধভক্ত। নিশ্চিতভাবেই তাঁর গাড়ির মিউজিক-সিস্টেমে কখনও বাজছে 'আমি তাকডুম তাকডুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল', কখনও 'শোনো গো দখিন হাওয়া, প্রেম করেছি আমি', আবার কখনও 'ডাকাতিয়া বাঁশি' বা 'পদ্মার ঢেউ রে'। ত্রিপুরা বেড়াতে গিয়ে গাড়িতে পথ চলতে চলতে দিন কয়েক ধরে সেই রাজ্যেরই ভূমিপুত্র সুখ্যাত গায়ক শচীনদেব বর্মনের গান শোনা, আমাদের উপরি পাওনা বলা যায়। তাঁর অননুকরণীয় গায়নশৈলীর অপূর্ব মাদকতা এমন মোহাবিষ্ট করেছিল যে ত্রিপুরা থেকে ফিরে এলেও তার আবেশ বহুদিন আচ্ছন্ন রেখেছিল আমাদের।

পিলাক ও পার্শ্ববর্তী জোলাইবাড়ি, দেবদারু, কলসি— এইসব অঞ্চল জুড়ে বর্তমানে যে গ্রামীণ জনপদ ছড়িয়ে আছে, তার বিভিন্ন অংশে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উৎখননের ফলে অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। গবেষকদের মতে, এইসব প্রত্নবস্তুর প্রাপ্তি প্রমাণ করে যে, এই সমস্ত অঞ্চল একসময় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজাদের শাসনক্ষেত্র ছিল এবং তার পরে এখানে হিন্দু রাজাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। সেই সব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কয়েকটি বৌদ্ধবিহার, বুদ্ধমন্দির, সংঘারাম, চৈত্য, স্তূপ ইত্যাদি এবং পরবর্তীকালে অনেকগুলি হিন্দুমন্দির এই সমস্ত অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল আর সেগুলিকে কেন্দ্র করে জনপদের বিস্তার ঘটেছিল। পিলাকের বৌদ্ধস্থাপত্যগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের ময়নামতী ও পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে গবেষকদের নিশ্চিত-ধারণা হয়েছে যে, পিলাক অঞ্চলেও বাংলাদেশের মতোই বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধধর্মক্ষেত্র ছিল, যার জনপ্রিয়তা ও আয়তনও ছিল বিপুল। প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশের (বর্তমানে মায়ানমার) সংস্কৃতিও দক্ষিণ ত্রিপুরার এই অংশে প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে গবেষকরা মত প্রকাশ করেছেন।

পিলাকের ওপর দিয়ে বহমান যে সরু নদীটি আমাদের পেরোতে হল, তার নাম পিলাকছড়া। পিলাকছড়া পেরিয়ে গ্রামের রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলে রাস্তার বাঁদিকে ইটের তৈরি একটি বুদ্ধমন্দির দূর থেকে দেখতে পেলাম। একটি ইটের স্তূপে খননের ফলে এই পঞ্চরথ-বুদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। খননের আগে পর্যন্ত, ইটের স্তূপটি কয়েক জন বৈষ্ণবীর অধীনে শ্যামসুন্দর আশ্রম নামে পরিচিত ছিল। এজন্য এই স্থানটি শ্যামসুন্দর টিলা নামে পরিচিত।

ধানখেতের মধ্য দিয়ে ইটে বাঁধানো পথটুকু পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, মূল বুদ্ধমন্দিরটি স্থাপত্যটির ঠিক মাঝখানে এবং তার চারপাশে কয়েকটি বর্গাকার কক্ষ রয়েছে, যেগুলি পরস্পর একটি প্রদক্ষিণ-পথের দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের উঁচু ভিতের বাইরের দেওয়াল কারুকাজ-করা পোড়ামাটির ফলকে সুসজ্জিত। অলঙ্করণের মধ্যে মঙ্গলকলস, কীর্তিমুখ, পশু-পাখি ও কিছু কল্পাশ্রয়ী প্রাণীমূর্তি উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরটি নবম-দশম শতাব্দীতে নির্মিত বলে গবেষকরা মনে করেন। মন্দিরের মধ্যেকার ভাস্কর্যের মধ্যে প্রধান হল একটি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি যার দু'পাশে দুই বৌদ্ধদেবদেবী তারা ও হয়গ্রীব বিদ্যমান। এছাড়া আরও এক বৌদ্ধদেবতার মস্তকবিহীন মূর্তিও দেখতে পেলাম।

গ্রামের মধ্য দিয়ে হাঁটা পথে একটু এগিয়েই আশপাশের জঙ্গলের ভিতর বেশ কয়েকটি উঁচু ঢিবি লক্ষ করা গেল, যেগুলির এখানে-ওখানে শ্যাওলাধরা ইট বেরিয়ে আছে। এই অঞ্চলে প্রত্নসম্পদে ভরপুর খননযোগ্য ভূমির অভাব নেই। তবে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মুখে জানা গেল, যথাবিহিত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে এইসব অঞ্চলে খনন করা প্রায় অসম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, এইসব অঞ্চল জুড়ে উপযুক্ত অনুসন্ধানকার্য চালালে ত্রিপুরার লুপ্ত ইতিহাসের কিছু অংশ অন্তত উৎঘাটিত হতে পারে।

বহু বছরের সরকারি ঔদাসীন্য এবং নজরদারির অভাবে ঘরবাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করতে গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির ফলে মাটির তলা থেকে গ্রামবাসীরা বেলেপাথর ও ধাতুর মূর্তি যে যা পেয়েছেন, নিজেদের ঠাকুরঘরে কিংবা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং নিয়মিত তাঁদের পুজো-অর্চনাও করছেন। গ্রামের ভিতর হাঁটতে হাঁটতে এমন কয়েকটি মন্দিরে এইরকম কিছু প্রস্তরমূর্তি আমরা দেখেছি। ভক্তির আতিশয্যে তেল-সিঁদুর চর্চিত সেই মূর্তিগুলি এমন বিকট রূপ ধারণ করেছে যে তাদের আদিরূপ নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। একইভাবে চাষযোগ্য জমি তৈরি করতে গিয়ে প্রত্ন-উপাদানসমৃদ্ধ আশপাশের ঢিবিগুলি অনেক কৃষকই অজ্ঞতাবশত গুঁড়িয়ে দিয়েছেন এবং অমূল্য ইটগুলি নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন বা নষ্ট করে ফেলেছেন।

এখানে প্রাপ্ত অধিকাংশ মূর্তিই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত দেবদেবীর। পিলাক ও তার আশপাশের অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে ব্রোঞ্জের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা বেশ কিছু মূর্তি। পিলাকের কাছে ঋষ্যমুখ থেকে ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়েকটি টেরাকোটার কিন্নর-কিন্নরী ও পশুর মূর্তি আর সিলমোহরও পাওয়া গিয়েছে। পিলাকের খুব কাছেই বাংলাদেশের ময়নামতীর সংগ্রহশালায় রক্ষিত টেরাকোটা ও ব্রোঞ্জের মূর্তির সঙ্গে এই মূর্তিগুলির সাদৃশ্য আছে। নানা মাপের সোনা ও রুপোর কয়েকটি মুদ্রাও এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রামের বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকে দেখতে পেলাম, ইটের প্রাচীর ঘেরা একটা জায়গায় বেশ কিছু পাথরের মূর্তি টিনের আচ্ছাদনের নীচে বসানো রয়েছে। এই স্থানটি ঠাকুরানিটিলা নামে পরিচিত। আদতে এখানে ইটের একটি বড় স্তূপ ছিল, যার মাটি কেটে সমান করে তৈরি হয়েছিল এক বাজার, যেখানে বহু বছর বেচাকেনাও চলেছে।

এখানে খ্রিস্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত প্রদক্ষিণপথসহ আটটি ছোট মন্দিরের ইটে-তৈরি ভিত ও গর্ভগৃহের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি মন্দিরে শিবের স্ফটিকলিঙ্গ-সহ বেলেপাথরে তৈরি যোনিপীঠ (গৌরীপট্ট) উদ্ধার করা হয়েছে। এই আবিষ্কারটি বিশেষ-উল্লেখের দাবি রাখে, কারণ এই প্রত্নসামগ্রীদুটি মন্দিরটির শৈবপরিচয় বহন করে। এছাড়া গণেশ, দুর্গা, বিষ্ণু ও দ্বাদশ শতকে নির্মিত নৃসিংহের পাথরের মূর্তিও এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখানকার উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে পদ্মফুল হাতে ১০ ফুট লম্বা একটি দণ্ডায়মান সূর্যমূর্তি, নির্মাণশৈলী অনুসারে সূর্যমূর্তিটিকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়।

সমগ্র পিলাক জুড়ে প্রাপ্ত বেলেপাথরের মূর্তিগুলির বর্তমান অবস্থা খুবই করুণ। গবেষকদের ধারণা, ত্রিপুরায় সূক্ষ্মশিল্পকর্মের উপযোগী শক্ত পাথরের অভাব থাকার দরুন, এখানে প্রাপ্ত বেশিরভাগ মূর্তিই সম্ভবত নিকৃষ্ট বেলেপাথরে নির্মিত। দীর্ঘকাল অযত্নে

অবহেলায় ও কালের নিয়মে মূর্তিগুলি ক্ষয়ে গিয়েছে অথবা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়েছে। এখন তাই মনে মনে কল্পনা করে নিতে হয় মূর্তিগুলির সঠিক আকার ও গঠন।

দুটি ছোট্ট ঘরের একটিতে দুর্মূল্য প্রত্নসামগ্রী বোঝাই বেশ কয়েকটি তালাবন্দি ট্রাঙ্ক দেখতে পেলাম। অন্য ঘরটিতে মাত্র সাত-আটটি ছোট ছোট মূর্তি ও তিন-চারটি মুদ্রা টিকিটের বিনিময়ে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রাঙ্কগুলির গায়ে কালি দিয়ে ইংরেজিতে এ এস আই লেখা রয়েছে দেখলাম। অনুসন্ধানে জানা গেল, পিলাক ও আশপাশের অঞ্চলগুলিতে এ এস আই বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া কর্তৃক উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী পিলাকবাসীরা আর আগরতলার মিউজিয়ামে নিয়ে যেতে দিতে চান না, তাঁরা চান পিলাকেই গড়ে উঠুক সরকারি সংগ্রহালয় এবং সেখানেই স্থানীয় এই সমস্ত প্রত্নবস্তুগুলি যথোচিত মর্যাদায় সংরক্ষিত হোক। সম্ভবত সরকারি তরফে সেরকম কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ার কারণেই দুর্মূল্য বস্তুগুলি বাক্সবন্দি অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে।

পিলাক-দর্শন শেষ করে এবার আমরা চলেছি মহামুনি প্যাগোডা দেখতে। পথ গিয়েছে জোলাইবাড়ি হয়ে মাত্র ৬ কিলোমিটার দূরের কালাপানিয়া নেচার পার্ক ছুঁয়ে। এই অঞ্চলটির নাম কালাছড়া অর্থাৎ কালোনদী।

বাগাফা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি পরিচালিত নেচার পার্কটির প্রবেশমূল্য পাঁচ টাকা। পার্কের ভিতরে ঢুকে তো অবাক হয়ে গিয়েছি। অতি চমৎকার পরিবেশের মাঝে এই পার্কটি যেন সত্যিই স্বর্গোদ্যান। দুই টিলার মাঝে একটি লেক আর লেকের ওপর লোহার তৈরি সুদৃশ্য একটি ব্রিজ টিলাদুটির মধ্যে সেতুবন্ধন করেছে। গাছপালা ও জঙ্গলে ঘেরা টিলায় ওঠানামার জন্য ব্রিজের দু'প্রান্তে ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে সিমেন্টে-তৈরি লাল রঙের সিঁড়ি। পার্কে ঢোকার রাস্তার দু'পাশে, লেকের ধার ঘেঁষে এবং সিঁড়ির দু'দিকে বিবিধ ফুল ও পাতাবাহার গাছে সাজানো বাগান। রংবেরঙের কয়েকটি বোট লেকের ধারে রাখা রয়েছে। পাশেই একটি ওপেন এয়ার স্টেজ তৈরি করা হয়েছে, যা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় ব্যবহার করা হয়। এ প্রান্তের টিলার মাথায় একটি প্রকৃতিবীক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছনো যায়। চারদিক খোলা টিনে-ঢাকা এই জায়গাটি থেকে চারদিকের প্রাকৃতিক শোভা সত্যিই মনোমুগ্ধকর।

কালাপানিয়া নেচার পার্ক দেখে এবার গন্তব্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মহামুনি প্যাগোডা। পার্ক থেকে বেরিয়ে সাতচাঁদ হয়ে দূরত্ব মাত্র ১৯ কিলোমিটার। এই পথে যেতে গিয়ে কাঠের একটি লঝঝরে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, যার পাশে

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

বছরের যে-কোনও সময় ত্রিপুরা বেড়াতে যাওয়া চলে। তবে বেড়ানোর সেরা সময় সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ। ত্রিপুরার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গরমকালে যথাক্রমে ৩৬ ও ২১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালে যথাক্রমে ২৭ ও ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে বিমানে একঘণ্টাতেই ত্রিপুরা পৌঁছনো যায়। তবে যাঁদের হাতে সময় আছে এবং দীর্ঘ ভ্রমণপথের ধকলকেও যাঁরা হাসিমুখে মেনে নিতে পারেন, বৈচিত্রসন্ধানী সেই সব পর্যটকরা অনেক কম খরচে রেলপথে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা পৌঁছতে পারেন। কলকাতা থেকে ট্রেনে শিলিগুড়ি-গুয়াহাটি হয়ে সোজা লামডিং পৌঁছে, সেখান থেকে ১৫৬৯৫ লামডিং-আগরতলা এক্সপ্রেসে ধর্মনগর হয়ে সরাসরি আগরতলা যাওয়া যায়। ধর্মনগর থেকে আগরতলা যাওয়ার জন্য এ সি চেয়ারকারযুক্ত ৫২৫৭৬ ও ৫২৫৮০ ধর্মনগর-আগরতলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনও রয়েছে। পাহাড় ফুঁড়ে এগিয়ে চলা রেলপথের একাধিক টানেল পেরনোর রোমাঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হবে ট্রেনের জানলা দিয়ে দু'ধারের টিলাময় জঙ্গুলে-প্রকৃতির সৌন্দর্যদর্শনের মুগ্ধতা। ভবিষ্যতে ট্রেন ছুটবে আগরতলা থেকে পশ্চিমে বাংলাদেশ সীমানার আখাউড়া পর্যন্ত আর দক্ষিণে উদয়পুর ছুঁয়ে বাংলাদেশ সীমানার সাব্রুম পর্যন্ত।

কীভাবে ঘুরবেন

ত্রিপুরার রাস্তাঘাট খুবই উন্নত মানের। গাড়ি ভাড়া করে নিজেদের উদ্যোগে আগরতলা থেকে উদয়পুর হয়ে পিলাক-কালাপানিয়া-মহামুনি ভ্রমণ সাঙ্গ করাই যায়। তবে বেসরকারি গাড়ির ড্রাইভাররা গাড়ির 'মিটার' বাড়ানোর দুর্মতিতে, বেড়ানোর চেয়ে, পথঘাট-অচেনা পর্যটকদের অহেতুক 'ঘোরানো'-তেই বেশি আগ্রহী। সেক্ষেত্রে, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম নিয়ন্ত্রিত কোনও গাড়ি ভাড়া নেওয়াই শ্রেয়। নিগম পরিচালিত প্যাকেজ ট্যুরগুলি থেকেও পছন্দের ট্যুর বেছে নেওয়া যায় অথবা প্যাকেজ ট্যুরের সঙ্গে নিজেদের পছন্দমতো আরও কয়েকটি জায়গা জুড়ে নেওয়া যায় অতিরিক্ত খরচে। সমস্ত ট্যুর শুরু ও শেষ হয় আগরতলায়। কলকাতা থেকে এই সমস্ত ট্যুর বা গাড়ির অগ্রিম বুকিং করা যায়।

কোথায় থাকবেন

উদয়পুরে থাকার জন্য রয়েছে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের **গোমতী যাত্রীনিবাস**। এখানে নন-এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা ও নন-এ সি চারশয্যা ঘরের ভাড়া ৬০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা ও এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, পাঁচশয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১০০ টাকা। উদয়পুর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে মাতাবাড়িতে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের কাছে কল্যাণসাগর দিঘির পাশে রয়েছে **গুণবতী ট্যুরিস্ট লজ**। এখানে নন-এ সি চারশয্যা ঘরের ভাড়া ৬০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, ছয় শয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১০০ টাকা। উদয়পুরে সাধারণ মানের কয়েকটি বেসরকারি হোটেলও রয়েছে।

পিলাকে থাকার জন্য জোলাইবাড়িতে রয়েছে **পিলাক ট্যুরিস্ট লজ**। এখানে নন-এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৪৫০ টাকা, ছয় শয্যার ডর্মিটরির শয্যাপ্রতি ভাড়া ১০০ টাকা।

কালাপানিয়া নেচার পার্কে লেকের ধারে রয়েছে ত্রিপুরার উপজাতিদের বাসস্থানের অনুকরণে তৈরি রিয়াং ও মগ নামে দুটি টংঘর।

প্রকৃতিপ্রেমিক ভ্রামণিকেরা ইচ্ছে করলে শহরের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে পার্কের সবুজের সাম্রাজ্যে একটা রাত্রিযাপন করতেই পারেন।

মহামুনি প্যাগোডার কাছেই মনুবকুলে রয়েছে **মহামুনি ট্যুরিস্ট লজ**। এখানে নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৪৮৭ টাকা ও এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৫৬২ টাকা। এছাড়া মহামুনি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে মনুবাজারে মনু যাত্রীনিবাস এবং ২৫ কিলোমিটার দূরে সাব্রুমে দক্ষিণায়ন ট্যুরিস্ট লজেও রাত্রিবাস করা যায়। সবক্ষেত্রেই ঘরভাড়ার সঙ্গে ১০ শতাংশ হারে কর যুক্ত হবে। নিগমের কলকাতার অফিস থেকে ট্যুরিস্ট লজের বুকিং করা যায়। অনলাইনেও ঘর বুকিং করা যায় এই ওয়েবসাইট থেকে:
www.tripuratourism.gov.in

কোথায় খাবেন

পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ট্যুরিস্ট লজ বা যাত্রীনিবাসগুলিতে সুলভ আহারের ব্যবস্থা আছে। উদয়পুর ও মাতাবাড়িতে খাওয়ার হোটেল থাকলেও পিলাক ও মহামুনিতে ট্যুরিস্ট লজের রেস্টুরেন্টই একমাত্র ভরসা।

যোগাযোগের ঠিকানা:

ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন সেন্টার কলকাতা
ত্রিপুরা ভবন, ১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎(০৩৩)-২২৮২-৫৭০৩/০৬২৪/২২৯৭
ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮২-৬৮৪২ এবং
ত্রিপুরা ভবন, এইচ সি-১০, সেক্টর-৩
সল্টলেক, কলকাতা
☎(০৩৩-২৩২১-৪১০৪/০৫
ফ্যাক্স: ০৩৩-২৩৩৭-৮১৭৬
এছাড়া আগরতলায় পৌঁছে রাজভবনের বিপরীতে কুঞ্জবনে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের অফিসে এসেও বুকিং করা যায়
☎(০৩৮১-২৩২-৫৯৩০/৩৮৯৩
ফ্যাক্স: ০৩৮১-২৩১-৭৮৭৮
ট্যুরিস্ট হেল্পলাইন: ০৩৮১-২৩০০-৩৩২

কালাপানিয়া নেচার পার্কে

কংক্রিটের একটি ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। সেই ব্রিজ এখনও তৈরি না হয়ে থাকলে উচিত হবে হরিণা হয়ে যাওয়া। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরও ৭ কিলোমিটার পথ যেতে হবে। মহামুনির দূরত্ব উদয়পুর থেকে ৮২ কিলোমিটার আর আগরতলা থেকে ১৩৪ কিলোমিটার।

এখানকার মূল দ্রষ্টব্য দৃষ্টিনন্দন বিরাট একটি সোনালি প্যাগোডা, যার মূল নাম 'বোধিসুখা ধম্মধাতু উইশ-ফুলফিলিং স্তূপা'। এটির উদ্বোধন হয়েছে ২০০০ সালের ২৮ নভেম্বর। প্যাগোডাটির চার দেওয়ালের কোটরে চারটি ছোট ছোট বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত রয়েছে। এর প্রধানচূড়া-সহ চারকোণের ছোট চূড়াচারটি ধাতুনির্মিত ঝাঁজরসজ্জায় অলঙ্কৃত। প্যাগোডার পাশেই নির্মিত হয়েছে একটি মন্দির, যার ভিতরে একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কাছেই বৌদ্ধপুরোহিতদের বাসস্থান।

প্যাগোডা চত্বরে মহামুনি ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কমপ্লেক্সের শিলান্যাস হয়েছে ২০০১-এর ৩০ জুন। কিছু কিছু নির্মাণকাজ এখনও চলছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে অতি পবিত্র এই পর্যটনকেন্দ্রে শুধু ভারত থেকেই নয়, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, জাপান ও বাংলাদেশ থেকেও বুদ্ধভক্তরা এসে উপস্থিত হন। জানা গেল, বুদ্ধজয়ন্তী-সহ বিশেষ বিশেষ উৎসবের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় ভক্তদের উপস্থিতি বেড়ে যায়।

মহামুনিতে রাত্রিবাসের একমাত্র ঠিকানা ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের মহামুনি ট্যুরিস্ট লজ। আমরা যখন লজে পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে বেলা একটা। ছোট একটি টিলার ওপর নির্মিত দোতলা এই লজটির অবস্থানই শুধু অতুলনীয় নয়, ভবনটি দেখতেও ভারি সুন্দর। চারদিক খোলা থাকায় ঘরে প্রচুর হাওয়া-বাতাস খেলে।

স্নানের পর ভাত, ডাল, আলুভাজা আর ডিমের ঝোল দিয়ে দ্বিপ্রাহরিক আহার মন্দ হল না। বিকেলে ক্যামেরা হাতে লজের ছাদে উঠে গেলাম। এখান থেকে প্যাগোডা ও বুদ্ধমন্দিরটি দৃশ্যমান। কিছুক্ষণ পরেই স্বর্ণাভ প্যাগোডার পিছনে রক্তাভ মেঘের আড়ালে ধীরে ধীরে সূর্যাস্ত হল। চমৎকার এই দৃশ্যটি আমাদের আজীবন মনে থাকবে। আর ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে টিলাময় প্রকৃতির মাঝে ছোট ছোট ঘরবাড়ি, স্কুল, বাগান আর আকাশে সূর্যোদয়, সে-ও আরেক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

মহামুনি বুদ্ধমন্দিরে

ভ্রমণশব্দছক

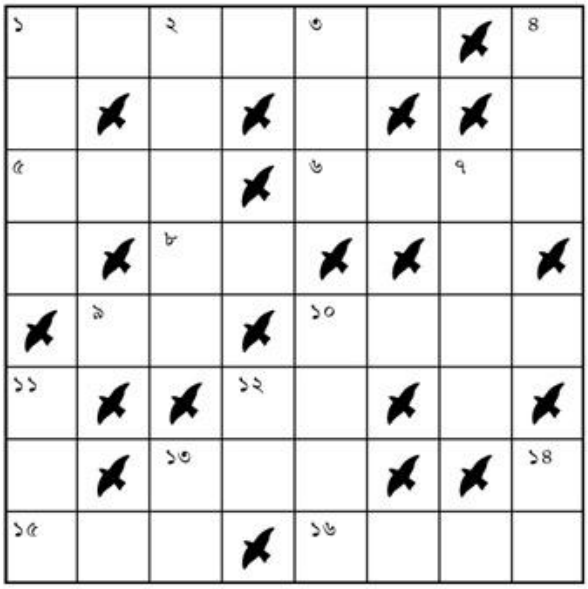

এবারের বিজয়ী উত্তরদাতা :

শুভদীপ মণ্ডল

প্রফেসর কলোনি (লেন নম্বর-১১)

পোঃ কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া-৭২২ ১০২

এবারেও অনেক সঠিক উত্তর এসেছে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কয়েকজন নির্ভুল উত্তরদাতা : প্রকাশ রায়, অন্ত্যাক্ষরী মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর বক্সি, শান্তনু রায়, বিমানকুমার চট্টোপাধ্যায়, মীরা ভট্টাচার্য, রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি, কৃষ্ণা বোস, শুভঙ্কর দাস, রামকৃষ্ণ পাল, অভিজিৎ বিশ্বাস, পার্থ মুখার্জি, ত্রিদিবকুমার মণ্ডল, অজন্তা ঘোষ, রণজিৎ চ্যাটার্জি, মানস চক্রবর্তী, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, নীলাঞ্জন ঘোষ, বিষ্ণু তিয়ারী, কৃষ্ণা তিয়ারী, শেফালি রায়, টুলু রায়, গৌতম ভৌমিক, মুরারীমোহন নস্কর, বুলন পোদ্দার এবং সৌরভ সর্দার।

পাশাপাশি

১। রাজস্থানের মরুতে শহর
সোনার কেল্লা বাড়ায় কদর

৫। খ্যাত সরোবর, পুণ্য সে বারি
আজমির গেলে ডুব দিতে পারি

৬। শৈবতীর্থ ওড়িশার বুকে
বাঁদর রয়েছে— নামের সমুখে

৮। ব্রহ্মা-তনয়— তাঁহার আলয়
মানালি নামটি তাঁর থেকে হয়

৯। রুদ্রনাথের পথে অনসূয়া
মাতার যে খ্যাতি, নয় মোটে ভুয়া

১০। কটক অদূরে, মূলে বন্দর
সাগরবেলার অল্প কদর

১২। পিণ্ডারি ট্রেকে দোয়েলির আগে
নিও বিশ্রাম যদি মনে লাগে

১৩। কৃত্তিবাস যে গ্রামে জন্মায়
তাঁতবস্ত্রে সে নামী নদিয়ায়

১৫। শৈলশহর— নাম মাথেরন
টয়ট্রেনে যেতে গুরুর স্টেশন

১৬। প্রাচীনতম সে গুম্ফা লাদাখে
বলো— যে শহরে ভূমিজুড়ে থাকে

ওপর-নীচ

১। গোলাপি শহর রাজপুতানায়
হাওয়া-মহলের নাম এসে যায়

২। নদীর নামেতে, সে নদীর চরে
গান্ধীজি এক আশ্রম গড়ে

৩। দার্জিলিংয়ের শৈলশহর
পর্যটনে সে লেক-নির্ভর

৪। মানালির বুকে বইছে বিপাশা
নদীর অন্য নামটিও খাসা

৭। জলে ঘেরা ভূমি, প্রবাল সু-অতি
রাজধানী তার যদি কাভারতি

১০। পাঞ্জাবে ভূমি, গীতে খ্যাতি ঢের
মোতিবাগ গড়া নারিন্দরের

১১। দেখলে ফুল বা ডাঁটা আসে মনে
'খালি' জুড়লেই সুন্দরবনে

১২। উড়ে গেছে বক, পড়ে আছে বাকি
সব যদি পাই সৈকতে থাকি

১৩। হেমকুণ্ডের পথে মন কাড়ে
ভ্যালি জুড়ে ফোটে নানান বাহারে

১৪। টিকে আছে গাভী, 'মারা' গেলে পরে
অরণ্য তার পরিচয় ধরে

রবি দাস

ফেব্রুয়ারি সংখ্যার সমাধান

খা	জু	রা	হো		ম	ঙ্গ	ন
	বি		গে	জি	ং		জ
পা	লি	তা	না		পু	স্ক	র
নি			ক	ল্পা			মি
প	রি	ম	ল			মা	না
থ		ধু			উ	লা	র
	স	পু	তা	রা		বা	
প্রা	চী	র		স	ন্ধ্যা	র	তি

পুরস্কার

পুরস্কারবিজয়ী আগামী এক বছরের **ভ্রমণ** *পাবেন বিনামূল্যে। এ-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আসা নির্ভুল উত্তরগুলি থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। পুরস্কারবিজয়ী যদি আগে থেকেই* **ভ্রমণ**-*এর গ্রাহক হন, তবে তাঁর মনোনীত আত্মীয়-বন্ধু এই সুযোগ পাবেন। উত্তরের সঙ্গে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে ভুলবেন না। ফ্যাক্স মারফত উত্তর গ্রাহ্য হবে না। পাঠাবার ঠিকানা :*

ভ্রমণ শব্দছক

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

হলিডে হোম

গ্যাংটক

হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১৯, জি টি রোড (দক্ষিণ), হাওড়া-৭১১ ১০১
☎২৬৪১-৩৮২৫ (এক্সটেনশন: ২৩৯), ৯২৩১৬-৮১০১৫, ৯৮৩৬৭-৪১৭৭৬
গ্যাংটকের ৩১/এ, ন্যাশনাল হাইওয়েতে শিবমন্দিরের বিপরীতে 'পানিহাউস'-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যার সুসজ্জিত ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৪৫০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার দাস বা সুপ্রিয় দে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
আপার আরিথাং রোডে হোটেল 'ফিনলে তারা'য় হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার ও ছয়শয্যার মোট ৩টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া যথাক্রমে ৪০০ ও ৫০০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট তিনটি হলিডে হোম। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। প্রথমটি বালুয়াখনিতে সি পি ডব্লু ডি অফিসের বিপরীতে 'হোটেল মিধাবী'তে। মোট ৩টি ঘর। শিশু সহ তিনশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা এবং শিশু সহ চারশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা। দ্বিতীয়টি টিবেট রোডে 'হোটেল দি ইম্পিরিয়াল'-এ। মোট ৪টি ঘর। শিশু সহ তিনশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা শিশু সহ চারশয্যার দু'টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৬০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
ন্যাশনাল হাইওয়েতে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের কাছে দেওরালিবাজারে 'হোটেল সোনার তরী'তে হলিডে হোমটি। শিশু সহ দ্বিশয্যার চারটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। শিশু সহ তিনশয্যার দু'টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

ভারতের নানা জায়গায় যেসব সংস্থার হলিডে হোম আছে, তাঁরা হলিডে হোম সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন। এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

চাঁদিপুর

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
চাঁদিপুর, বালাসোরে 'আনন্দময়ী হোটেল'-এ হলিডে হোমটি। বেশ কয়েকটি ঘর রয়েছে। দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, তিনশয্যার ভাড়া ৬০০ টাকা, চারশয্যার ভাড়া ৬৫০ টাকা। সবকটিই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

দিল্লি

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
পাহাড়গঞ্জে নিউ দিল্লি স্টেশনের কাছে সংস্থার দু'টি হলিডে হোম। প্রথমটি 'হোটেল লবকুশ ডিলাক্স'-এ তিনশয্যার ২টি ঘর। বাথরুম সংলগ্ন। প্রতিটির ভাড়া ৯০০ টাকা। দ্বিতীয়টি 'হোটেল শিভম প্যালেস'-এ তিনশয্যার ২টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৫৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

দিঘা

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট ২টি হলিডে হোম। প্রথমটি নিউ দিঘায় পিকনিক স্পটের কাছে 'শৌভিক লজ'-এ। শিশু সহ তিনশয্যার ৪টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া যথাক্রমে ৪০০ টাকা। দ্বিতীয়টি পুরাতন দিঘায় ফরেস্ট বাংলো রোডে 'ভারত লজ'-এ। শিশু সহ তিনশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১ ☎২২৪৮-৭৪৭১ (এক্সটেনশন: ৬১২), ৯৪৩৩১-১৪৬৮৩
ওল্ড দিঘায় ফরেস্ট বাংলো রোডে 'নিউ সুবাসিনী ভবন'-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যার ৪টি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ— দীপক সান্যাল বা তপনকুমার ঘোষ।

গিলান্ডার্স ইন্ডিয়ান স্টাফ হলিডে হোম, সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড কলকাতা-১ ☎২২৩০-২৩৩১, ৯৪৭৭৬-১৩১৮৮, ৯৪৩২৩-৫৯৬৭০
পুরাতন দিঘার ফরেস্ট বাংলো রোডে 'নিউ সুভাষিনী ভবন'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার ২টি ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০ টাকা। রান্নার ব্যবস্থা রয়েছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— শ্রীকান্ত চৌধুরী বা কল্যাণ বসু।

ঢাকুরিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৬৮, তনুপুকর রোড কলকাতা-৩১ ☎২৪১৫-৮৫৭৫/৪০৫৫
পুরাতন দিঘায় বাজারের কাছে 'আমন্ত্রণ লজ'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার মোট দু'টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া ৩০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— সম্পাদক।

বজবজ মিউনিসিপ্যালিটি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
৭১, মহাত্মা গান্ধি রোড, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ☎২৪৭০-৩৭৬৯
পুরাতন দিঘার শিবালয় রোডে পৌরসভা সমিতির নিজস্ব বাড়িতে হলিডে হোমটি। নীচের তলায় বাথরুম সংলগ্ন দু'টি দ্বিশয্যার এবং একতলায় তিনশয্যার ৩টি এবং দ্বিশয্যার ২টি ঘর আছে। ভাড়া যথাক্রমে দ্বিশয্যাগুলির ১১০ টাকা এবং তিনশয্যাগুলির ১৫০ টাকা। রান্নার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ— সম্পাদক।

ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল) রিক্রিয়েশন ক্লাব
১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, পঞ্চম তল কলকাতা-১ ☎২২২৫-৩৪২১–২৪ (এক্সটেনশন: ২৪০), ৮৯০২১-৯৬৮৮২
দিঘার ফরেস্ট বাংলো রোডে 'হোটেল শ্রেয়া'য়

হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারজনের শয়নোপযোগী দু'টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— তপন দাস।

দেরাদুন

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
স্টেশন থেকে ১ কিলোমিটার দূরে রাজ প্যালেসের কাছে 'দ্বীপ লজ'-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যার দু'টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

পুরী

গিলান্ডার্স কো-অপারেটিভ ক্রেডিড সোসাইটি লিমিটেড, চতুর্থ তল, সি-ব্লক, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২৩০-২৩৩১, ৯৪৩২৮-৮৪৩০০, ৯০০৭৬-২৫১১৭
পুরীর সি-ভিউ হোটেলের দ্বিতীয় তলের সম্মুখ ভাগে হলিডে হোমটি। মোট ৪টি ঘর। পাঁচশয্যার দু'টি ঘরের প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৭৫০ টাকা, পাঁচশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা ও দ্বিশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ— দেবাশিস লাহিড়ি বা সন্দীপ মুখোপাধ্যায়।

ব্যাঙ্ক অব বরোদা এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল কলকাতা-১ ☎২২৩০-৬০৭৬-৭৮, ৯৪৩৩১-৩১৭০৯, ৯৮৩০৫-২৭৩৩৫, ৮১০০১-০৩৮৩৯
স্বর্গদ্বারের কাছে হরিদাস মঠের পাশেই 'জগন্নাথ আবাস'-এ হলিডে হোমটি। মোট ৪টি ঘর। চারশয্যার প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা (তবে দুর্গাপুজো ও ক্রিসমাসের সময় ভাড়া লাগবে ৫০০ টাকা)। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— সুকুমার গুহ বা দেবাশিস মিত্র বা সুশান্ত বিশ্বাস বা সোমা হালদার।

ক্যালকাটা ফরেস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব, অরণ্য ভবন, ব্লক-এল এ-১০এ, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৯৮ ☎২৩৩৫-২৩২০/৬৬৭২/৭৭৫১, ৯২৩৯২-৬৭৭৫১, ৯৪৭৭৪-০৭৮৪৩, ৯৪৭৪৯-৮৭৩৪০ (এক্সটেনশন: ৩০৮/৩০৯, ৩১৮, ৫০৯)
সংস্থার মোট দু'টি হলিডে হোম। প্রথমটি গৌড়বাটশাহীতে হোটেল রাজের কাছে 'নিউ মালঞ্চ'-য়। চারশয্যার মোট দু'টি ঘর। ঘরপ্রতি ভাড়া ৫০০ টাকা। দ্বিতীয় হলিডে হোমটি সারস্বত গৌড়ীয় মঠের বিপরীতে সুধীর স্মৃতি ভবনের দোতলায়। চারশয্যার মোট পাঁচটি ঘর। তিনটি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৩০০ টাকা ও দু'টি ঘরের ভাড়া যথাক্রমে ৩৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। যোগাযোগ— বিকাশচন্দ্র মিত্র বা ইন্দ্রজিৎ নস্কর বা বলরাম দাস।

দ্য ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১২, সদর স্ট্রিট, কলকাতা-১৬
☎২২৫২-১০৩১/৩৪/৩৫, ২২৫২-১৬০২
নিউ মেরিন ড্রাইভ রোডে বিড়লা গেস্টহাউসের বিপরীতে 'হারিন গেস্টহাউস'-এ হলিডে হোমটি। সংলগ্ন বাথরুম সহ আটটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৭০ টাকা। রান্নার বন্দোবস্ত আছে। যোগাযোগ— শুভাশিস ভট্টাচার্য।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স ওয়েলফেয়ার কমিটি, যাদবপুর কলকাতা-৩২ ☎২৪৭৩-৪৯৭১ (এক্সটেনশন: ১১৩, ৭৫১, ২৬২)
সংস্থার মোট দু'টি হলিডে হোম। প্রথমটি নিউ সি হক হোটেলের পাশে 'শ্রী জগন্নাথ লজ'-এ। বাথরুম সংলগ্ন চারজনের শয়নোপযোগী ৬টি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৬০০-৭০০ টাকা। রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। অপরটি বালানন্দ তীর্থাশ্রম-এর পিছনে 'মীরা ভবন ২'-এ। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ৩টি ঘর। রান্নার ব্যবস্থা আছে। ঘরপিছু ভাড়া ৪০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণ দত্ত বা অমিতকুমার মজুমদার বা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারাণসী

ব্যাঙ্ক অব বরোদা এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৬০৭৬-৭৮, ৯৪৩৩১-৩১৭০৯, ৯৮৩০৫-২৭৩৩৫, ৮১০০১-০৩৮৩৯
দশাশ্বমেধ ঘাট এবং বিশ্বনাথ মন্দিরের খুব কাছে 'শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর লজ'-এ হলিডে হোমটি। সংলগ্ন বাথরুম সহ মোট ২টি ঘর। একটি চারশয্যা ঘরের ভাড়া ৫৫০ টাকা এবং একটি তিনশয্যা ঘরের ৪৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুকুমার গুহ বা দেবাশিস মিত্র বা সুশান্ত বিশ্বাস বা সোমা হালদার।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
দশাশ্বমেধ ঘাট এবং বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে সংস্থার দু'টি হলিডে হোম। 'হোটেল গঙ্গা'য় বাথরুম সংলগ্ন মোট ১০টি ঘর। তিনশয্যার মোট ৫টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা, চারশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা, পাঁচশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা। অপরটি 'হোটেল সাহ'-তে মোট ৪টি ঘর। তিনশয্যার ২টির ভাড়া ৪৫০ টাকা এবং চারশয্যার ২টির ভাড়া ৫৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড ১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
লাঙ্গা থানার কাছে 'রেণুকা ভবন'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার একটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ভাড়া ১৮০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। মোট ২৫টি ঘর। প্রথমটি বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছে লহরিতলায় 'মঞ্জুশ্রী গেস্টহাউস'-এ। দ্বিশয্যার ৩টি, তিনশয্যার ৬টি, চারশয্যার ২টি এবং পাঁচশয্যার ২টি ঘর। ভাড়া যথাক্রমে ২২০ টাকা, ৩০০ টাকা, ৪০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা। অপরটি মঞ্জুশ্রী গেস্টহাউসের পাশেই রাজকুমার কাপুরের বাড়িতে। বাথরুম সংলগ্ন ১২টি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

HOTEL PRIDE
LOLEYGAON
Kalimpong, Darjeeling
Call:9775588156 / 9775588346
Deluxe & Suit Room Available.
31 km from Kalimpong
PICKUP & DROPS FACILITY AVAILABLE

কন্টিনেন্টাল
172, Lenin Sarani, Kol-700 013.
Ph: 2212-7715/9788
Mobile: 98747 63053/98303 08705
সরকারি/বেসরকারি হোটেল বুকিং

কাশ্মীর	সিকিম
পশ্চিমবঙ্গ	কুমায়ুন
কেরালা	মধ্যপ্রদেশ
অরুণাচল	মেঘালয়
হিমাচল প্রদেশ	তামিলনাড়ু
নেপাল/ভুটান	অন্ধ্রপ্রদেশ
ওড়িশা	অসম
দক্ষিণ ভারত	গুজরাট
উত্তরপ্রদেশ	মহারাষ্ট্র-গোয়া

ON LINE BOOKING
www.continentaltravels.co.in
-: Branch :-
Lalbazar-9831125446 Garlahat-9830111999
Kasba-9433604299 Jadavpur-9883205816
Belghoria-8420057891 Krishnanagar-9233972873
Naihati-9874763053 Kalyani-9433351219
Budge Budge-9831735373 Kalna-9932252423
Durgapur-9851105701 Jamshedpur-9835183717
Gangulibagan-9830981388 Siliguri-9836006067
Jalpaiguri-9800311833 North Kolkata-9830177944

রেলের সময়সূচি

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
দিল্লি-কালকা মেল	১২৩১১	১৯-৪০	১২৩১২	৭-৫৫
অমৃতসর মেল	১৩০০৫	১৯-১০	১৩০০৬	৭-২০
মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	১২৩২১	২২-০০	১২৩২২	১১-৪৫
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া, বারাণসী)	১২৩৮১	৮-১৫	১২৩৮২	১৬-৫৫
(ছাড়ে: বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৩	৮-০৫	১২৩০৪	১৬-৫৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১২৩০১	১৬-৫৫	১২৩০২	৯-৫৫
(ছাড়ে: রবিবার বাদে প্রতিদিন পৌঁছয়: শনিবার বাদে প্রতিদিন)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৫	১৪-০৫	১২৩০৬	১২-৩৫
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
যোধপুর/বিকানির এক্সপ্রেস	১২৩০৭	২৩-৩০	১২৩০৮	৪-০০
শতাব্দী (বোকারো-রাঁচি) এক্সপ্রেস	১২০১৯	৬-০৫	১২০২০	২১-১০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
জনশতাব্দী (পাটনা) এক্সপ্রেস	১২০২৩	১৪-০৫	১২০২৪	১৩-২৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩০১১	১৫-২৫	১৩০১২	১১-২৫
হিমগিরি (জম্মু-তাওয়াই) এক্সপ্রেস	১২৩৩১	২৩-৫৫	১২৩৩২	১১-৩০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
সরাইঘাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৫	১৫-৫০	১২৩৪৬	৫-১০
দুন (দেরাদুন/কোটদ্বার) এক্সপ্রেস	১৩০০৯	২০-৩০	১৩০১০	৬-৫৫
উপাসনা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস	১২৩২৭	১৩-১০	১২৩২৮	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
কুম্ভ (হরিদ্বার) এক্সপ্রেস	১২৩৬৯	১৩-১০	১২৩৭০	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: শুক্র, সোমবার বাদে প্রতিদিন)				
উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস (শ্রীগঙ্গানগর)	১৩০০৭	৯-৩৫	১৩০০৮	১৯-২০
অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৩০৪৯	১৩-৫০	১৩০৫০	১৫-৪৫
বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেস	১৩০১৯	২১-৪৫	১৩০২০	১২-৪০
মিথিলা (রক্সৌল) এক্সপ্রেস	১৩০২১	১৫-৪৫	১৩০২২	৪-০০
কামরূপ (ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস	১৫৯৫৯	১৭-৩৫	১৫৯৬০	৫-৪৫
ব্ল্যাক ডায়মন্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১৩৩১৭	৬-১৫	১৩৩১৮	২১-২০
হুল এক্সপ্রেস (সিউড়ি)	১৩০৫১	৬-৪৫	১৩০৫২	১৮-২৫
কোলফিল্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৯	১৭-২০	১২৩৪০	১০-২৫
অগ্নিবীণা (আসানসোল) এক্সপ্রেস	১২৩৪১	১৮-২০	১২৩৪২	৮-৪৫
দানাপুর এক্সপ্রেস	১২৩৫১	২০-৩৫	১২৩৫২	৬-৩৫
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১২৩৩৭	১০-১০	১২৩৩৮	১৫-৪০
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৭	১১-৫৫	১২৩৪৮	২০-১৫
গণদেবতা (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০১৭	৬-০৫	১৩০১৮	২১-৪৫
ভূপাল এক্সপ্রেস (ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১৩০২৫	১৩-২৫	১৩০২৬	১৫-০০
বিভূতি (এলাহাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৩	২০-০০	১২৩৩৪	৭-৩০
চম্বল (গোয়ালিয়র) এক্সপ্রেস	১২১৭৫	১৭-৪৫	১২১৭৬	৬-৪৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
চম্বল (মথুরা) এক্সপ্রেস	১২১৭৭	১৭-৪৫	১২১৭৮	৬-৪৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
শক্তিপুঞ্জ (জব্বলপুর) এক্সপ্রেস	১১৪৪৮	১৪-৩৫	১১৪৪৭	৪-১৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া আসানসোল)	১৮৬২৭	১৪-২৫	১৮৬২৮	১৩-৫০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি, সোম, মঙ্গল)				
জয়সলমির এক্সপ্রেস	১২৩৭১	৮-১৫	১২৩৭২	১৬-৩০
(ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: শুক্র)				
লালকুঁয়া এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: রবি)	১২৩৫৩	৮-১৫	১২৩৫৪	১৮-৫৫
ধানবাদ এ সি দ্বিতল এক্সপ্রেস	১২৩৮৫	৮-৩৫	১২৩৮৬	২২-৪০
ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার বাদে				
গর্ভ (গান্ধিধাম) এক্সপ্রেস	১২৯৩৮	২৩-০০	১২৯৩৭	১৩-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৪৬৫	১৫-১৫	১৩৪৬৬	১২-৫০
(ভায়া আজিমগঞ্জ) (রবি বাদে)				
নতুন দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৭৩	১২-৫০	১২২৭৪	৬-১০
(ছাড়ে সোম, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, রবি)				
নতুন দিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩২৩	১৮-৫০	১২৩২৪	৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
গয়া এক্সপ্রেস (ভায়া রামপুরহাট)	১৩০২৩	১৯-৫০	১৩০২৪	৩-৪০
দ্বারভাঙা এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শনি)	১৫২৩৫	১১-০৫	১৫২৩৬	৩-০০
যুব (নতুন দিল্লি) এক্সপ্রেস	১২২৪৯	১৭-১০	১২২৫০	১০-৪০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
জামালপুর এক্সপ্রেস	১৩০৭১	২১-৩৫	১৩০৭২	৫-৩০

শিয়ালদা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস	১২৩২৯	১৩-১০	১২৩৩০	১৭-২৫
(সাপ্তাহিক) (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজধানী এক্সপ্রেস	১২৩১৩	১৬-৫০	১২৩১৪	১০-১৫
দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৫৯	১৮-৩০	১২২৬০	১২-৩০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২০১	২০-০০	২২২০২	৪-০০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩১৪১	১৩-৪০	১৩১৪২	৪-৩৫
দার্জিলিং মেল	১২৩৪৩	২২-০৫	১২৩৪৪	৬-০০
কাঞ্চনজঙ্ঘা (গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস	১৫৬৫৭	৬-৩৫	১৫৬৫৮	১৯-২৫
গৌড় এক্সপ্রেস	১৩১৫৩	২২-১৫	১৩১৫৪	৫-২০
উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	১৩১৪৭	১৯-৩৫	১৩১৪৮	৫-১০
অমৃতসর অকাল তখত এক্সপ্রেস	১২৩১৭	৭-৪০	১২৩১৮	১৫-১০
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: শনি, বুধ)				
মা তারা এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১৩১৮৭	৭-২৫	১৩১৮৮	১৮-৪৫
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	১৩১৪৯	২০-৩০	১৩১৫০	৮-১৫
হাটে-বাজারে এক্সপ্রেস	১৩১৬৩	২০-১০	১৩১৬৪	৭-১৫
বারাণসী এক্সপ্রেস	১৩১৩৩	২১-১৫	১৩১৩৪	১০-৫৫
ভাগীরথী (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১০৩	১৮-২০	১৩১০৪	১০-২৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ (অমৃতসর) এক্সপ্রেস	১২৩৭৯	১৩-১০	১২৩৮০	১৭-২৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)				
পদাতিক এক্সপ্রেস	১২৩৭৭	২২-৫৫	১২৩৭৮	৬-৪৫
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১২৩৭৩	৯-০৫	১২৩৭৪	১৪-৪০
(ছাড়ে: বুধ, শুক্র, রবি; পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি, শনি)				
গঙ্গাসাগর (জয়নগর) এক্সপ্রেস	১৩১৮৫	১৫-৪০	১৩১৮৬	৬-৫৫
অনন্যা (উদয়পুর) এক্সপ্রেস	১২৩১৫	১৩-১০	১২৩১৬	১৫-১০
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১২৩৮৩	১৭-০০	১২৩৮৪	১০-৪০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
বালিয়া এক্সপ্রেস	১৩১০৫	১৩-২০	১৩১০৬	৩-৩৫
আজমির এক্সপ্রেস	১২৯৮৭	২৩-২০	১২৯৮৮	১৫-৫৫

কলকাতা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
হাজারদুয়ারি (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১১৩	৬-৫০	১৩১১৪	২১-২৫

জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস	১৩১৫১	১১-৪৫	১৩১৫২	১৫-৫০
হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩৬৩	৯-০৫	১২৩৬৪	১৯-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তেভাগা (বালুরঘাট) এক্সপ্রেস	১৩১৬১	১২-৫৫	১৩১৬২	১৪-২৫
(ছাড়ে: শনিবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
গুরুমুখী (নাঙ্গাল ড্যাম) এক্সপ্রেস	১২৩২৫	৭-৪০	১২৩২৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: রবি)				
পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৫০৪৭	১৪-৩০	১৫০৪৮	৪-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি)				
লালকেল্লা এক্সপ্রেস	১৩১১১	২০-১৫	১৩১১২	৭-৩০
মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৩১৫৫	২০-৫৫	১৩১৫৬	৩-৪৫
(ছাড়ে: রবি, বৃহঃ; পৌঁছয়: মঙ্গল, শনি)				
রাধিকাপুর এক্সপ্রেস	১৩১৪৫	১৯-৩০	১৩১৪৬	৫-৩৫
পাটনা গরিবরথ এক্সপ্রেস	১২৩৫৯	২০-০০	১২৩৬০	৫-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শনি)				
যোগবাণী এক্সপ্রেস	১৩১৫৯	২০-৫৫	১৩১৬০	৩-২০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
অমৃতসর সুপার এক্সপ্রেস	১২৩৫৭	১২-২০	১২৩৫৮	১১-২০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শনি পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র)				
গুয়াহাটি গরিবরথ	১২৫১৭	২১-৪০	১২৫১৮	১৫-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
আজমির এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: বুধ)	১৯৬০৭	১১-২৫	১৯৬০৮	১৭-০০
আগ্রা এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শুক্র)	১২৩১৯	১৩-১০	১২৩২০	১৭-২০
প্রতাপ (বিকানির) এক্সপ্রেস	১২৪৯৬	২২-৪৫	১২৪৯৫	১৩-১৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)				
প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (ঝাঁসি)	১১১০৫	৭-২৫	১১১০৬	২১-৪৫
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
মৈথিলী (দ্বারভাঙা) এক্সপ্রেস	১৫২৩৩	১০-৪০	১৫২৩৪	৩-১০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি)				
ত্রিহুত এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহস্পতি)	১৩১৫৭	২০-৫৫	১৩১৫৮	৩-৪৫
ধনধান্যে (বহরমপুর) এক্সপ্রেস	১৩১১৭	১৬-১০	১৩১১৮	১১-৩৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গোরখপুর এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)	১৫০৫১	১৪-৩০	১৫০৫২	৪-২৫
গোরখপুর এক্সপ্রেস	১৫০৪৯	১৪-৩০	১৫০৫০	৪-২৫
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				

দ ক্ষি ণ - পূ র্ব রে ল ও য়ে

হাওড়া/সাঁতরাগাছি	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
চেন্নাই মেল	১২৮৩৯	২৩-৪৫	১২৮৪০	৪-১০
মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	১২৮১০	২০-১৫	১২৮০৯	৫-৫০
গীতাঞ্জলি (মুম্বই) এক্সপ্রেস	১২৮৬০	১৩-৫০	১২৮৫৯	১২-৩০
জনশতাব্দী (বরবিল) এক্সপ্রেস	১২০২১	৬-২০	১২০২২	২০-৫০
জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস	১২১০২	২২-৫৫	১২১০১	৩-৩৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, বৃহঃ, রবি, সোম)				
আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	১২৮৩৪	২৩-৫৫	১২৮৩৩	১৩-৩০
লোকমান্য তিলক সমর্সতা এক্সপ্রেস	১২১৫২	২১-১৫	১২১৫১	৮-২৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র, শনি)				
করমণ্ডল এক্সপ্রেস	১২৮৪১	১৪-৫০	১২৮৪২	১১-৫০
ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৭০৩	৭-২৫	১২৭০৪	১৭-৪৫
টাটা স্টিল এক্সপ্রেস	১২৮১৩	১৭-৩০	১২৮১৪	১০-২০
ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস	১২৮৭১	৬-৫৫	১২৮৭২	১৮-৪৫
সম্বলপুর-কোরাপুট এক্সপ্রেস	১৮০০৫	২১-৩৫	১৮০০৬	৬-২৫
রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস	১৮৬১৫	২২-২০	১৮৬১৬	৬-৩৫
পুরী এক্সপ্রেস	১২৮৩৭	২২-৩৫	১২৮৩৮	৪-৫০
শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৮৪০৯	১৯-০০	১৮৪১০	৮-১০
ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	১২৮২১	৬-০০	১২৮২২	২০-১৫
পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস (বুধবার বাদে প্রতিদিন)	১২২৭৭	১৪-২৫	১২২৭৮	১৩-৪৫
জনশতাব্দী (ভুবনেশ্বর) এক্সপ্রেস	১২০৭৩	১৩-২৫	১২০৭৪	১২-৪০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
ইস্ট কোস্ট (হায়দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১৮৬৪৫	১১-৪৫	১৮৬৪৬	১৬-১০
মহীশূর এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)	২২৮১৭	১৬-১০	২২৮১৮	১৪-৫০
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১২৮২৭	১৬-৫০	১২৮২৮	১১-২০
পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস	১২১৩০	২১-৫৫	১২১২৯	৩-৫০
পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২২২	৮-২০	১২২২১	১৯-৪০
(ছাড়ে: বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, রবি)				
সাঁতরাগাছি-তিরুপতি এক্সপ্রেস	২২৮৫৫	১৬-০৫	২২৮৫৬	২২-১০
(ছাড়ে: রবি পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি-ম্যাঙ্গালোর বিবেক এক্সপ্রেস	২২৮৫১	১৬-০৫	২২৮৫২	১৭-৫০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
সাঁতরাগাছি-নানদেদ এক্সপ্রেস	১২৭৬৮	১৪-৫০	১২৭৬৭	১৯-১৫
(ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি পোরবন্দর কবিগুরু এক্সপ্রেস	১২৯৫০	২১-২৫	১২৯৪৯	৮-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি)				
তিরুচিরাপল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	১২৬৬৩	১৬-১০	১২৬৬৪	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)	১২৬৬৫	১৬-১০	১২৬৬৬	৩-২০
পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস (সাঁতরাগাছি)	১২৮৮৩	৬-২৫	১২৮৮৪	২১-২৫
ওখা এক্সপ্রেস	১২৯০৬	২২-৫৫	১২৯০৫	৩-৩৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র, শনি)				
যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস (ভায়া তিরুপতি)	১২৮৬৩	২০-৩৫	১২৮৬৪	৬-১০
যশোবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৪৫	১১-০০	১২২৪৬	১৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, বৃহঃ, শুক্র, সোম)				
মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৬২	৮-২০	১২২৬১	১৯-৪০
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, বুধ, বৃহঃ, শুক্র)				
দিঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২৮৪৭	১১-১৫	১২৮৪৮	১৮-৩৫
কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৮০০১	১৪-১৫	১৮০০২	২১-৫০
তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস	১২৮৫৭	৬-৪০	১২৮৫৮	১৩-৫০
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্রবার)	১২৮৯৫	২০-৫৫	১২৮৯৬	৭-০৫
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোমবার)	১২৮৮৭	২০-৫৫	১২৮৮৮	৭-০৫
মুম্বই এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)	১২৮৭০	১৪-৩৫	১২৮৬৯	১৯-৩০
অমরাবতী এক্সপ্রেস	১৮০৪৭	২৩-৩০	১৮০৪৮	২২-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুডুচেরি এক্সপ্রেস (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১২৮৬৭	২৩-৩০	১২৮৬৮	২২-২৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া টাটা)	১৮৬১৭	১৫-০৫	১৮৬১৮	১৪-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, শুক্র, শনি)				
পুরী গরিবরথ (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, বৃহঃ)	১২৮৮১	২০-৫৫	১২৮৮২	৭-০৫

শালিমার	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস	১৮০৩০	১৫-০০	১৮০২৯	১২-১৫
গুরুদেব (নাগেরকয়েল) এক্সপ্রেস	১২৬৬০	২৩-০০	১২৬৫৯	১৩-৫০
(ছাড়ে: বুধ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস	১৬৩২৪	২২-৪৫	১৬৩২৩	১৩-৫০
(ছাড়ে: মঙ্গল, রবি; পৌঁছয়: সোম, শনি)				
বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস	২২৮৫৩	১৮-১৫	২২৮৫৪	৩-৩০
(ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
আরণ্যক (ভোজুডিহি) এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১২৮৮৫	৭-৪৫	১২৮৮৬	১৯-০০
ভোজপুরি (গোরখপুর) এক্সপ্রেস	১৫০২১	২০-২৫	১৫০২২	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল)				
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুধবার)	২২৮৩৫	২১-০০	২২৮৩৬	৭-২০
উদয়পুর এক্সপ্রেস (ভায়া পেড্ডা রোড)	১৯৬৫৯	২০-২৫	১৯৬৬০	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার)				
পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২১৩	২২-০৫	২২২১৪	৫-৪০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস	২২৮৪৯	১২-২০	২২৮৫০	৯-০৫
(ছাড়ে: বুধবার; পৌঁছয়: শনিবার)				

আন্তর্জাতিক ট্রেন (কলকাতা টার্মিনাল থেকে)	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল)	১৩১০৯	৭-১০		
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শনি)	১৩১০৮	৭-১০		

রেলের যাবতীয় অনুসন্ধান: ১৩৯। দক্ষিণ-পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২২১৭, ২৬৩৭-৭২৯১/ ৭১৯৬/৭৩৪৮। পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ১৩১০। শিয়ালদা অনুসন্ধান: ২৩৫০-৩৫৩৫/৩৫৩৭। হাওড়া অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২৫৮১। শালিমার: ২৬৬৮-১১২১

*ওয়েবসাইটে রেলের রিজার্ভেশন: **www.irctc.co.in***

ফিরে দেখা

'ভ্রমণ' মার্চ ২০০৫ সংখ্যা থেকে

নারিকেল জিঞ্জিরা দ্বীপে

সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জেটি থেকে স্পিডবোট বা ট্রলারে চেপে অতি সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় ছেড়া দ্বীপের জনহীন ভূখণ্ডে। ছেড়া দ্বীপের চারপাশেই ছোট-বড় প্রবালখণ্ড এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে ট্রলারের পক্ষে সম্ভব হয় না দ্বীপভূমিকে স্পর্শ করার। সমস্যার সমাধানে ছোট ডিঙি নৌকার ব্যবস্থা রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ আগেই ভাঁটা আরম্ভ হয়েছিল। ভাঁটার টানে জলস্তর অনেকটা নেমে গেছে তাই হাঁটুজল ভেঙে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে পৌঁছে যেতে কোনও সমস্যা হল না। উৎসাহের আতিশয্যে আমি আর জোবায়ের একছুটে গিয়ে হাজির হলাম এক গোলাকার হলুদ বালুকাময় ভূখণ্ডে। এই মিনি দ্বীপের মাঝে রয়েছে কেয়াগাছের বন। বেশ কিছু গাছে ছোট-বড় ফল ঝুলছে। ফলের চেহারা একেবারে ছোট আকারের কাঁঠালের মতো। মন দিয়ে কেয়া ফল দেখছি এমন সময় কানে এল জোবায়ের আমাকে উত্তেজিত স্বরে ডাকছে, তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে হাজির হতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। সাগরতট জুড়ে শুধু শঙ্খ আর ঝিনুকের ছড়াছড়ি। যেমন বিচিত্র তাদের রং তেমনই বিচিত্র তাদের আকার। প্রকৃতির সবকটি রং এখানে উপস্থিত। নির্জন দ্বীপে এমন এক অপার্থিব দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে নিজের শৈশবে ফিরে গেলাম। প্রবল উৎসাহে আমি আর জোবায়ের মেতে উঠলাম ঝিনুক সংগ্রহে। নতুন নতুন ঝিনুক এবং শঙ্খের সন্ধানে জলের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুরো দ্বীপটাই প্রায় প্রদক্ষিণ করা হয়েগেল, এতই ছোট্ট এই দ্বীপ। আর এই দ্বীপ পরিক্রমার সময় একাধিকবার থমকে দাঁড়াতে হয়েছে নতুন নতুন দৃশ্যপটের মুখোমুখি হয়ে। এক জায়গায় দেখলাম বেলাভূমির অনেকটা জায়গা জুড়ে লাল কাঁকড়াদের বিশাল সমাবেশ। কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতেই মুহূর্তে উধাও। আরেক জায়গায় আরও বিচিত্র এক দৃশ্য। দ্বীপের অনেকটা ভিতরে অনুচ্চ প্রবাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গায় জল জমে আছে। কাচের মতো স্বচ্ছ জলে ছোটাছুটি করছে ছোট ছোট সামুদ্রিক মাছ। এরা জোয়ারের সময় এখানে ঢুকেছিল সম্ভবত খাদ্যের সন্ধানে, পরে ভাঁটার সময় জল নেমে গেলেও এই মাছের দলটি আর বেরোতে পারেনি। পরবর্তী জোয়ারের সময় পর্যন্ত এদের এখানেই বন্দী থাকতে হবে।

রবীন চক্রবর্তী

অচেনা কারেরী ডাল

রাতে কারেরী ডাল অতি অপূর্ব। ঝকঝকে তারারা মনে হয় নীচে নেমে এসেছে, আর সেই সময় যদি চাঁদ ওঠে তবে অবিশ্বাস্য রকমের সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে চরাচর। জীবনের এক অতি অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে আমার প্রথমবার কারেরী ডালের তীরে রাত কাটানোর স্মৃতি।

কারেরী ডাল বেশি বড় লেক নয়, কিন্তু এর শোভা আমার নিজের খুব ভালো লেগেছে। এইখানে আমি বলে নিতে সামান্য দ্বিধা করছি যে হিমালয়ের অন্দরে আমি নিজে অনেক ঘুরেছি। অনেক অনেক লেক দেখেছি, যেগুলি অত্যন্ত দুরূহ উচ্চতায় রয়েছে, অথবা বছরের অধিকাংশ সময় বরফে আবৃত থাকে। চন্দ্রতাল চন্দ্রভাগানদীর এক শাখা চন্দ্রানদীর উৎসের হ্রদ, অনেক উঁচুতে রয়েছে, এবং তার জলে হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ দেওটিব্বা এবং ইন্দ্রাসনের ছবি প্রতিফলিত হয়ে যে দৃশ্যের সৃষ্টি করে তার তুলনা নেই। কিন্তু চন্দ্রতালের চেয়েও কারেরী ডালের শোভা অনেক বেশি। কারেরীর জলে গাছের ছবি আছে, মেঘের ছবি আছে, জ্যোৎস্নার প্রতিফলন আছে। রাতে চন্দ্রতাল দেখার প্রশ্ন নেই এত ঠান্ডা, আর সর্বত্রই পাথর অথবা বরফ, সবুজ বলে কিছু নেই সেখানে। শুষ্ক রুক্ষ পাথরের রাজ্যে একটা লেকে বরফের পর্বতশৃঙ্গের ছায়াছবি দেখা যায়, এটা শুনতে রোমাঞ্চকর হলেও আমার মতো সবুজ বাংলার সন্তানের পক্ষে ভালো লাগেনি তা। কিন্তু কারেরী লেকের জলে আকাশের পটভূমিকায় দুপাশের চির, পাইন, দেবদারু, ওক, খোরসু, মরু ওক, চেস্টনাট এবং সেগুন ধরনের চওড়া পাতার গাছের প্রতিবিম্ব। সারাদিনে একটু একটু করে পাল্টায় কারেরী ডালের ছবি, পূর্ণতা পায় রাতে। মনে হবে এই তো হাত বাড়ালেই ধরতে পারব বড় বড় হিরের মতো দ্যুতিময় তারাদের। আর যদি পূর্ণিমার সময় হয় কাছেপিঠে, তাহলে বিশাল মহীরুহগুলোর মাঝ দিয়ে মস্ত চাঁদের উদয় আর লেকের জলে জ্যোৎস্নার খেলা আর কোথাও এমন দেখা যায় কিনা আমি বলতে পারব না।

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়

আমাজনের গাছবাড়ি

জলমগ্ন ইগাপো অরণ্যে পৌঁছে ইঞ্জিন বন্ধ করে দাঁড় টেনে চলল মাঝিরা। ছায়াঘেরা বনপথ অর্থাৎ সরু গলির মতো জলপথ। আমরা অনেকে ছোট ছোট মাংসের টুকরো বড়শিতে গেঁথে ছিপ ধরে বসে রইলাম। যদি ধরা যায় পিরানিয়া মাছ। এ মাছ কুখ্যাত। গল্পে, হলিউড ফিল্মে, অনেকে পড়েছেন বা দেখেছেন, ঝাঁকে ঝাঁকে এই রাক্ষুসে মাছ কোনও প্রাণী বা মানুষকে আক্রমণ করে। দু-চার মিনিটে শুধু কঙ্কাল পড়ে থাকে। এসব অতিরঞ্জিত কাহিনি। তবে এ মাছ ধরতে গিয়ে অনেকে হাতের বা পায়ের আঙুল খুইয়েছেন। সাঁতার কাটার সময় কেউ কেউ হারিয়েছেন দেহের দু-চার টুকরো মাংস। হঠাৎ শুনি দূরাগত গর্জন, বাড়ছে, কমছে আবার যেন দিগন্ত মথিত করে আকাশ ভরিয়ে দিচ্ছে। হাউলার মাঙ্কি। বিড়ালের আকারবিশিষ্ট এই বাঁদরের গর্জন প্রায় সিংহের মতো।

ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া ছিল। রাত থাকতেই উঠে পড়লাম। ভোরের আলো ফোটার আগেই রওনা হতে হবে। সকাল ৫টা ৩০ মিনিটে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ধীরে ধীরে কালো আকাশ ধূসর হয়ে এল, তারপর আলোর ঝরনাধারায় উদয়সূর্যের অপরূপ রূপ। মিনিটে মিনিটে আকাশ আর মেঘের রং বদলাচ্ছে। প্রায় নিস্তরঙ্গ কৃষ্ণসাগরের বুকে গলিত সোনা আর রক্তরাগের আভা। পুপ-পুপ-কুক-কুক— কোন বিহঙ্গের সুরেলা কণ্ঠ আকাশ ভরিয়ে দিল। এ হল টুকান, ব্রাজিলের জাতীয় পাখি। তারপরই হাউলারের সিংহ-গর্জন। তারপর আবার এক ঝাঁক ছোট হাঁসের শিস। এর নাম লেক ডাক। এইসব ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সঙ্গে উপভোগ করা গেল উদয়ভানুর রূপ। ছায়াঘেরা নিস্তব্ধ পরিবেশে দীর্ঘ বনস্পতিগুলি যেন ক্যাথিড্রালের মতো। দুপুরে, বিকেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঠের সেতুতে ঘোরাফেরা করলাম। দু'দিকে যেন এক প্রাকৃতিক বটানিক্যাল গার্ডেন। টারজান হাউসের কাছে অনেক সময় কাটালাম। চিৎকার করতে করতে একজোড়া ম্যাকাও এসে বসল খুব কাছেই একটি গাছের ডালে। একটির লেজ অপরিণত। এরা নীল-হলদে ম্যাকাও (Ara azule e amarela)। অন্য প্রজাতিটি হল লাল আরা (Ara vermelho)। আসলে এরা লাল-নীল-কমলা। আমাদের থাকার ব্লকটির নামও আরা। নামটি সার্থক, আশপাশে আরা উড়ে যায় প্রায়ই। স্থানীয় গল্প আছে, একজোড়া আরার একটি মারা গেলে অন্যটি মনের দুঃখে অনেক উঁচুতে উড়ে গিয়ে পাখা বন্ধ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

রতনলাল ব্রহ্মচারী

কোথায় যাবেন, শুধু জানান

আমরাই পাঠিয়ে দেব সব তথ্য

এখানে ১০০টি বেড়ানোর তালিকা দেওয়া হল। এগুলির মধ্যে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন কি? আপনার পছন্দের জায়গাটির নাম ও সঙ্গে দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা কুপনে উল্লেখ করুন। পূরণ করা কুপনটি এবং উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটি খাম পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ। আপনার বেড়ানো হয়ে উঠুক আরও আনন্দের।

ভ্রমণ মার্চ ২০১৪

নীচের কুপনটি পূরণ করে কেটে পাঠান এবং সঙ্গে ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ২৭×১২ সেমি মাপের একটি খাম পাঠান এই ঠিকানায়: কোথায় যাবেন, শুধু জানান, ভ্রমণ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ।

আমার পছন্দের জায়গাটির নাম ও ক্রমিক সংখ্যা [ ] [ ]

নাম: ..... বয়স: .....

ঠিকানা: .....

.....

..... ফোন নং: .....

১. ভূস্বর্গ কাশ্মীর

খরস্রোতা নদী, পাইনের ঘন জঙ্গল আর বরফে ঢাকা পাহাড় মিলে পহেলগাঁও ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক অনুপম নিসর্গ। শ্রীনগরের ডাল লেকে সকাল থেকে সন্ধে শিকারা নিয়ে ভেসে বেড়ানো আর খুব ভোরে ডাল লেকের সবজিবাজার দেখার অভিজ্ঞতা অসামান্য।

২. দাচিগাম

কাশ্মীরের দাচিগাম অরণ্যে বার্জ, ওক, ফার, পপলার, হ্যাজলনাট, চেস্টনাট গাছের ভিড়। ওক ফল পেকে গেলে খেতে আসে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার। শ্রীনগর থেকে দাচিগাম অরণ্যের দূরত্ব ২২ কিলোমিটার।

৩. লাদাখের বন্যপ্রাণ

লাদাখের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রভাবে বহু রকমের বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণ বাস করে। সাধারণত জুন মাস থেকে শুরু হয় লাদাখ ভ্রমণ। দেখা যায় হিমালয়ান মারমট, তিব্বতি বুনো গাধা, লাদাখি পিকা। পাখিদের মধ্যে আছে ব্ল্যাক নেকড ক্রেন, চুকার, বারহেডেড গুজ, হিমালয়ান স্নো কক, হোয়াইট উইঙ্গড রেডস্টার্ট ছাড়াও বহু পাখি।

৪. কারসোগ উপত্যকা

হিমাচলের কারসোগ উপত্যকার পাহাড়ে-মন্দিরে ছড়িয়ে আছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পকথা। এখান থেকে দেখা যায় পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী, জালোরি পাস, হনুমানটিব্বা, নারকান্ডার-হাটু পিক।

৫. স্পিতি উপত্যকার ডাংখার হ্রদ

হিমাচল প্রদেশের স্পিতি উপত্যকায় পাহাড়ের ওপর প্রাচীন ডাংখার গুহা। অপরদিকে নীলচে সবুজ জলের ডাংখার হ্রদ। প্রাচীন স্পিতির রাজধানী ছিল ডাংখার। কাজা থেকে সাচিচিলিং, সেখান থেকে ৭ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে ডাংখার। ডাংখার থেকে দেড়ঘণ্টা হেঁটে ডাংখার হ্রদ।

৬. সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি

সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি যাওয়ার ভালো সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর। রোমাঞ্চকর এই যাত্রায় রুক্ষ পাহাড়ি পথ, নদী, তুষারধবল পাহাড়শ্রেণী হবে আপনার সঙ্গী।

৭. ডালহৌসি-খাজিয়ার

হিমালয়ের কোলে ডালহৌসি শহরটি সাহেবদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। পাইন, ওক, দেওদারের জঙ্গল আর উত্তরে বিরাজমান তুষারাবৃত ধৌলাধার রেঞ্জের অপরূপ শোভা ডালহৌসির প্রধান সম্পদ। ডালহৌসি থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে সবুজ উপত্যকা আর হ্রদ নিয়ে সুন্দরী খাজিয়ার।

৮. সিমলা-সারাহান-কল্পা

তুষারে ঢাকা কিন্নর-কৈলাসের নীচে এক সৌন্দর্যময় গ্রাম কল্পা। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়। জুলাই-আগস্টে এই অঞ্চলে বিশেষ বৃষ্টি পড়ে না। সিমলা থেকে রওনা হয়ে সারাহানে এক রাত থেকে কল্পায় থাকুন দু'টি রাত।

৯. দেরাদুন-মুসৌরি-ধনৌলটি

উত্তরাঞ্চলের রাজধানী শহর দেরাদুন। দেরাদুন থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে হিলস্টেশন মুসৌরির রূপ-রস-গন্ধ আত্মস্থ করতে হলে এখানে কয়েকটা দিন না কাটালেই নয়। মুসৌরি থেকে ধনৌলটি ২৮ কিলোমিটার।

১০. কেদারনাথ-বদ্রীনাথ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি হল কেদারনাথ। মন্দাকিনী নদীর তীরে কেদারনাথ তীর্থক্ষেত্র। এই শৈবতীর্থের উচ্চতা ৩,৫৮৮ মিটার। অলকানন্দা নদীর তীরে ৩,১৩৩ মিটার উচ্চতায় পঞ্চবদ্রীর মূল বদ্রী বদ্রীবিশাল বা বদ্রীনাথ।

১১. হরিদ্বার-হৃষীকেশ-দেবপ্রয়াগ

হরিদ্বার থেকে বাস-অটো-গাড়িতে ঘণ্টাখানেকে পৌঁছনো যায় হৃষীকেশ। চারধামের পথ হরিদ্বার থেকে

শুরু হয়ে পাহাড় বেয়ে এগিয়েছে এই হৃষীকেশ হয়েই। সবুজ পাহাড়-জঙ্গলঘেরা সুরু উপত্যকার মধ্য দিয়ে তুঁতে রঙের পুণ্যতোয়া গঙ্গা বয়ে চলেছে সমতলের দিকে। হৃষীকেশ থেকেই ঘুরে আসতে পারেন অলকানন্দা-ভাগীরথীর পুণ্যসঙ্গম দেবপ্রয়াগ থেকে।

১২. গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী

উত্তরাখণ্ডের চার ধামের অন্যতম দুটি হল গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যানবাহন চললেও যমুনোত্রীর পথে শেষ ৮ কিলোমিটার হেঁটে বা ঘোড়া, ডান্ডি, কান্ডিতে যেতে হবে।

১৩. দেওরিয়াতাল

হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, উখিমঠ হয়ে সারি। সেখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দেওরিয়াতাল। উচ্চতা ৮,২০০ ফুট। এখান থেকে ভাতৃঘুন্টা, কেদারডোম, খর্চাকুণ্ড, মন্দাকিনী শৃঙ্গ দেখা যায়। তালের জলে এইসব শৃঙ্গের প্রতিফলন দেখতেই আসা। থাকার জন্য দেওরিয়াতালের পাশে আছে তাঁবু।

১৪. যোধপুর-ওশিয়াঁ-বাড়মের

থর মরুভূমির প্রধান প্রবেশদ্বার যোধপুর। ব্লু সিটি নামেও সমধিক পরিচিত। যোধপুরের উত্তর-পূর্বে ছোট্ট মরুগ্রাম ওশিয়াঁ। অসোয়াল জৈন সম্প্রদায়ের কাছে ওশিয়াঁ একটি তীর্থস্থান। রুক্ষ পাহাড় ঘেরা ছোট শহর বাড়মের। জয়সলমির থেকে দূরত্ব ১৩৫ কিলোমিটার।

১৫. বিকানির-জয়সলমির

৭-৮ দিনের ছুটিতে রাজস্থান গেলে থর মরুভূমির দুই শহর বিকানির আর জয়সলমির বেড়াতে যেতে পারেন।

১৬. শেখাবতী

উত্তর রাজস্থানের শেখাবতী প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির নিয়ে খোলা আকাশের নীচে যেন এক আর্ট গ্যালারি। এই জনপদের অলিতে-গলিতে হাভেলির কারুকার্য নজর কাড়ে। দেওয়ালচিত্রগুলি অসামান্য।

১৭. কচ্ছের ক্ষুদ্র রন

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনের খ্যাতি বুনো গাধার জন্য। এছাড়া ফ্লেমিংগো, ডেমোয়জেল ক্রেন ইত্যাদি পাখিরা ভিড় জমায়। এখানকার রাবারি, মেঘাওয়াল আদিবাসীদের সূচিশিল্প দেখার মতো।

১৮. সুরাট-বরোদা-পাওয়াগড়-আমেদাবাদ

তাপ্তি নদীর তীরে সুরাট গুজরাটের ব্যস্ত শহর। বস্ত্র আর হিরে ব্যবসার জন্য এই শহরের দেশজোড়া খ্যাতি। সুরাট, বরোদা ঘুরে পাওয়াগড়ের মনোরম পরিবেশে দু-দিন কাটাতে ভালো লাগবে। সবরমতী নদীর ধারে আমেদাবাদ শহর ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী।

১৯. ভেলাভেদার

কৃষ্ণসারদের জাতীয় উদ্যান ৩৪.৫২ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ভেলাভেদার। দূরত্ব আমেদাবাদ থেকে ২০০ কিলোমিটার এবং ভাবনগর থেকে ৬৫ কিলোমিটার। এখানে দেখে নিন ব্ল্যাকবাক ন্যাশনাল পার্ক।

২০. সাপুতারা

প্রায় চারহাজার ফুট উচ্চতায় সাপুতারা গুজরাটের একমাত্র শৈলশহর। চারপাশে বাগানে ঘেরা সরোবরে বোটিং করা যায়। সহ্যাদ্রি পাহাড়ের কোলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যায়। ৬০ কিলোমিটার দূরে আছে গিরা জলপ্রপাত এবং ওখাই বটানিক্যাল গার্ডেন।

২১. সোমনাথ-পোরবন্দর-দ্বারকা-ভুজ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সোমনাথের শিবমন্দির। সোমনাথের মতো দ্বারকাও আরবসাগর তীরের এক বিখ্যাত তীর্থভূমি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মথুরা থেকে রাজ্যপাট স্থানান্তরিত করেছিলেন। দ্বারকার মুখ্য আকর্ষণ দ্বারকাধীশ মন্দির। ভুজ বিখ্যাত নানাধরনের হস্তশিল্পের জন্য। ভুজের প্রাণকেন্দ্র হামিরসর সরোবর।

২২. মুরুড-হার্নে

কোঙ্কণ উপকূলে রত্নগিরি জেলার যমজ সৈকত মুরুড ও হার্নে। মুরুড বিচের সাম্প্রতিকতম আকর্ষণ ডলফিন দেখা। হার্নে মূলত মৎস্যবন্দর। সাগরের বুকে দেখা যায় সুবর্ণদুর্গ। দেখা যেতে পারে আনজার্লে, লাডঘর বিচ। যাওয়া যেতে পারে দাপোলি।

২৩. মহারাষ্ট্রের তারকার্লি

কোঙ্কণ উপকূলের অনন্যসুন্দর সাগরবেলা তারকার্লি। চারদিকে ঝাউবনের হাতছানি। সোনালি বালুকাবেলা। স্নান করার জন্য আদর্শ সি-বিচ। ৭ কিলোমিটার দূরে মালভান। সমুদ্রের বুকে দেখা যায় সিন্ধুদর্গ কেল্লা। কাছাকাছি দেখে আসা যায় ভেঙ্গুরেলা, মোছেমার, শিরোডা সাগরবেলা।

২৪. পুনে-মহাবলেশ্বর

চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, যাদব, বাহমনি রাজবংশের রাজত্বের পরে ১৭ শতকে পুনে অধিকার করে মারাঠারা। মহারাষ্ট্রের এই শহর সংস্কৃতির পীঠস্থান। বছরভর মনোরম আবহাওয়া থাকে মহাবলেশ্বরে। মহাবলেশ্বরে ছড়িয়ে আছে নানা ফুল, ফল, অর্কিডের গাছ। স্ট্রবেরি ফলের জন্য বিখ্যাত এই শৈলশহর।

২৫. মহারাষ্ট্রের তাড়োবা

নাগপুর থেকে ১৩০ কিলোমিটার এবং চন্দ্রপুর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে তাড়োবার জঙ্গল। এখানে দেখা যায় বাঘ, চিতা, বুনো কুকুর, হরিণ, সম্বর, গাউর, ভল্লুক ছাড়াও বহু ধরনের পাখি। মঙ্গলবার বন্ধ থাকে তাড়োবার জঙ্গল।

২৬. হরিহরেশ্বর-শ্রীবর্ধন

মহারাষ্ট্রের সোনালি সাগরবেলা হরিহরেশ্বর। সাগরবেলা ছাড়া এখানকার দ্রষ্টব্য কালভৈরবের মন্দির, হরি ও হর পর্বত। ১৯ কিলোমিটার দূরের অপর সাগরবেলা শ্রীবর্ধন।

২৭. মুম্বই-আলিবাগ-মুরদ-জঞ্জিরা

হাওড়া থেকে মুম্বই যাতায়াতের সময় বাদ দিয়ে পাঁচ-সাত দিনে ঘুরে নেওয়া যায় মুম্বাই, আলিবাগ, কাশিদ, মুরুদ-জঞ্জিরা। আলিবাগ ও মুরুদ ভ্রমণের মাঝে দেখতে পারেন আকসি বিচ, নগাঁও বিচ, বিড়লা মন্দির ও নন্দগাঁও গণেশ মন্দির। মান্ডাওয়া-আলিবাগ রোডের ওপর অবস্থিত আরেক সুন্দর সৈকত কিহিম।

২৮. ঔরঙ্গাবাদ-অজন্তা-ইলোরা

ঔরঙ্গাবাদের পশ্চিমে আছে খাম নদী। ঔরঙ্গজেবের প্রথম সম্রাজ্ঞীর সমাধি-সৌধ বিবি-কা-মকবরার স্থাপত্য ও মহম্মদ বিন তুঘলকের স্মৃতিবিজড়িত দৌলতাবাদ দুর্গ এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ঔরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা, ইলোরা বেড়ানো যায়।

২৯. মালসেজ ঘাট

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের একটি পাস সবুজে সবুজ মালসেজ ঘাট। পুষ্পবতী নদী আর বাঁধের জলে শীতে হাজার-হাজার পরিযায়ী পাখির সঙ্গে ভিড় জমায় ফ্লেমিঙ্গোর ঝাঁক। উপচে পড়া জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে

মালসেজ ঘাট আসতে হবে বর্ষকালে। ৪০ কিলোমিটার দূরে শিবাজির জন্মস্থান শিভনেরি।

৩০. আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন

আগ্রায় দু-দিন থেকে মুঘল আমলের আগ্রা দুর্গ আর বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল দেখে যেতে পারেন মথুরা-বৃন্দাবন। কালো নদী যমুনা আর সাদা পোশাকের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়েই বৃন্দাবন।

৩১. লখনউ

অতীতের লক্ষ্মণাবতী আজকের লখনউ। আজও শহরের প্রতিটি পরতে জড়ানো অতীতের নবাবি স্মৃতি।

৩২. বারাণসী

তীর্থদর্শন এবং ভ্রমণ, এক যাত্রায় দুই উদ্দেশ্য সফল করার পক্ষে বারাণসী বা কাশী এক আদর্শ স্থান। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলে আবহমানকালের ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করা যায়।

৩৩. ভূপাল-সাঁচি-বিদিশা-পাঁচমারি

ভূপাল থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরে বা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সাঁচি হয়ে বিদিশা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সাঁচি বিখ্যাত প্রায় ২০০০ বছরের পুরনো বৌদ্ধস্তূপের জন্য। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল এই স্তূপগুলি। সাতপুরা পাহাড়ের কোলে পাঁচমারি। চমৎকার আবহাওয়া আর মনমাতানো সবুজ পাহাড়ি প্রকৃতি পাঁচমারির প্রধান সম্পদ।

৩৪. কানহা, বান্ধবগড় ও জব্বলপুর

কানহা ও বান্ধবগড় অভয়ারণ্য খোলা থাকে অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। দিনে দুবার জিপ সাফারির আয়োজন করা হয়। জব্বলপুরের প্রধান আকর্ষণ মার্বেল রকস।

৩৫. পেঞ্চ অরণ্য

মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ— এই দুই রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত পেঞ্চ অভয়ারণ্য। বাঘ ছাড়াও দেখা যায় নানা প্রজাতির হরিণ, গাউর, নীলগাই, ঢোল ইত্যাদি। প্রচুর পাখিও দেখা যায়। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারি হয়।

৩৬. রাঁচি-নেতারহাট-বেতলা

কলকাতা থেকে রাঁচি হয়ে যেতে হবে নেতারহাট। নেতারহাট পাহাড় থেকে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের শোভা মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। নেতারহাট থেকে মহুয়াটাড় হয়ে যেতে হবে বেতলা অরণ্য।

৩৭. দেওঘর-দুমকা-মল্লহাটি-ম্যাসাঞ্জোর

একদিনে দুমকা থেকে মল্লহাটি এবং ম্যাসাঞ্জোর ঘুরে আসা যায়। সেক্ষেত্রে সকালের দিকে ম্যাসাঞ্জোর আর বিকেলের দিকে মল্লহাটি যাওয়া সুবিধাজনক। বিকেলে পশ্চিমের আলোয় মল্লহাটির মন্দিরের দেওয়াল অসাধারণ লাগে।

৩৮. ঘাটশিলা-গালুডি

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘাটশিলা এবং গালুডি। দেখা যেতে পারে ফুলডুংরি পাহাড়, বুরুডি লেক, বিভূতিভূষণের বাড়ি, গালুডি ড্যাম।

৩৯. চিলিকা-মংলাজোরি

ওড়িশার পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর ছুঁয়ে চিলিকা হ্রদ। চেনা-অচেনা দ্বীপ, পাহাড় আর নীল জলের ছবি এখানে অসাধারণ মনে হয়। হ্রদের ধারে একেকটা পান্থনিবাস ছোট্ট ছুটির আদর্শ ঠিকানা হতে পারে। চিলিকা হ্রদের উত্তরপ্রান্তে পাখির দেশ মংলাজোরি। শীতে এখানে ভিড় জমায় দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পাখি। বালুগাঁও স্টেশন থেকে দূরত্ব টাংগি হয়ে ৩৫ কিলোমিটার।

৪০. পুরী

বেশিরভাগ বাঙালির বেড়ানোর হাতেখড়ি হয় পুরী ভ্রমণ দিয়ে। এরপর কতবারই পুরী যেতে হয়, তবু পুরী কখনও পুরনো হয় না। এর প্রধান কারণ যদি হয় পুরীর সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের মন্দির, অপর কারণটি হল পুরীকে কেন্দ্র করেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায় অদূরবর্তী অন্যান্য বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলি।

৪১. গোপালপুর অন সি

ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় নারকেল-ঝাউয়ের সারি, ব্যাকওয়াটার, লেগুন আর বালিয়াড়ি ঘেরা ছোট্ট সৈকতশহর গোপালপুর।

৪২. সাতকোশিয়া

পাহাড়ি গর্জের মধ্য দিয়ে মহানদী সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করে এসেছে বলেই এখানে মহানদীকে নিয়ে এই ঘন অরণ্যাঞ্চলের নাম হয়েছে সাতকোশিয়া গর্জ। বনভূমিতে ঘুরে বেড়ায় বাঘ, হরিণ, হাতি, বাইসন, ভালুক, লেপার্ড ইত্যাদি বন্যপ্রাণী।

৪৩. ভিতরকণিকা

ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী নদীর সঙ্গমে জল-জঙ্গলে ঘেরা ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য পাখিদের স্বর্গরাজ্য। প্রায় ২৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে জলপথ। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

৪৪. পাড়ুয়া

বিশাখাপত্তনম-কিরন্ডুল রেলপথে পাড়ুয়া। আরাকু উপত্যকা থেকে দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। এখানকার জালাপুট রিজার্ভয়ারের বুকে মেঘ-রোদ্দুরের মায়াবী কারিকুরি দেখে মন ভরে যায়। দেখে আসা যায় রানিদুদুমা, মালিপাহাড়, ওমকাডেল্লি, দেওমালি।

৪৫. আন্দামানের দ্বীপে দ্বীপে

পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজে চেপে হ্যাভলক দ্বীপ। হ্যাভলকের সমুদ্রে, সৈকতে, লোকালয়ে দিনদুয়েক কাটিয়ে জাহাজে রঙ্গত। সেখান থেকে মায়াবন্দর। মায়াবন্দর থেকে বিজন দ্বীপ এভিস।

৪৬. কাভারাত্তি-কালপেনি-মিনিকয়

লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণে চাররাত পাঁচদিনের সমুদ্রম প্যাকেজে দেখানো হয় কাভারাত্তি, কালপেনি ও মিনিকয়। দ্বীপে দ্বীপে কায়াকিং, স্নরকেলিং, গ্লাসবটম বোট রাইডিং করা যায়। লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের অনুমতি দেয় স্পোর্টস (SPORTS)।

৪৭. কুলিক পাখিরালয়

মালদা শহর থেকে কুলিক পাখিরালয় মাত্র ৭৩ কিলোমিটার। কুলিক নদী বয়ে গেছে পাখিরালয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৫ সালে জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পেয়েছে কুলিক। শীতে প্রচুর পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায়।

৪৮. জয়ন্তীর জঙ্গলে

আলিপুরদুয়ার থেকে শামুকতলা, ময়নাবাড়ি, হাতিপোতা হয়ে জয়ন্তী ঘুরে আসা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ডুয়ার্সের অরণ্য, নদী, চা-বাগান এই অচেনা পথে সঙ্গ দেবে।

৪৯. উত্তরবঙ্গের সামসিং-ঝালং-বিন্দু

শিলিগুড়ি থেকে চালসা হয়ে সামসিং যাওয়ার পথে চোখে পড়বে একের পর এক নামকরা চা-বাগান, কর্মীদের আবাসন, পাহাড়ি মানুষদের ছোট ছোট গ্রাম আর ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের বিস্তার। চালসা থেকে ঝালং ৩৫ কিলোমিটার। ঝালংয়ের অদূরেই সুন্দরী বিন্দু।

৫০. উত্তরবঙ্গের মংপং

শিলিগুড়ি থেকে সেবক ২২ কিলোমিটার। তারপর করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ৭ কিলোমিটার গেলেই মংপং।

৫১. দার্জিলিং

মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি আর টয়ট্রেনে যাত্রা— এই নিয়ে চির-চেনা দার্জিলিং।

৫২. কোচবিহার

জমকালো প্রাসাদ, সুশীতল দিঘি, প্রাচীন মদনমোহন মন্দির নিয়ে কোচবিহার এক সুন্দর সাজানো শহর।

৫৩. কালিম্পং-লাভা-লোলেগাঁও

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কালিম্পং। কালিম্পং থেকে বাসে বা ভাড়াগাড়িতে ঘন সবুজ পাহাড়ি গ্রাম লাভা আর লোলেগাঁও। আরেকটু এগিয়ে নির্জন রিশপ।

৫৪. উত্তরবঙ্গের মূর্তি

মূর্তিতে আছে উত্তরের পার্বত্যভূমি থেকে নেমে আসা খরস্রোতা, স্বচ্ছসলিলা মূর্তি নদী। গভীর জঙ্গল, চা-বাগান, আদিবাসীদের গ্রাম আর থাকার জন্য অনিন্দ্যসুন্দর এক বনবাংলো।

৫৫. ধূপঝোরা

গোরুমারা অরণ্য-সংলগ্ন ধূপঝোরা অরণ্য। মাল জংশন থেকে দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার এবং চালসা থেকে ১০ কিলোমিটার। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা আছে। থাকার জন্য রয়েছে গাছবাড়ি।

৫৬. জলদাপাড়া-খয়েরবাড়ি

চা-বাগানে ঘেরা হাসিমারা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে মাদারিহাট। সেখান থেকেই জলদাপাড়ার জঙ্গল বেড়াতে হবে। মাদারিহাট থেকে খয়েরবাড়ি নেচার পার্ক অ্যান্ড লেপার্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ১০ কিলোমিটার।

৫৭. রসিকবিল

জল-জঙ্গল-প্রকৃতির মাঝে রসিকবিলের বনবাংলো ছোট্ট ছুটির ঠিকানা। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরের রসিকবিল বর্ষাতেও সুন্দর।

৫৮. পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর

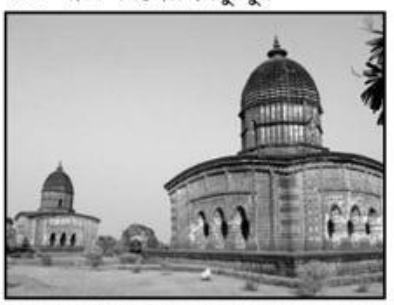

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির বাংলার অহঙ্কার। কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। কিনতে পারেন বালুচরি, স্বর্ণচরি শাড়ি।

৫৯. বড়ন্তি

আসানসোলের কাছে শাল-পিয়ালের ছায়ায় ঘেরা নির্জন আদিবাসী গ্রাম বড়ন্তি। সপ্তাশেষের ভ্রমণের জন্য আদর্শ স্থান। বসন্তে সেখানে শিমুল পলাশে আকাশ রাঙা হয়ে থাকে।

৬০. ট্রেনে চেপে দীঘা

হাওড়া থেকে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ছাড়ে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে এবং কান্ডারী এক্সপ্রেস ছাড়ে দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে। সম্প্রতি চালু হয়েছে দীঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস। ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়ে সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে।

৬১. তাজপুর

দীঘার কাছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সাগরবেলা। রামনগর, বালিসাই, আলমপুর ফিশারিজ হয়ে তাজপুর। চারদিকে ঝাউবন। শান্ত, নির্জন সাগরবেলা তাজপুর। আছে প্যারাসেইলিং, কোস্টাল সাইক্লিং, র‍্যাফটিং-এর ব্যবস্থা।

৬২. সুন্দরবনের জল-জঙ্গল

বঙ্গোপসাগরের কূলে বিনুনির মতো নদী-নালা-খাঁড়ি আর ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ছাওয়া ছোট ছোট ব-দ্বীপ— এই নিয়েই সুন্দরবন। এই জল-জঙ্গলের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

৬৩. বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ

ধর্মতলায় শহিদ মিনারের কাছ থেকে ছেড়ে ভূতল পরিবহণের বাস পাঁচ ঘণ্টায় বকখালি পৌঁছয়। দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। বকখালি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে আরেক সৈকত ফ্রেজারগঞ্জ।

৬৪. দক্ষিণবঙ্গের সাগরদ্বীপ

গঙ্গানদীর মোহনাতেই সাগরদ্বীপ। দ্বীপের অপর প্রান্তে ঝাউবনের পিছনেই উত্তাল সমুদ্র। পূর্ণিমার রাতে রুপোলি বালির ঢিবির ওপরে চাঁদের আলোয় গঙ্গাসাগরের রূপ অসামান্য।

৬৫. মন্দারমণি

কলকাতার কাছেই মন্দারমণির সোনালি সৈকত। দুয়েকদিনের ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ।

৬৬. শান্তিনিকেতন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন। অদূরে বল্লভপুর ডিয়ার পার্ক।

৬৭. বার্সে-উত্তরে-পেলিং

পশ্চিম সিকিমের বার্সে মার্চ-এপ্রিলে নানা রঙের রডোডেনড্রনে রঙিন হয়ে ওঠে। এন জে পি স্টেশন থেকে জোরথাং হয়ে হিলে ৫ ঘণ্টার পথ। হিলে থেকে ৪ কিলোমিটার হাঁটাপথে বার্সে। বার্সে থেকে রিনচেনপং ও হি-বারমিওক দেখে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গ্রাম উত্তরে। উত্তরের খুব কাছেই পেলিং।

৬৮. গুরুদোংমার, আরিতার, রিনচেনপং

উত্তর সিকিমের গুরুদোংমার হ্রদের জলে মার্চের মাঝামাঝি ইতস্তত বরফের চাঁই। গুরুদোংমার গ্যাংটক থেকে ১৯০ কিলোমিটার। অচেনা হ্রদ আরিতার আর রমণীয় রিনচেনপংও মুগ্ধ করে। নিরালা রিনচেনপং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ দৃশ্যমান।

৬৯. সিকিমের রাবংলা

রাবংলার আকাশ জুড়ে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা। এছাড়া কাছেপিঠের বৌদ্ধগুম্ফা, চা-বাগান, মৈনাম পাহাড়ের আকর্ষণও কম নয়।

৭০. গুয়াহাটি-কাজিরাঙা

গুয়াহাটি থেকে কাজিরাঙা যাওয়ার পথে বাসের বাঁদিকে বসলে জাখালবান্ধা অতিক্রম করার পর কীভাবে জঙ্গল শুরু হচ্ছে তা বেশ ভালোভাবে বোঝা যাবে। কপাল ভালো হলে কোহরা মোড়ে পৌঁছনোর আগেই পথ-সংলগ্ন জঙ্গলে গণ্ডারের দর্শন মিলতে পারে।

৭১. শিলং

শিলং-চেরাপুঞ্জির জলপ্রপাতগুলি বর্ষাধারায় নতুন প্রাণ পায়। শীতে শিলং বেশ ঠান্ডা তবে আবহাওয়া মনোরম।

৭২. মাওলিনং

এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনং। দূরত্ব শিলং থেকে ৯০ কিলোমিটার। খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রাম মাওলিনং-এ রাত্রিবাসও করা যেতে পারে। এখানে দেখে নিন ব্যালেন্সিং রক এবং লিভিং রুটব্রিজ।

৭৩. বমডিলা থেকে তাওয়াং

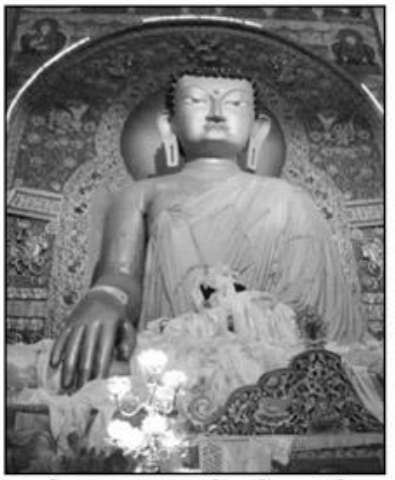

গুয়াহাটি থেকে ভালুকপং, বমডিলা, দিরাং আর বিখ্যাত সেলা পাস (উচ্চতা ১৩,৭২১ ফুট) পেরিয়ে তাওয়াং যাওয়াই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তাওয়াংয়ের অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা এবং বিশাল বৌদ্ধমঠের খ্যাতি এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে।

৭৪. নামদাফা

কলকাতা থেকে ট্রেনে তিনসুকিয়া বা বিমানে ডিব্রুগড় পৌঁছে সড়কপথে যেতে হবে মিয়াও। সেখান থেকে নামদাফার দিবান বনবাংলো। দিনকয়েক কাটানো যেতে পারে নামদাফার জঙ্গলে পশুপাখি, অচেনা পাখি দেখে। বর্ষা বাদে সারাবছর আসা যায় নামদফায়।

৭৫. ৮ দিন ৭ রাতের ত্রিপুরা প্যাকেজ

ত্রিপুরা পর্যটনের ডিসকভার ত্রিপুরা প্যাকেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জম্পুই হিল, ঊনকোটি, কমলাসাগর, নীরমহল, মাতাবাড়ি, সিপাহিজলা, আগরতলা।

৭৬. গোয়া

হাওড়া থেকে সরাসরি গোয়া যায় অমরাবতী এক্সপ্রেস। গোয়া বেড়ানোর জন্য গোয়া পর্যটনের সাউথ গোয়া ও নর্থ গোয়া ট্যুর সেরা। দুটি ট্যুরের প্রত্যেকটিতেই মাথাপিছু খরচ ১৪০ টাকা। দিনদুয়েক কোনও নিরালা সৈকতের ধারে কাটাতে ভালো লাগবে।

৭৭. করবেট ন্যাশনাল পার্ক

করবেট ন্যাশনাল পার্কের উত্তরে শিবালিক হিমালয়। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে গেছে রামগঙ্গা নদী। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বনদপ্তরের পাঁচটি বাংলো আছে।

৭৮. পিথোরাগড়-মুন্সিয়ারি

চির-পাইনে ঢাকা পিথোরাগড় প্রাচীনকালে তিব্বত-ভারত বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। শহরের পশ্চাদপটে হিমালয়ের পঞ্চশৃঙ্গ— চান্দক, থল, ধ্বজ, কেদার ও কুন্দর। পিথোরাগড় থেকে মুন্সিয়ারির দূরত্ব ১২৮ কিলোমিটার।

৭৯. নৈনিতাল-আলমোড়া-বিনসর

রেলপথে কাঠগোদাম বা লালকুঁয়া দিয়ে নৈনিতাল পৌঁছে সেখান থেকে সড়কপথে আলমোড়া। আলমোড়া থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে ২,৪১২ মিটার উচ্চতায় জঙ্গলের মধ্যে বিনসর।

৮০. টনকপুর-শ্যামলাতাল-চম্পাবত-মায়াবতী

টনকপুর থেকে চম্পাবত ৭৫ কিলোমিটার। টনকপুর থেকে বাসে বা ভাড়া গাড়িতে ঘুরে আসতে পারেন শ্যামলাতাল। শ্যামলাতালের খুব কাছেই মায়াবতী আশ্রমের লন থেকে দেখা যায় কুমায়ুন হিমালয়ের বরফাবৃত শৃঙ্গমালা।

৮১. রানিখেত-কৌশানি-চৌকরি

মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর এপথে ঘোরার সেরা সময়। বর্ষাকালে এপথে না যাওয়াই ভালো। রানিখেত শহরটি পাহাড়ের ঢালে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে-কোনও জায়গা থেকেই অবারিত দৃষ্টিপথে ধরা দেয় হিমালয়ের বেশ কিছু বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ। কৌশানি আর চৌকরিতে দু'রাত করে থাকতে ভালো লাগবে।

৮২. কর্নাটকের বন্দিপুর

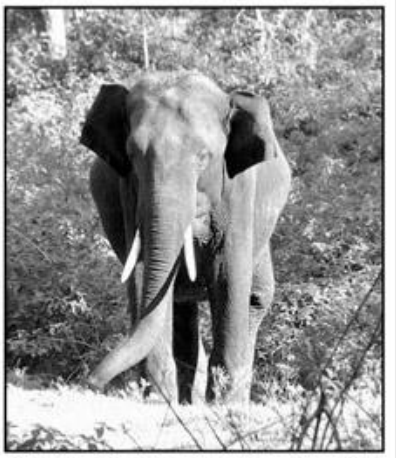

মহীশূর থেকে বন্দিপুর অরণ্য মাত্র ৮০ কিলোমিটার। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নুগুর, কাবিনি আর মায়ার নদী। বন্দিপুরের বনবাংলোয় দু-তিনদিন থেকে, মারুতি জিপসি নিয়ে অরণ্যভ্রমণ করতে পারেন।

৮৩. বেঙ্গালুরু-মহীশূর

পড়াশুনো বা চাকরির কারণে বেঙ্গালুরুতে থাকেন এখন অনেক বাঙালি। বেঙ্গালুরু শহরে ঘুরে দেখে নিন লালবাগ, বিধান সৌধ, হ্যান্ডিক্রাফটস এম্পোরিয়াম। মহীশূরে দেখুন বুল টেম্পল, টিপুর প্রাসাদ, মিউজিয়াম।

৮৪. হাম্পি-বাদামি-বিজাপুর

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরের প্রাচীন জনপদ হাম্পিতে ছড়িয়ে আছে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। হাম্পির সৌধগুলি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধুনা বাদামির মূল আকর্ষণ গুহামন্দির। প্রাচীন সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের শহর বিজাপুর।

৮৫. যোগ জলপ্রপাত

বেঙ্গালুরু থেকে ৩৭৭ কিলোমিটার দূরে কর্নাটকের শিমোগা জেলায় ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত যোগ জলপ্রপাত। শরাবতী নদীর জলে পুষ্ট যোগ জলপ্রপাতে চারটি ধারায় নেমে এসেছে জলধারা— রাজা, রানি, রকেট, রোরার। বর্ষায় যোগ অনন্য।

৮৬. হায়দ্রাবাদ

ইতিহাসের শহর হায়দ্রাবাদ। চারমিনার গেট, গোলকোন্ডা দুর্গ, সালারজং মিউজিয়াম ও আরও নানান ইতিহাসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে শহর জুড়ে।

৮৭. অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম-আরাকু

দিন কয়েকের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে লোকে যা চায় তার প্রায় সবকিছুই হাজির রয়েছে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বন্দরশহর বিশাখাপত্তনমে। অদূরে কৈলাসগিরি এবং ঋষিকোন্ডা বিচ। আরাকু বেড়াতে গিয়ে অতিরিক্ত প্রাপ্তি হবে পাহাড়িপথে ব্রডগেজ ট্রেনে চড়ার এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। এছাড়া পাওয়া যাবে ভারতের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক গুহা বোরাগুহালু চাক্ষুষ করার সুযোগ।

৮৮. নাগার্জুনকোন্ডা

কৃষ্ণা নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে নাগার্জুনসাগর জলাধার। সেই জলাধারের বুকে জেগে আছে নাগার্জুনকোন্ডা। এখানকার প্রধান আকর্ষণ নাগার্জুনসাগর থেকে নাগার্জুনকোন্ডা পর্যন্ত নৌবিহার। তিনদিকে নাল্লামালা পাহাড়। নাগার্জুনকোন্ডা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে ইথিপোথালা জলপ্রপাত।

৮৯. গোদাবরীতে ভেসে পপিকোন্ডালু

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রি থেকে বাস বা গাড়িতে পুরুষোত্তমপট্টনম বা পট্টিসীমা। এখান থেকে গোদাবরীর বুকে ভেসে বেড়ানো। গোন্ডাপোচাম্মা, পেরেন্টাপল্লি ঘুরে দেখে সন্ধেয় ফেরা পট্টিসীমা। ফিরতে না চাইলে রাতে থাকা যায়।

৯০. বিজয়ওয়াড়া-সূর্যলঙ্কা বিচ

কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়ওয়াড়া অন্ধ্রপ্রদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। ১২২৩.৫ মিটার লম্বা প্রকাশম বাঁধটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। এছাড়া দেখুন কনকদুর্গা মন্দির, গান্ধিস্তূপ, ভিক্টোরিয়া জুবিলি জাদুঘর, ভবানী আইল্যান্ড। ১০০ কিলোমিটার দূরে নির্জন সূর্যলঙ্কা বিচ।

৯১. তাড়পাত্রি-বেলুম

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার অল্পচেনা গন্তব্য তাড়পাত্রি আর বেলুম। তাড়পাত্রিতে আছে ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দির এবং বেলুমে প্রাকৃতিক গুহা। তাড়পাত্রি থেকে বেলুমের দূরত্ব ৩১ কিলোমিটার।

৯২. হর্সলে হিলস

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। সারাবছর আসা যায়। চারদিকে দেবদারু, পলাশ, ইউক্যালিপ্টাস, সেগুন, আমগাছের সারি। হর্সলে পাহাড়ে পৌঁছনোর রাস্তাটি খুব সুন্দর।

৯৩. রায়পুর-সিরপুর-বারনাওয়াপাড়া

ছত্তিশগড়ের বারনাওয়াপাড়া অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য এখনও অনাঘ্রাত। জঙ্গলের ধারেই ছত্তিশগড় পর্যটনের রিসর্ট। রায়পুর থেকে সিরপুরের মন্দিরগুচ্ছ দেখে রওনা হতে পারেন বারনাওয়াপাড়া অরণ্যের দিকে।

৯৪. কোচিন-মুন্নার-পেরিয়ার

ভেম্বানাদ হ্রদের তীরে কেরালার বাণিজ্যনগরী কোচিন। কোচিনে এলে ব্যাকওয়াটার ক্রুইজের আনন্দ উপভোগ করবেন। পশ্চিমঘাটের নীলগিরি পর্বতমালার কোলে মুন্নার। সবুজ চা-বাগান, লেক, ঝরনা, নদী, মশলার বাগান আর জঙ্গল নিয়ে অপরূপ শৈলশহর। মুন্নারের কাছেই হাতির বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ার অভয়ারণ্য।

৯৫. আলেপ্পি-কুইলন-ভারকালা-ত্রিবান্দ্রাম

আলেপ্পি-কুইলন ব্যাকওয়াটার ক্রুইজে না গেলে কেরালা ভ্রমণের অর্ধেক মজাই মাটি। সবুজ প্রকৃতি আর পাহাড়ি টিলায় সাজানো কেরালার অন্যতম সুন্দর সৈকত ভারকালা। ত্রিবান্দ্রমের সি ভি এন কালারিতে গিয়ে দেখতে পারেন মার্শাল আর্ট কালারিপায়াট্টুর কলাকৌশল।

৯৬. পুডুচেরি

বঙ্গোপসাগরের তীরে ঋষি অরবিন্দের স্মৃতিবিজড়িত পুডুচেরি। ফরাসিদের তৈরি শহর। এখানকার প্রধান আকর্ষণ অরবিন্দ আশ্রম। দেখে নিতে পারেন অরোভিল ও মাতৃমন্দির। শহরে দেখে নিন মনোরম সাগরবেলা। পুডুচেরির নতুন আকর্ষণ চুনাম্বার সৈকত।

৯৭. ইয়েরকাড হোগেনাক্কাল

তামিলনাড়ুর শেভারয় পাহাড়ের ওপর কমলালেবু ও মশলার বাগিচা নিয়ে ইয়েরকাড। নিকটবর্তী বড় শহর সালেম থেকে দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। অন্য পথে সালেম থেকে হোগেনাক্কাল ১১৪ কিলোমিটার। কাবেরী নদীর ওপর হোগেনাক্কাল প্রপাত দেখতে হয় কেরাকল নৌকোয় চেপে।

৯৮. চেন্নাই-উটি-কোদাইকানাল

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে সুন্দর শৈলাবাস উধাগামণ্ডলম বা উটি। টয়ট্রেন, চা-বাগান ও টলটলে জলের হ্রদ নিয়ে ভারতের অন্যতম সেরা পর্যটনস্থল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গায়ে কোদাই লেককে ঘিরে শৈলশহর কোদাইকানাল।

৯৯. চেন্নাই-মহাবলীপুরম-কাঞ্চিপুরম

মহাবলীপুরমের খ্যাতি তার সৈকত মন্দিরের জন্য। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে মন্দিরগুলো তৈরি হয় পল্লবরাজাদের হাতে। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গড়া পাথর কুঁদে শিল্পকলা আজও আকর্ষণীয়। কাঞ্চিপুরমও মন্দিরনগরী। শাড়ি ও পোশাক শিল্পে কাঞ্চিপুরমের সুখ্যাতি আছে। পুডুচেরিতে দ্রষ্টব্য অরবিন্দ আশ্রম, মিউজিয়াম, বিচ, অরোভিল্লা, মুদালিয়ার কুপ্পাম-এ বোটিং।

১০০. কন্যাকুমারী-মাদুরাই-রামেশ্বরম-ত্রিচি

তিন সাগরের মিলনস্থানে ভারতের শেষ বিন্দু কন্যাকুমারী তীর্থভূমি। কন্যাকুমারী মন্দিরের অদূরে ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়ছে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল যাওয়ার জন্য। মাদুরাইয়ের জগত জোড়া খ্যাতি মীনাক্ষী মন্দিরের জন্য। মন্দিরময় দ্বীপভূমি রামেশ্বর। কাবেরী নদীর তীরে চোল রাজাদের প্রাচীন রাজধানী তিরুচিরাপল্লি, অধুনা ত্রিচি।

বনের পাতা

নর্থ সুলাওয়েসি ব্যাবিরুসা

তথ্য ও মূর্তি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্য শুয়োর গোষ্ঠীর মধ্যে অদ্ভুত দেখতে সদস্যদের অভাব নেই। সে আফ্রিকাবাসী, গালের ওপর উঁচু হাড়ের ঢিবিওয়ালা ওয়ার্টহগ বা সার্কাসের জোকারদের মতো মুখে সাদা রংওয়ালা রেড রিভার হগই হোক; কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাসিন্দা মুখের সামনের দিকে বড় বড় লোমওয়ালা বিয়ার্ডেড পিগ। কিন্তু অদ্ভুতদর্শন হওয়ার দিক থেকে এদের সবাইকে টেক্কা দিতে পারে ইন্দোনেশিয়ার ব্যাবিরুসা। ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপের বাসিন্দা ব্যাবিরুসা নামের মানে হল 'হরিণের মতো দেখতে শুয়োর'। পুরুষ ব্যাবিরুসাদের ওপরের চোয়ালের শ্বদন্ত দুটি নাকের চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে পিছন দিকে বেঁকে আবার চোখের ওপরে মাথার মধ্যে ঢুকে যায় আর নীচের চোয়ালের শ্বদন্ত দু'টিও মুখের দু'পাশ দিয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। ওরকম দাঁত আর মোটাসোটা লালচে ধূসর লোমহীন শরীরের ব্যাবিরুসা দেখতে যে সত্যি অদ্ভুত তাতে সন্দেহ নেই। দাঁতগুলো দেখতে ভয়ঙ্কর হলেও তেমন শক্ত নয়, ফলে খুব সম্ভবত লড়াই করার থেকে দেখানোর কাজেই ওগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। স্ত্রী ব্যাবিরুসাদের অবশ্য দাঁতের বাহার থাকে না।

বুরু ব্যাবিরুসা, তোগিয়ান ব্যাবিরুসা আর নর্থ সুলাওয়েসি ব্যাবিরুসার চেহারা খুব কাছাকাছি দেখতে। এদের মধ্যে নর্থ সুলাওয়েসি ব্যাবিরুসাদের জীবনযাপন সম্পর্কে কিছুটা জানা গেলেও বাকি দুটি প্রজাতির বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায়নি এখনও। নিরক্ষীয় রেন ফরেস্টের বাসিন্দা ব্যাবিরুসার পছন্দ নদী বা জলার ধারের এলাকা— যেখানে এদের খাদ্য জলজ উদ্ভিদ আর ফলের গাছ প্রচুর জন্মায়। বসবাসের জন্য সমতল জমি পছন্দ করলেও বর্তমানে ব্যাবিরুসাদের আস্তানা হল মানুষের পক্ষে দুর্গম পার্বত্য এলাকা। পাতা, ফলমূল আর ঘাস প্রধান খাদ্য হলেও ছোটখাটো প্রাণীর মৃতদেহও এরা খেয়ে থাকে। ৭-৮ সদস্যের ছোট ছোট দলে এদের দেখা মেলে। তবে জলের ধারে কাদা মাখার সময় বা খনিজসমৃদ্ধ মাটি খাওয়ার সময় বিভিন্ন দল একত্রিত হয়। সামাজিক মেলামেশাও ওই সব জায়গাতেই হয়। স্ত্রী ব্যাবিরুসা গাছের ডালপালা দিয়ে মাটির ওপরে একটা বাসা বানায় একটি বা দু'টি ছানা বড় করা আর রাতে থাকার জন্য।

সম্ভবত এই আশ্চর্য চেহারার জন্যই বালিনিজ দৈত্যের মুখোশ ব্যাবিরুসার মাথার আদলে তৈরি হয়। এমনকী সুলাওয়েসির শাসকরা সম্মানীয় অতিথিদের ব্যাবিরুসা উপহার দিতেন। ইন্দোনেশিয়ার আইনে ব্যাবিরুসা হত্যা নিষিদ্ধ হলেও মাংসের জন্য চোরাশিকার আর কাঠের জন্য অরণ্য ধ্বংস নর্থ সুলাওয়েসি ব্যাবিরুসার বিপন্ন এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রধান কারণ।

মাথা ও ধড়: ৮৫-১০৫ সেন্টিমিটার।
লেজ: ২৭-৩২ সেন্টিমিটার।
ওজন: ৯০-১০০ কিলোগ্রাম।

তথ্যচিত্র

চুপির চর

চোখে দেখার ছবি, টুকে রাখার তথ্য

কলকাতার কাছেই পাখিদের স্বর্গরাজ্য কাষ্ঠশালি পাখিরালয়— 'চুপির চর' বলেই বেশি পরিচিত। এটা গঙ্গা থেকে কেটে যাওয়া একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ।

হাওড়া-কাটোয়া শাখায় পূর্বস্থলী স্টেশন। সেখান থেকে ভ্যানরিকশায় তিন কিলোমিটার গেলেই চুপি কাষ্ঠশালি পাখিরালয়। এখানে জলাশয়ে মনের আনন্দে ভেসে বেড়ায় অসংখ্য চেনা-অচেনা পাখির দল। রয়েছে নৌভ্রমণের ব্যবস্থা। ঘণ্টাপ্রতি ১২৫ টাকা। এখানে বলে রাখা ভালো, এ অঞ্চলের মানুষ পাখির ব্যাপারে বেশ সচেতন। দেওয়ালে দেওয়ালে সতর্কবাণী লেখা রয়েছে, তাদের বিরক্ত না করার জন্য। সঙ্গে বাইনোকুলার থাকলে পাখি দেখার মজা আরও বেশি। নৌকায় ভেসে বেড়াতে বেড়াতে খুব কাছ থেকে দেখা মিলবে পার্পল সোয়াম্পহেন, ফিজ্যান্টটেল জাকানা, ব্রোঞ্জ উইঙ্গড জাকানা, কমন মুরহেন, গ্রে হেরন, ক্যাটল ইগ্রেট, ইন্টারমিডিয়েট ইগ্রেট, করমোর‍্যান্ট, পন্ড হেরন, হোয়াইট বেলিড ড্রঙ্গো, পারেড কিংফিশার, লেসার হুইসলিং ডাক, স্যান্ডপাইপার, ব্ল্যাক ড্রঙ্গো ছাড়াও আরও অনেক নাম-জানা ও না-জানা পাখি। চুপির প্রধান আকর্ষণ রাঙামুড়ি। লাল মাথা ও গোলাপি ঠোঁট। সব মিলিয়ে পক্ষীপ্রেমীদের কাছে একদিনের ভ্রমণের জন্য চুপির চর এক আদর্শ গন্তব্য।

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে পূর্বস্থলি প্রায় ১২০ কিলোমিটার। হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে কাটোয়া লোকালে পূর্বস্থলি। স্টেশন থেকে ভ্যানরিকশা চেপে চুপি-কাষ্ঠশালি পৌঁছে যান। সড়কপথেও আসা যায়। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কৃষ্ণনগর পৌঁছে চলে আসুন নবদ্বীপে। সেখান থেকে পারুলিয়া মোড় হয়ে পূর্বস্থলি পৌঁছতে পারেন। এছাড়া দিল্লি রোড বা জি টি রোড ধরে মগরা পৌঁছে সেখান থেকে অসম লিঙ্ক রোড ধরে জিরাট, কালনা, নবদ্বীপ পেরিয়ে পারুলিয়া মোড় হয়েও পূর্বস্থলি পৌঁছতে পারেন।

কোথায় থাকবেন

পর্যটকদের সাহায্য করার জন্য কাষ্ঠশালি বনবীথি নামে একটি সংগঠন আছে। যোগাযোগ করতে পারেন সংগঠনের সভাপতি নবি বক্স শেখ (☎৯৭৩২১-৪২৩৬২)-এর সঙ্গে। এখানে থাকা-খাওয়া-বোটিং সবকিছুর ব্যবস্থাই এঁরা করে দেবেন। এখানে থাকার জন্য রয়েছে পরিযায়ী আবাস। দুটি দ্বিশয্যাঘর আছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ৪০০ টাকা। থাকা-খাওয়ার জন্য বুকিং করতে যোগাযোগ করুন: পুলক সিংহ (☎৮০০১৫-৫৪৫৩১)।

তথ্য ও চিত্র: পার্থ প্রামাণিক

নেটবই

বনবাংলোর কথা

পশ্চিমবঙ্গের বনবাংলোর যাবতীয় তথ্য এবার বইয়ের দু-মলাটে বন্দি। রাজ্য সরকারের বন দপ্তর খুব শিগগিরিই প্রকাশ করতে চলেছে একটি পকেটবই, যাতে বন উন্নয়ন নিগম এবং ফরেস্ট ডিরেক্টরেটের অধীনে থাকা, রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন আবাস তথা ইকো ভিলেজ রিসর্টের ছবি, বুকিংয়ের খুঁটিনাটি, থাকা-খাওয়ার তথ্য পাবেন ভ্রমণার্থীরা।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বন দপ্তরের অধীনে ২৩টি ও ফরেস্ট ডিরেক্টরেটের অধীনে ২০টি ইকো ভিলেজ রিসর্ট আছে। বন উন্নয়ন নিগমের রিসর্টের জন্য অনলাইন বুকিং করার বন্দোবস্ত থাকলেও, এতদিন ফরেস্ট ডিরেক্টরেটের অধীনস্থ রিসর্টের নাগাল পেতে যথেষ্টই বেগ পেতে হত পর্যটকদের। নতুন পকেটবইটি সেই সমস্যা অনেকটাই মেটাবে।

জানা গিয়েছে গ্রীষ্মের পর্যটন মরশুম শুরুর আগেই বইটি বন দপ্তরের জেলা সদর অফিসগুলি থেকে মিলতে পারে। তবে দাম ঠিক হয়নি এখনও।

ইউক্রেনের চিড়িয়াখানায় দুর্গত পশুপাখিরা

একটানা তিন মাস রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে আছে ইউক্রেন। ইতিমধ্যেই প্রাণ গিয়েছে বহু মানুষের। সম্প্রতি জানা গেল, সেখানকার চিড়িয়াখানার পশুরাও খাবার না পেয়ে মরতে বসেছে।

খারকিভের এক চিড়িয়াখানা সরকারি বিবৃতিতে জানিয়েছে, রাজনৈতিক ডামাডোলে এখানকার পশুরা খাবার পাচ্ছে না। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, পশুগুলিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। এই চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর অ্যালেক্সি গ্রিগোরিয়েভ সাংবাদিকদের কাছে পশুগুলির দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। তিনি জানান, এতদিন খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থা বিনা পয়সায় খাবারের যোগান দিয়েছে। কিন্তু এবার হাত গুটিয়ে নিয়েছে তারাও। মধ্যে খারকিভের স্থানীয় প্রশাসনও পশুদের খাবার কেনার জন্য চিড়িয়াখানাকে অর্থ বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু ইউক্রেনের অন্তর্বর্তী সরকার সেই অর্থ ফিরিয়ে নিয়েছে। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, উপোসী পশুগুলিকে চোখের সামনে মরতে দেখা ছাড়া চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের আর কিছু করার নেই। চিড়িয়াখানায় একটি গর্ভবতী হাতিও রয়েছে, কিন্তু তার খিদে মেটানোর ক্ষমতা তাঁদের নেই বলে জানান চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর।

ঘটনা হচ্ছে, ইউক্রেনের পূর্বদিক রাশিয়ার অনুগামী আর পশ্চিমপ্রান্ত বিরোধী, এ নিয়েই দু-প্রান্তে তীব্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। কিন্তু চিড়িয়াখানার পশুরা তো এতশত বোঝে না। গ্রিগোরিয়েভ তাই আক্ষেপ করেন, 'ওরা ক্ষমতা কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য লড়াই করছে না, ওরা শুধু বাঁচতে চাইছে।' কিন্তু হিংসায় জর্জর ইউক্রেনে তাদের আর্তি শোনার লোক কই?

মেরু ভল্লুক জের্ডা তার শিশুর সঙ্গে খেলায় মেতেছে। মস্কো থেকে ২,৮০০ কিলোমিটার পূর্বে নোভোবিরস্কের চিড়িয়াখানায়। ৭ মার্চ এ পি-র তোলা ছবি।

দেখা মিলল অচিন পাখির

ভারতের পাখির সংসারে যোগ হল আর-একটি নাম। উজানি অসমের ডিব্রু-শইখোয়ার জঙ্গলে দেখা মিলল বৈকাল বুশ ওয়ার্বলার-এর। ভারতে প্রথমবার। আর তার জেরেই এ দেশে পাখি-তালিকার ১২২৫ নম্বরে নথিভুক্ত হল বৈকাল বুশ ওয়ার্বলার। পাখিটির বৈজ্ঞানিক নাম লোকাস্টেলা দাভিডি। জানা গিয়েছে ডিব্রু শইখোয়ার জঙ্গলে মোতাপুং-মাগুরি বিলের কলিয়াপানি জলাভূমিতে পাখিটির ছবি তোলেন তিনসুকিয়া কলেজের ভূগোলের শিক্ষক রঞ্জনকুমার দাস। তিনি বিনন্দ হাতিবড়ুয়া নামে এক পক্ষীবিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে কলিয়াপানিতে গিয়েছিলেন। এইসময় বিনন্দবাবু তাঁর মোবাইল ফোন রেকর্ডারে স্পটেড বুশ ওয়ার্বলার-এর ডাক বাজান। সেই ডাক শুনে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে একটি স্পটেড বুশ ওয়ার্বলার। প্রায় একই সময়ে কাছাকাছি অন্য একটি ঝোপে বৈকাল বুশ ওয়ার্বলার-এর দেখা পাওয়া যায়। পাখিটির ছবি তুলে নেন রঞ্জনবাবু।

ইংল্যান্ডের ওরিয়েন্টাল বার্ড ক্লাবের বিশেষজ্ঞ ক্রিস কাজমিয়েরঝাক পাখিটিকে বৈকাল বুশ ওয়ার্বলার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৯৫ সালে এই প্রজাতির পাখিটি প্রথম চিহ্নিত হয়। এরা জন্মায় দক্ষিণ সাইবেরিয়া, মোঙ্গোলিয়া ও উত্তর-পূর্ব চিনে। কিন্তু ভারতে এর আগে এ পাখির দেখা মেলেনি।

লোকালয়ে চিতাবাঘের হানা

জঙ্গল সাফ করে ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের বাসভূমি। তাহলে বনের বাসিন্দারা যাবে কোথায়? সম্প্রতি মেরঠের একটি ঘটনা নতুন করে তুলে দিল এই প্রশ্ন। ২৪ ফেব্রুয়ারি জনবহুল মেরঠ ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় হাজির হয় একটি চিতাবাঘ। দোকানির ঘাড়ে থাবা দিয়ে, এক পুলিশ অফিসার ও এক চিত্রসাংবাদিক-সহ সাতজনকে ঘায়েল করে সে অতঃপর ঢুকে পড়ে সেনা হাসপাতালে। সেখানে বাঘটিকে আটকানোর সাময়িক ব্যবস্থা হলেও রাতেই সে নিজেকে মুক্ত করে এবং তারপর তাকে শপিং কমপ্লেক্স ও সিনেমা হলের সামনেও কয়েক ঝলক দেখা গিয়েছে। তবে পুলিশ ও বনকর্মীদের সঙ্গে সারা রাত চোরপুলিশ খেলার পরও চিতাবাঘটিকে ধরা যায়নি। তার ফলে কার্যত বনধ্-এর চেহারা নেয় মেরঠ। চিতাবাঘের হামলার ভয়ে স্কুল-কলেজ থেকে দোকানপাট সবই বন্ধ হয়ে যায়। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে গত এক বছরে বেশ কয়েকবারই জনপদে বন্যপ্রাণীর হামলার ঘটনা ঘটল। উত্তরপ্রদেশে গত বছরের ডিসেম্বরেই বাঘের পেটে গিয়েছিল ১০ জন। তারপর থেকে কখনও মুম্বইয়ের আবাসনে, কখনও ছত্তীশগড়ে, কখনও দক্ষিণ ভারতের কোয়েম্বাটুরে বারে বারেই হানা দিয়েছে চিতাবাঘ।

আমেরিকার চ্যাম্পলেন লেকে হাঁসের দল। এমনিতে লেকের জল জমে বরফ, তবে ভারমন্ট আর নিউ ইয়র্কের মধ্যে ফেরি চলাচলের জন্য তৈরি দুটো জলের ধারাই এখন হাঁসদের সন্তরণ-স্থল। তাই এখানে হাঁসের লোভে ভিড় জমাচ্ছে বল্ড ঈগলের দলও। আবার নানা প্রজাতির হাঁস আর ঈগল দেখতে ভিড় হচ্ছে পক্ষী-প্রেমিকেরও।
৫ মার্চ এ পি-র তোলা ছবি।

দার্জিলিং ম্যলে ওয়াই-ফাই

দার্জিলিংয়ের ম্যলে নিখরচায় দ্রুতগতির ইন্টারনেট পরিষেবা পেতে চলেছেন পর্যটকরা। গোর্খা টেরিটোরিয়াল অথরিটি (জি টি এ)-র উদ্যোগে সম্প্রতি ম্যালের ২৫০ বর্গ ফুট এলাকাতেই ওয়াই-ফাই মাধ্যমে কোনও কেবল ছাড়াই এই পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। জি টি এ-র পর্যটন দপ্তরের নির্বাহী অধিকর্তা সোনাম ভুটিয়া জানিয়েছেন, এই ইন্টারনেট সংযোগের গতিও খুব দ্রুত রাখা হয়েছে যাতে অনলাইন টিকিট কাটা বা বিমানে আসন সংরক্ষণ করতে পর্যটকদের অসুবিধা না হয়। ২৪ ঘণ্টাই পাওয়া যাবে এই পরিষেবা।

বিনপুরে বিরল অষ্টভুজা

পশ্চিম মেদিনীপুরের বিনপুরে কুই গ্রামে একটি পুকুর খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গেল বিরল মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি। মূর্তিটি অষ্টভুজা। সবুজাভ পাথরে তৈরি। মূর্তিটির বৈশিষ্ট্য হল, দেবীর দুই কাঁধেই রয়েছে তির রাখার তুণীর। দেবীর ডানদিকের একটি হাত ডানদিকের তুণীর থেকে তির বের করছে। ডানদিকের আরও দুটি হাতে ধরা খড়্গ এবং ত্রিশূল। মূর্তিটি আনুমানিক অষ্টম শতকে নির্মিত বলে জানিয়েছেন রাজ্য পুরাতত্ত্ব দপ্তরের উপ-অধিকর্তা অমল রায়। বাংলায় অষ্টভুজা মূর্তি এমনিতেই নগণ্য, উপরন্তু তার সবকটিই কালো পাথরে তৈরি।

বাসে শৌচাগার

শৌচাগার-সহ দূরপাল্লার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস রাস্তায় নামাতে চলেছে রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা (এস বি এস টি সি)। চলতি মাসেই আসানসোল থেকে দুর্গাপুর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত এরকম দু'টি বাস পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হয়ে যাবে বলে জানান সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর নবকুমার বর্মণ। পূর্ব ভারতে এই প্রথম এমন বাস চলবে বলে দাবি তাঁর।

খোঁজ মিলল অ্যাপোলোর

গতবছর গাজায় খুঁজে পাওয়া ব্রোঞ্জের অ্যাপোলো মূর্তি বিস্ময় বিরাট তোলপাড় ফেলেও হঠাৎই হারিয়ে গিয়েছিল। বহুকাল পরে এক অনলাইন বিকিকিনির সাইটে সেই ব্রোঞ্জ মূর্তির বিজ্ঞাপন দেখে সেটিকে উদ্ধার করেছে গাজার পুলিশ। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা মূর্তিটি অন্তত দু'হাজার বছরের পুরনো। যদিও বছরখানেকের ব্যবধানে দুটি আঙুল খুইয়েছে গ্রীকদের প্রাচীন দেবতার এই মূর্তি।

গতবছর গাজার এক নদীর পারে এক জেলে প্রথম মূর্তিটিকে দেখতে পান। হালকা খয়েরি গায়ের রং, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, সুঠাম চেহারা, ওজন প্রায় পাঁচশো কিলো। মূর্তিটিকে বাড়িতে নিয়ে এলে জেলের বৃদ্ধা মা খুবই ক্ষুণ্ণ হন, কেন না মূর্তিটি বস্ত্রহীন। কিন্তু মূর্তিটিকে সোনার ভেবে জেলে সেটির একটি আঙুল খুলে স্যাকরার কাছে যান, আর-একটি আঙুল একই ভাবে যাচাই করে দেখার জন্য খুলে নেয় জেলের এক ভাই। স্বভাবতই তাদের আশাপূরণ হয়নি। এরপর মূর্তিটি যে কোথায় গায়েব হয়ে যায় কেউ জানত না। কয়েকদিন আগে এক শপিং সাইটে মূর্তিটির ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপনে সেটির দাম লেখা হয় ভারতীয় মুদ্রায় ৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। ক্রেতাকে গাজায় এসে মূর্তিটি সংগ্রহ করতে হবে বলে শর্ত দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞাপনে। এদিকে, ইজরায়েল আর মিশরের নানা বিধিনিষেধে এই মুহূর্তে গাজায় কোনও বিদেশির ঢোকাটা একরকম অসম্ভব। আর তাতেই ফের হাতবদল হওয়া থেকে বেঁচে গেলেন ব্রোঞ্জের দেবতা। বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে গাজা পুলিশ তাঁকে পুনরুদ্ধার করেছে।

www.ekashtipathar.com

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

এবার গ্রাহক হয়ে অর্ধেক দামে

স্টলে প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে অর্ধেক দামে
নিয়মিত পত্রিকা পেতে
অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

অথবা নীচের নামে ও ঠিকানায় ১৮০ টাকার চেক পাঠান

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in
Editor's Website: www.amarendrachakravorty.com

এই আশ্চর্য পৃথিবীর সঙ্গে আপনার সেতুবন্ধ

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

তিনবছরের গ্রাহক হয়ে
হাতে হাতে নিয়ে যান
দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি:
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে
বিশ্বভ্রমণ

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

'ভ্রমণ'-এর ৯টি সাধারণ সংখ্যা (২৫ টাকা), একটি পুজোর গাইড সংখ্যা (৯০ টাকা) ও একটি শারদীয়া সংখ্যা (৯০ টাকা) সহ বছরে মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
'ভ্রমণ'-এর দুটি বিশেষ সংখ্যা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

দুটি বিশেষ সংখ্যা পাঠানোর ক্যুরিয়ার খরচ ধরে সাধারণ ডাকে গ্রাহকমূল্য—

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৩৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৪১০ টাকা।
তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,০৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,২৩০ টাকা।

সব সংখ্যাই ক্যুরিয়ার মারফত পেতে চাইলে

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৪৬০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৫৬০ টাকা।
তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,৩৮০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,৭০০ টাকা।

তিনবছরের গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে (নীচের ঠিকানায়) জমা দিয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

টাকা বা ড্রাফট ডাকে পাঠালেও ডিভিডি কেবলমাত্র আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 94332-17491, 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** subscription@swarnakshar.in

গ্রাহক হবার ফর্ম

Sending □ Rs. 360 □ Rs. 410 □ Rs. 460 □ Rs. 560 □ Rs. 1,080 □ Rs. 1,230 □ Rs. 1,380 □ Rs. 1,700 towards my subscription to BHRAMAN for □ One year □ Three years by Bank Draft Payable at Kolkata.

Name:.....

Address:.....

.....

.....

Bank Draft No.:..... Date:..... Bank:.....

Branch:..... Signature & Date:..... Phone No.:.....

যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
মানি অর্ডার/ড্রাফট Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে লিখবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019.

নারীযুগ

ভারতীয় ভাষায় প্রথম মহিলাদের দৈনিক সংবাদপত্র

রোজ সকালে সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে পাওয়া যায়

না পেলে ফোন করুন: 9830883322 **বা SMS:** 9051414333
অথবা E-mail: narijug@gmail.com **Website:** www.swarnakshar.in

BHRAMAN ◻ Vol. 22 No. 2 ◻ 1 March 2014 ◻ Rs. 25 RN. 53133/93 ◻ Postal Regn. No. KOL RMS/218/2013-2015

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com